বারি - বাহিনী

—— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বারি-বাহিনী

উপন্যাস

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা,

বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ফাল্গুন।

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা
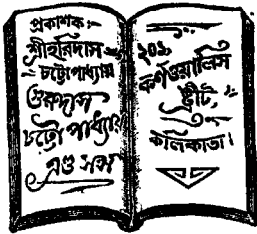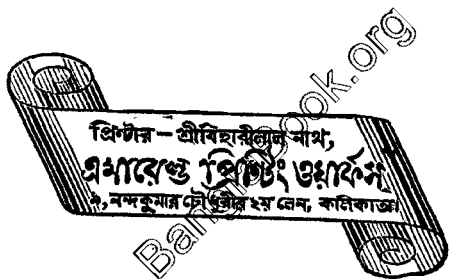
উৎসর্গ

পরমারাধ্যা খুল্লতাত-পত্নী
শ্রীচরণকমলেষু

খুড়ী-মা,

যে অংশ কাকার লিখিত, সে অংশ তোমার কণ্ঠে চিরফুল্ল পুষ্প-মাল্যরূপে বিরাজ করুক ; আর যে অংশ আমার লিখিত, সে অংশ তোমার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে সার্থক হউক।

মা, স্বামীর শেষ সম্পদ্, পুত্রের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ কর।

প্রণত সেবক
শচীশ।

ভূমিকা

পরমারাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে—১৩০০ বঙ্গাব্দে—এই আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র ও শিষ্য আজ তাহা ছাব্বিশ বৎসর পরে শেষ করিল।

আমার এই ধৃষ্টতা অনেকের বিবেচনায় অমার্জ্জনীয় হইতে পারে; কিন্তু আমি এ প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। তা' ছাড়া আর একটা কথা আছে; যাঁহার নিকট আমি সকল বিষয়ে ঋণী, তাঁহার চরণে এ ভাবে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাধারণ ভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক অভিনব ভাষায় এই পুস্তকখানির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমিও সাধ্যমত সেই ভাষার অনুসরণ করিয়াছি; তবে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা যথাযথ প্রতিলিপি করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলাম। কালপ্রভাবে কাগজখানি ভগ্ন ও মসী মলিন হইয়া গিয়াছে। ইতি—

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বারিবাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বসতি-স্থান বলিয়া এই গ্রাম গণ্ডগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। একদা চৈত্রের অপরাহ্ণে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল; মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুষ্ক করিতে লাগিল, এবং সন্তশয্যোত্থিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধূত করিতে লাগিল।

ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা একটি রমণী একটি সামান্য পর্ণকুটীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে গাত্রোত্থান করিয়া বেশভূষায় ব্যাপৃতা হইলেন। স্ত্রীজাতির এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদনে রমণীর কালবিলম্ব হইল না; একটু জল, একখানি টিনেমোড়া চারি আঙ্গুল বিস্তার দর্পণ, সেইরূপ দীর্ঘকায় একখানি চিরুণির দ্বারা এ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল। এতদ্ব্যতিরেকে কিছু সিন্দুরের গুঁড়ায় ললাট বিশোভিত হইল। পরিশেষে

একটী তাম্বুলের রাগে অধর রঞ্জিত হইল। এইরূপে জগদ্বিজয়িনী রমণী জাতির একজন মহারথী সশস্ত্র হইয়া কলসীকক্ষে যাত্রা করিলেন, এবং কোনও প্রতিবাসীর বংশরচিত দ্বার সবলে উদ্ঘাটিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা হইলেন।

যে গৃহমধ্যে ইনি প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে চারিখানি চালা ঘর—মাটীর পোতা—ঝাঁপের বেড়া। কুটীরমধ্যে কোথাও দারিদ্র্যলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল না—সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চতুষ্কোণ উঠানের চারি-দিকে চারিখানি ঘর। তিনখানির দ্বার উঠানের দিকে—একখানির দ্বার বাহিরের দিকে। এই ঘরখানি বৈঠকখানা—অপর তিনখানি চতুষ্পার্শ্বে আবরণ বিশিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সদর বাটীর মণ্ডপ সম্মুখে সুকর্ষিত ভূমিখণ্ডে কিছু বার্ত্তাকু শাকাদি জন্মিয়াছিল। চারিপার্শ্বে নলের বেড়া; দ্বারে ঝাঁপের আগড়; সুতরাং অবলা অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিল।

বলা বাহুল্য যে, লব্ধপ্রবেশা প্রথমেই অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসী বা পুরবাসিনীবর্গ মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে স্ব স্ব কার্য্যে কে কোথায় গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কেবলমাত্র তথায় দুই ব্যক্তি ছিল; একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী বস্ত্রোপরে কারুকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, আর একটী চারি বৎসরের শিশু খেলায় মগ্নচিত্ত ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালায় যাইবার সময় জানিয়া শুনিয়া মস্যাধার ভুলিয়া গিয়াছিল। শিশু সেই মসীপাত্র দেখিতে পাইয়া অপ্রাপ্ত আনন্দ সহকারে সেই কালি মুখে মাখিতেছিল; পাছে দাদা আসিয়া দোয়াত কাড়িয়া লয়, বাছা যেন এই ভয়ে সকল কালিটুকু একেবারে মাখিয়া ফেলিতেছিল। অভ্যাগতা, কারুকার্য্যকারিণীর নিকট ধরাসনে উপ-বেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেছিস্ লো?"

সম্বোধিতা রমণী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আজ যে দিদি, বড় অনুগ্রহ ; না জানি আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছিলাম।"

অভ্যাগতা হাসিয়া কহিল, "আর কা'র মুখ দেখে উঠ্‌বে? রোজ যা'র মুখ দেখে উঠ, আজও তা'র মুখ দেখে উঠেছ।"

এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল ; অপরা নারীর অধরমূলে হাস্য অর্দ্ধপ্রকটিত রহিল। এই স্থলে উভয়ের বর্ণনা করি।

অভ্যাগতা যে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে শ্যামবর্ণা—কাল নয়—কিন্তু তত শ্যামও নয়। মুখকান্তি নিতান্ত সুন্দর নয়, অথচ কোন অংশ চক্ষুর অপ্রিয়কর নয় ; তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের 'হাসি হাসি'-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল। দেহময় যে অলঙ্কারসকল ছিল, তাহা সংখ্যায় বড় অধিক না হইবে, কিন্তু একটী মুটের বোঝা বটে। যে শঙ্খবণিক সেই বিশাল শঙ্খ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বকর্ম্মার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সন্দেহ নাই। আভরণময়ীর স্থূলাঙ্গে একখানি মোটা শাটী ছিল ; শাটীখানি বুঝি রজকের উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গতিবিধি করে নাই।

অষ্টাদশবর্ষীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদৃশ অলঙ্কার বেশী ছিল না। বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে পূর্ব্ববঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠবিকৃতি সংলক্ষিত হইত না ; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে, রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোদুঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল ; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্দ্ধ প্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক

হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল। অতিবর্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব উর্দ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষস্ফুরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা প্রকটিত হইল। কিন্তু সে যৌবন-মদমত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপে চিন্তাকুলতা প্রতীত হইত; এবং তথায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দেখিলেই বুঝা যাইত, সে হৃদয়তলে কত সুখ দুঃখ বিরাজ করিতেছে। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল; তথাচ পরিধেয় পরিষ্কার শাটীখণ্ডমধ্যে যাহা অর্দ্ধ দৃষ্ট হইতেছিল, তাহার অনুরূপ শিল্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র প্রকোষ্ঠে 'চুড়ী' ও বাহুতে 'মুড়কিমাদুলী'; ইহাও বড় সুগঠন।

তরুণী হস্তস্থিত সূচ্যাদি একপার্শ্বে রাখিয়া অভ্যাগতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্যাগতা কথোপকথনকালে নিজ গৃহযন্ত্রণা-বর্ণনে বিস্তর সদ্বক্তৃত্ব প্রকাশ করিলেন; দোষের মধ্যে এই, যে যন্ত্রণা-গুলীন বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রায় কাল্পনিক। বক্ত্রী নিজ কর্দ্দমময় বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষে দিতে লাগিলেন; বিধাতা তাঁহাকে যে চক্ষুযুগল দিয়াছিলেন সে কিছু এমত অবস্থার যোগ্য নয়; কিন্তু কি হবে?—অবস্থাবিশেষে শালগ্রামেরও মৃত্যু ঘটে। চক্ষুর ঘটে নাই, যতবার কাপড়খানা এসে ঠেকে ততবার চক্ষু দুইটী কামধেনুর মত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করে। বক্ত্রী-চূড়ামণি অনেকবার অশ্রুবৃষ্টি করিয়া একবার জাঁকাইয়া কাঁদিবার উদ্যোগে ছিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে

কথিত চক্ষু দুইটী সেই সময় সেই শিশুটির কালিময় মুখের উপর পড়িল; শিশুটী মসীপাত্র শূন্য করিয়া অন্ধকারময় মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বালকের এই অপরূপ অঙ্গরাগ দেখিয়া গৃহযন্ত্রণাবাদিনী কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন; রসের সাগর উথলিয়া যন্ত্রণাদি ভাসাইয়া দিল।

রোদনাদির ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, সূর্য্যদেবকে সত্য সত্যই অস্তাচলে যাইবার উদ্যোগী দেখিয়া বক্ত্রী তরুণীকে জল আনিতে যাইবার আমন্ত্রণ করিলেন। বস্তুতঃ এই আমন্ত্রণের জন্যই এতদূর আসা। নবীনা বারি-বাহনার্থ যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। নবীনা কহিলেন, "মধুমতীতে বড় কুমীর, গেলে কুমীরে খাবে।"

ইহা শুনিয়া সঙ্গিনী যে ঘোর হাস্য করিল, নবীনা তাহাতেই বুঝিলেন,—তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। তিনি পুনরায় কহিলেন, "যাবি কখন লা কনক, আর কি বেলা আছে?" "এখনও দুপুর বেলা" বলিয়া কনক অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইলেন যে, এ পর্য্যন্ত সূর্য্যকর বৃক্ষোপরে দীপ্তিমান্ রহিয়াছে।

নবীনা তখন কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "তুই জানিস্ ত কনক দিদি, আমি কখন জল আনিতে যাই না।"

কনক কহিল, "সেই জন্যই ত যাইতে কহি, তুই কেন সারাদিন পিঞ্জরেতে কয়েদ থাক্‌বি? আর বাড়ীর বউ মানুষে জল আনে না?"

নবীনা গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "জল আনা দাসীর কর্ম্ম।"

"কেন, কে জল এনে দেয় লো? দাসী চাকর কোথা?"

"ঠাকুরঝি জল আনে।"

"ঠাকুরঝি যদি দাসীর কর্ম্ম করিতে পারে, তবে বৌ পারে না?"

তখন তরুণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে কহিল, "কথায় কাজ নাই কনক!

তুমি জান আমার স্বামী আমাকে জল আনিতে বারণ করিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে চেন ত ?"

কনকময়ী কোনও উত্তর না করিয়া সচকিত কটাক্ষে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, যেন কেহ আসিতেছে কিনা দেখিলেন। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া সমভিব্যাহারিণীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিতে বাসনা আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশঙ্কা প্রযুক্ত কথনেচ্ছা দমন করিয়া অধোদৃষ্টি করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তরুণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছিস্ ?"

কনক কহিল, "যদি—যদি তোর চোখ্ থাকৃত—"

নবীনা আর না শুনিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা নিষেধ করিয়া কহিল, "চুপ্ কর্, চুপ্ কর্—বুঝিয়াছি।"

কনক বলিল, "বুঝিয়া থাক ত কি করিবে এখন ?"

তরুণী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ঈষৎ অধরকম্পে এবং অল্প ললাট-রক্তিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, যুবতীর মনোমধ্যে কোন্ চিন্তা প্রবল। তাদৃশ ঈষৎ দেহকম্পনে আরও দেখা গেল যে, সে চিন্তায় হৃদয় অতি চঞ্চল হইতেছে। ক্ষণেক পরে কহিলেন, "চল যাই, কিন্তু ইহাতে কি পাপ আছে ?"

কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, "পাপ আছে! আমি ভুঁড়ে ভট্টাচার্য্য নহি, শাস্ত্রের খবরও রাখি না; কিন্তু আমার আড়াই কুড়ি থাকিলেও যাইতাম।"

"বড় বুকের পাটা" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল; "পঞ্চাশটা! হাঁলো, এতগুলো কি তোর সাধ ?"

কনক দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল, "মুখে আনিতে পাপ; কিন্তু বিধাতা যে একটা দিয়াছেন, পঞ্চাশটাও যদি তেমনি হয়, তবে কোটী

থানেকেই বা কি ক্ষতি? কাহারও সঙ্গে যদি দেখা সাক্ষাৎ না হইল তবে আমি কোটী পুরুষের স্ত্রী হইয়াও সতী সাধ্বী পতিব্রতা।"

"কুলীনে কপাল" বলিয়া তরুণী চঞ্চল পদে পাকশালা হইতে একটী ক্ষুদ্র কলসী আনয়ন করিলেন। যেমন বারিবাহিনী তেমনই কলসী। তখন উভয়ে প্রবাহিনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, "এখন এস দেখি মোর গৌরবিণী, হাঁকরা গুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি।"

"মর্ পোড়ার বাঁদর" বলিয়া কনকের সমভিব্যাহারিণী অবগুণ্ঠনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অপনীত সূর্য্যকর নারিকেলাদি বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নিশা ধরাবাসিনী হয় নাই। এমন সময় কনক ও তাহার সমভিব্যাহারিণী কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। পথি-পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল; পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে তদ্রূপ উদ্যান বড় বিরল। সুশোভন লৌহ রেইলের পরিধি মধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও মল্লিকার কলি পথিকার নেত্রমোদন করিতেছিল। পূর্ব্বতন পদ্ধতিমত চতুষ্কোণ ও অণ্ডাকার বহুতর চান্‌কার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণ পথ সুরচিত ছিল। উদ্যান মধ্যে একটী পুষ্করিণী। তাহার তীর কোমল তৃণাবলিতে সুসজ্জিত; একদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী। ঘাটের

সম্মুখে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল।

বয়োধিক যে ব্যক্তি, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে; দীর্ঘ শরীর, স্থূলাকার পুরুষ। অতি স্থূলকায় বলিয়াই সুগঠন বলা যাইতে পারিল না। বর্ণ কঠোর শ্যাম; কান্তি কোনও অংশে এমত নহে যে, সে ব্যক্তিকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে; বরং মুখে কিছু অমধুরতা ব্যক্ত ছিল। বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে; কিন্তু তাহার বিশেষত্ব কি যে, তাহাও হঠাৎ নিশ্চয় করা দুর্ঘট। কটিদেশে ঢাকাই ধুতি, লম্বা লম্বা পাকান ঢাকাই চাদরে মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধা। পাগড়িটির দৌরাত্ম্যে, যে দুই এক গাছি চুল মাথায় ছিল, তাহাও দেখিতে পাওয়া ভার। ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গাত্রে;—সুতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময় অসীম দেহখানি বেশ দেখা যাইতেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার কবচখানিও উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। কিন্তু গলদেশে যে হেলেহার মন্দর পর্ব্বতে বাসুকীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিল, সে একেবারে পিরহাণের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিরহাণে সোনার বোতাম, তাহাতে চেন্ লাগান; প্রায় সকল আঙ্গুলেই অঙ্গুরীয়; হস্তে যমদণ্ডতুল্য পিচের লাঠী। বামন দেবের পাদপদ্মতুল্য দুই খানি পায়ে ইংরাজী জুতা।

ইহার সমভিব্যাহারী পরম সুন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর। তাঁহার সুবিমল স্নিগ্ধ বর্ণ, শারীরিক ব্যায়ামের অসদ্ভাবেই হউক, বা ঐহিক সুখ সম্ভোগেই হউক, ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ অনতি মূল্যবান্,—একখানি ধুতি, অতি পরিপাটী একখানি চাদর, একটি কেম্ব্রিকের পিরাণ; আর গোরার বাটীর জুতা পায়। একটি আঙ্গুলে একটী আংটি; কবচ নাই, হারও নাই।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিল, "তবে মাধব, তুমি আবার কলিকাতা ধরিয়াছ! আবার এ রোগ কেন?"

মাধব উত্তর করিলেন, "রোগ কিসে? মথুর দাদা, আমার কলিকাতার উপর টান যদি রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ।"

মথুর জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে?"

মাধব। নয় কিসে? তুমি রাধাগঞ্জের আম বাগানের ছায়ায় বয়স কাটাইয়াছ, তাই তুমি রাধাগঞ্জ ভালবাস; আমি কলিকাতার দুর্গন্ধে কাল কাটাইয়াছি, আমিও তাই কলিকাতা ভালবাসি।

মথুর। শুধু দুর্গন্ধ! ডেরেনের শুকো দই; তা'তে দুটা একটা পচা ইঁদুর, পচা বেরাল উপকরণ—দেব দুর্ল্লভ।

মাধব হাসিয়া কহিল, "শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান —তেল পুড়ান—ইংরাজি নবিশ ইয়ার বক্শিকে মদ খাওয়ান— আর হয় ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল্। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখন কন্‌কিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আস্‌মান থেকে পড়েছে?—তাইত বটে! ওর সঙ্গে ওটি কে?

মাধব কিঞ্চিৎ রক্তিমকান্তি হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কনকের কি স্বভাব দেখেছ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবু হে'সে হে'সে মরে।"

মথুর। তা' হউক—সঙ্গে কে?

মাধব। তা' আমি কেমন করিয়া বলিব, আমার কি কাপড় ফুঁড়ে চোখ্ চলে? ঘোমটা দেখিতেছ না?

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসী কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। কনককে সকলেই চিনিত; কিন্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রতি পদসঞ্চারে যে অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য বিকাশ হইতেছিল, তাঁহার বস্ত্রভেদ করিয়া যে অপূর্ব্ব অঙ্গসৌষ্ঠব দেদীপ্যমান হইতেছিল, তাহাতে প্রথমে মাধবের, পশ্চাৎ মথুরের দৃষ্টি মুগ্ধ হইল; এবং উভয়ে সঙ্গীতধ্বনিদত্তচিত্ত কুরঙ্গের ন্যায় অবহিত মনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শেষ লিখিত কয়েকটি কথা যে সময়ে মাধবের মুখ হইতে নির্গত হইল, সেই সময় একবার মন্দ সমীরণ-হিল্লোল রমণীদিগের শিরোপরে বাহিত হইল; এই সময় তরুণী স্বীয় কক্ষস্থিত কলসী অনভ্যস্ত কক্ষে উত্তমরূপে বসাইবার জন্য অবগুণ্ঠন হইতে হস্ত লইবার সময়, দুষ্ট সমীরণ অবগুণ্ঠনটি উড়াইয়া ফেলিল। মুখ দেখিয়া মাধব বিস্মিতের ন্যায় ললাট আকুঞ্চিত করিলেন। মথুর কহিল, "ওই দেখ—তুমি ওকে চেন?"

"চিনি।"

"চেন? তুমি চেন, আমি চিনি না; অথচ আমি এই খানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি কয়দিন! চেন যদি, তবে কে এটি?"

"আমার শ্যালী।"

"তোমার শ্যালী? রাজমোহনের স্ত্রী?"

"হাঁ।"

"রাজমোহনের স্ত্রী, অথচ আমি কখন দেখি নাই?"

"দেখিবে কিরূপে? উনি কখন বাটীর বাহির হয়েন না।"

মথুর কহিল, "হয়েন না তবে আজ হইয়াছেন কেন?"

মাধব। কি জানি।

মথুর। মানুষ কেমন?

মাধব। দেখিতেই পাইতেছ—বেশ সুন্দর।

মথুর। ভবিষ্যদ্বক্তা গণকঠাকুর এলেন আর কি! তা বলিতেছি না—বলি, মানুষ ভাল?

মাধব। ভাল মানুষ কাহাকে বল?

মথুর। আঃ কালেজে পড়িয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ। একবার যে সেখানে গিয়া রাঙ্গামুখোর শ্রাদ্ধর মন্ত্র পড়িয়া আসে, তাহার সঙ্গে দুটো কথা চলা ভার। বলি ওর কি—?

মাধবের বিকট ভ্রূভঙ্গ দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি করিতে চাহিতেছিলেন তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

মাধব গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "আপনার এত স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই; ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাইতেছে তাহার সম্বন্ধে আপনার এত বক্তৃতার আবশ্যক কি?"

মথুর কহিল, "বলিয়াছি ত দু' পাত ইংরাজি উল্‌টাইলে ভায়ারা সব অগ্নি-অবতার হইয়া বসেন। আর ভাই, শ্যালীর কথা কব না ত কাহার কথা কব? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব? যাক্ চুলায় যাক্; মুখ খানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে। রাজমুহূনে গোবর্দ্ধন এমন পদ্মের মধু খায়?"

মাধব কহিল, "বিবাহকে বলিয়া থাকে সুরতি খেলা।"

এইরূপ আর কিঞ্চিৎ কথোপকথন পরে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কনকময়ী এবং তৎসঙ্গিনী নীরবে গৃহাভিমুখে চলিলেন। লোকের সম্মুখে কথা কহিতে কনকের সহচরী অতি লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কনকও নীরব। কিন্তু এমন লোকালয় মধ্যে রসনারূপিণী প্রচণ্ডা অশ্বিনী যে নিজ প্রাখর্য্যাদি গুণ দেদীপ্যমান করিতে পারিল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদুঃখ রহিল। তাঁহারা আপনাপন গৃহ-সান্নিধ্যে আসিলেন; তথায় লোকের গতিবিধি অধিক না থাকায় কনীয়সী কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; বলিলেন, "কি পোড়া কপালে বাতাস দিদি, আমাকে কি নাস্তানাবুদই করিল।"

কনক হাসিয়া কহিল, "কেন তোমার ভগ্নীপতি কি কখন তোমার মুখ দেখে নাই?"

কনীয়সী। আমি ত তাহার জন্য বলিতেছি না—অন্য একজন যে কে ছিল।

কনক। কেন, সে যে মথুর বাবু; তাহাকে কি কখন দেখ নাই?

কনীয়সী। কবে দেখিলাম?—আমার ভগ্নীপতির জ্যেঠাত ভাই মথুর বাবু?

কনক। সে না ত কে?

কনীয়সী। কি লজ্জা বোন্ কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না।

কনক। মরণ আর কি! আমি লোকের কাছে গল্প করিতে যাইতেছি যে, তুমি জল আনিতে ঘোমটা খুলে মুখ দেখাইয়াছিলে।

এই বলিয়া কনক মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তরুণী সরোষে কহিল, "তুমি ভাগাড়ে পড় না কেন? কথার রকম দেখ। এমত জানিলে কি আমি তোমার সঙ্গে আসিতাম?"

কনক পুনরায় হাস্য করিতে লাগিল; যুবতী কহিলেন, "তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না—সর্ব্বনাশ! দুর্গা যা করেন।"

এই বলিয়া নবীনা গৃহাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরা হইল। কনকময়ীও সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই আকস্মিক ভীতির হেতু অনুভূত করিলেন। তাঁহারা প্রায় গৃহ-সান্নিধ্যে উপনীতা হইয়াছিলেন। কনক দেখিতে পাইল যে, দ্বারে অগ্নিবিচ্ছুরিত নয়নে কালমূর্ত্তির ন্যায় রাজমোহন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সঙ্গিনীর কর্ণে কর্ণে সে কহিল,—"আজ দেখিতেছি মহাপ্রলয়; আমি তোর সঙ্গে যাই, যদি অকূলে কাণ্ডারী হইতে পারি।"

রাজমোহনের স্ত্রী তদ্রূপ মৃদুস্বরে কহিল, "না, না আমার ও সহ্য আছে—তুমি থাকিলে হয় ত হিতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও।"

ইহা শুনিয়া কনক পথান্তরে নিজ গৃহে গমন করিল। তাঁহার সহচরী যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমোহন কিছুই বলিল না। তাহার স্ত্রী জলকলসী লইয়া পাকশালায় রাখিলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় যাইলেন। স্ত্রী কলসীটি রাখিলে রাজমোহন কহিল, "একটু দাঁড়াও"। এই বলিয়া জলের কলসী লইয়া আঁস্তাকুড়ে জল ঢালিয়া ফেলিলেন। রাজমোহনের একটা প্রাচীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তাঁরই প্রতি; তিনি এইরূপ জলের অপচয় দেখিয়া রাজমোহনকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "আবার জলটা অপচয় করিতেছিস্ কেন রে? তোর ক'গণ্ডা দাসী আছে যে, আবার জল আনিয়া দিবে?"

"চুপ কর্ মাগী হারামজাদী" বলিয়া রাজমোহন বারিশূন্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ অন্তর্জ্বালাকর স্বরে কহিল, "তবে রাজরাণী, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ?"

রমণী অতি মৃদুস্বরে দার্ঢ্য সহকারে কহিল, "জল আনিতে গিয়াছিলাম।"

যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল তিনি তথায় চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অস্পন্দিত কায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

রাজমোহন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "জল আনিতে গিয়াছিলে! কারে বলে গিছ্‌লে ঠাকুরাণি ?"

"কাহারেও বলে যাই নাই।"

রাজমোহন আর ক্রোধপ্রবাহ সম্বরণ করিতে পারিল না, চিৎকার স্বরে কহিল, "কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না ?"

অবলা পূর্ব্বমত মৃদুভাবে কহিল, "করেছ।"

"তবে গেলি কেন হারামজাদি ?"

রমণী অতি গর্ব্বিত বচনে কহিল, "আমি তোমার স্ত্রী।" তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

"গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।"

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন; বজ্রনাদবৎ চিৎকারে কহিলেন, "আমি তোকে হাজার বার বারণ করেছি কিনা ?" এবং ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া চিত্রপুত্তলিসম স্থির-রূপিণী সাধ্বীর কোমল কর বজ্রমুষ্টে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন।

অবলাবালা কিছু বুঝিলেন না; প্রহারোদ্যত হস্ত হইতে এক পদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতর চক্ষে স্ত্রী-ঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মন্ত্রমুগ্ধ রহিল। ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্তত্যাগ করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত বজ্রনিনাদে কহিল, "তোরে লাথিয়ে খুন করব।"

তথাপি তিরস্কৃতা কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছিল। ঈদৃশী মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিতে দেখিয়া নিষ্ঠুর কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইল। সহধর্ম্মিণীর অচলা সহিষ্ণুতা দৃষ্টে প্রহারোদ্যমে বিতথপ্রযত্ন হইলেন বটে, কিন্তু রসনাগ্রে অবাধে বজ্রতাড়ন হইতে লাগিল। সে মধুমাখা শব্দাবলী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কর্ণ পীড়ন করা অবিধেয়। ধীরা সকলই নীরবে সহ্য করিল। ক্রমে রাজমোহনের প্রচণ্ডতা খর্ব্ব হইয়া আসিল; তখন প্রাচীনা পিসীর একটু সাহস হইল। তিনি ধীরে ধীরে ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূর কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন; এবং যাইতে যাইতে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাও সাবধানে, সাবধানে—সাবধানের মার নাই। যখন দেখিলেন যে রাজমোহনের ক্রোধ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন বর্ষীয়সী একেবারে স্বীয় কণ্ঠকূপ হইতে প্রচণ্ড তিরস্কার-প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলীন কুকথা মুখনির্গত করিয়াছিল, প্রায় সকল গুলিরই উপযুক্ত মূল্যে প্রতিশোধ দিলেন। রাজ-মোহন তখন নিজের ক্রোধ লইয়া ব্যস্ত, পিসীর মুখ-নিঃসৃত ভাষা লালিত্যের বড় রসাস্বাদন করিতে পারিলেন না; আর পূর্ব্বে সে রস অনেক আস্বাদন করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এক্ষণে তাহা অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ করিলেন না। দুইজনে দুইদিকে গেলেন; পিসী বধূকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজমোহন কাহার মাথা ভাঙ্গিবেন ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একণে পাঠক মহাশয়ের সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় হইল, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব বিবরণ কথনে প্রবৃত্ত হই।

পূর্ব্বাঞ্চলে কোন ধনাঢ্য ভূস্বামীর আলয়ে বংশীবাদন ঘোষ নামে এক ভৃত্য ছিল। এই ভূস্বামীর বংশ ও নাম একণে লোপ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? দ্বিতীয় পত্নীও সন্তানরত্ন-প্রসবিনী হইলেন না। না হউন, বার্দ্ধক্যে তরুণী স্ত্রী একাই এক সহস্র। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে দুই সপত্নীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত করিতেন; কখন কখন কর্ত্তার নিকট আসিয়া উভয়ে চীৎকারের মহলা দিতেন; কখন বা কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কাপড় টানিয়া ছিঁড়িতেন; জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার চুল টানিয়া ছিঁড়িতেন। এমনও কখন হইয়াছে যে, ছেঁড়া ছিঁড়ি নাক কাণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেই প্রায় উলু খাকড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে,—বৃদ্ধ, সহধর্ম্মিণীদিগের সমর সময়ে নিকটে থাকিলেই লাথিটা গুঁতাটায় বঞ্চিত হইতেন না; কনিষ্ঠার পদাঘাত পাইলেই মনে করিতেন,—এইবার পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে উঠিলেন; এমনই লাথির জোর। জ্যেষ্ঠা সর্ব্বদা বলিতেন, "বড়র বড়, ছোটর ছোট।" শেষে করাল কাল মধ্যস্থ হইয়া "বড়র বড়, ছোটর ছোট" বলিয়া বড়কে আগে অন্তর্হিত করিল।

বয়োধিকা পত্নীর মৃত্যু দেখিয়া প্রাচীন মনে করিলেন, "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে; আমাকেও কোন্ দিন ডাক পড়ে এই। মরি তা'তে ক্ষতি নাই, বার ভূতে বিষয়টা খাবে।"

প্রেয়সী যুবতীর সাক্ষাতে মনের কথা বলিলে প্রেয়সী বলিলেন, "কেন আমি আছি, আমি কি তোমার বার ভূত?" বৃদ্ধ কর্ত্তা কহিলেন, "তুমি যেখানে এক বিঘা জমি স্বহস্তে দান বিক্রয় করিতে পারিবে না, সেখানে তুমি আর বিষয় ভোগ করিলে কি?" চতুরা কহিল, "তুমি মনে করিলে সব পার; বিষয় বিক্রয় করিয়া আমায় নগদ টাকাটা দাও না।" তথাস্তু বলিয়া ভূস্বামী ভূমি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মন দিলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা এমনই বলবতী যে, যখন বৃদ্ধ লোকান্তরে গমন করিল, তখন তাহার বিপুল সম্পত্তি প্রায় স্বর্ণরৌপ্য রাশিতেই ছিল—ভূমি অতি অল্প ভাগ। করুণাময়ী বড় বুদ্ধিমতী; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এখন ত সকলই আমার; ধন আছে, জন আছে, যৌবনও আছে। ধন জন যৌবন সকলই বৃথা; যতদিন থাকে ততদিন ভোগ করিতে হয়।"

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যখন জানকী বিচ্ছেদে কাতর হন, তখন কি করেন, সীতার একটী স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া মনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। করুণাময়ীও সেইরূপ স্বামীর কোনও প্রতিমূর্ত্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ না করেন কেন? আরও ভাবিলেন, রামচন্দ্র ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতেন; নির্জ্জীব ধাতুতে যদি মনোদুঃখ নিবারণ হয়, তবে যদি একটা সজীব পতিপ্রতিনিধি করি তা'হলে আরও সুখদ হইবে সন্দেহ কি? কেননা সজীব প্রতিনিধিতে কেবল যে চক্ষুর তৃপ্তি হইবে এমত নহে, সময়ে সময়ে কার্য্যোদ্ধারও সম্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী স্থির করা

আবশ্যক। পতি এমন পরম পদার্থ যে, একেবারে পতিহীন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপতি রাখাও ভাল; বিশেষ শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহাতে কি আর কিন্তু আছে?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া করুণাময়ী স্বামীর সজীব প্রতিমূর্ত্তিতে কাহাকে বরণ করিবে ভাবিতে ভাবিতে বংশীবদন ঘোষ খানসামার উপর নজর পড়িল; বংশীবদনকে আর কে পায়? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম আদৌ, কাম মোক্ষ—পশ্চাৎ। এই তিনকে যদি করুণাময়ী ভৃত্যের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারিল, রহিল অর্থ। অর্থ আর কয়দিন বাকি থাকে? খানসামা বাবু অতি শীঘ্র সদর নায়েব হইয়া বসিলেন। কালে সকলের লয়,—কালে প্রণয়ের লয়—কালে প্রণয়ীর লয়,—প্রণয়ময়ী অতি শীঘ্রই খানসামাকে ত্যাগ করিয়া প্রেমাস্পদ মৃত স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

প্রথমে করুণাময়ীর অতি সামান্য জ্বর হয়; জ্বরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। লোকে বংশীবদনের নানামত নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ কেহ এমনও কহিল যে, সে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করণাশায় করুণাময়ীকে বিষপান করাইয়াছিল। যাহাই হউক করুণাময়ী প্রাণত্যাগ করিলেন।

বংশীবদন প্রণয়িনী বিয়োগের মনোদুঃখেই হউক, অথবা "যঃ পলায়তি স জীবতি" বলিয়াই হউক, তৎক্ষণাৎ চাকরী স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটী আসিলেন।

করুণাময়ীর বিপুল অর্থরাশি যে তাহার সঙ্গে আসিল, তাহা বলা বাহুল্য। অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও বংশীবদন, পাছে অসম্ভব ব্যয় ভূষণ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় এই আশঙ্কায় অতি সাবধানে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার

পুত্রেরা তাদৃশ সাবধানতা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; এবং দীর্ঘকাল গতে নিশ্চিন্ত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন, অট্টালিকা ও ক্রীড়া-হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠ রামকান্ত অতি বিষয়কার্য্য দক্ষ ছিলেন। তাঁহার দক্ষতার ফলে তাঁহার অংশ দ্বিগুণাধিক সম্বর্দ্ধিত হইল।—রামকান্ত এই সম্বর্দ্ধিত সম্পত্তি নিজ দক্ষতর পুত্র মথুরমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন।

রামকান্তের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্কুল ইত্যাদি যে সকল স্থান বিদ্যাভ্যাস জন্য অধুনা সংস্থাপন হইতেছিল, তৎসমুদায়ই কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জাল বিস্তার মাত্র;—সুতরাং মথুরমোহনের কখন ইংরাজি বিদ্যালয় দর্শন করা হয় নাই। বাল্যাবধি বিষয়কার্য্য সম্পাদনে পিতৃ সহযোগী হইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল; প্রজাপীড়ন, তঞ্চকতা ও অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিদ্যাতে বিশেষ নিপুণতা অর্জ্জিত হইয়াছিল।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অন্যপথাবলম্বী হইল। তিনি স্বভাবতঃ সাতিশয় ব্যয়শীল ছিলেন; এজন্য অল্প কালেই অতুল ঐশ্বর্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। মধ্যম বাবুর যেমন বাটী, মধ্যম বাবুর যেমন বাগান, মধ্যম বাবুর যেমন আসবাব, এমন কোন বাবুরই নয়। কিন্তু মধ্যম বাবুর জমিদারীও সর্ব্বাপেক্ষা লাভশূন্য; এবং মধ্যম বাবুর ধনাগারও তদ্রূপ অপদার্থ। শেষে কতিপয় শঠ চাটুকার তাঁহাকে কোন বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সংলিপ্ত করিল। কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় ঈদৃশ অপরিসীম অর্থলাভের সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে, সরল-চিত্ত ভূস্বামী-পুত্র দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় গেলেন; এবং বাণিজ্যো-

পলক্ষে ধূর্ত্ত চাটুকারদিগের করে পতিত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। পরিশেষে ঋণ পরিশোধার্থ তাবৎ ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল।

রামকানাই বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার হইয়াছিল,—রাজধানীবাসীদিগের পদ্ধতি অনুসারে নিজ পুত্র মাধবকে দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। আরও মনুষ্যজন্মের সাধ মিটাইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সহিত মাধবের পরিণয় ঘটাইয়াছিলেন।—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিত। জগদীশ্বর যেমন কাহাকে সর্ব্বাংশে সুখী করেন না, তেমনই কাহাকেও সর্ব্বাংশে দুঃখী করেন না। কায়স্থের দুস্তার দুঃখসাগরতলে অমূল্য দুই রত্ন জন্মিয়াছিল,—তাঁহার দুই কন্যাতুল্যা অনিন্দিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অথবা অকলুষিত চরিত্রা আর কোন কামিনী তৎপ্রদেশে ছিল না। কিন্তু রূপেই বা কি করে, চরিত্রেই বা কি করে,—ললাটলিপি দোষে হউক বা যে কারণেই হউক, সচরাচর দেখা যায়, বঙ্গদেশসম্ভূত কত রমণীরত্ন শূকরদন্তে দলিত হয়,—কায়স্থের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গিনীর অদৃষ্টেও তদ্রূপ হইল—নীচস্বভাব রাজমোহন তাঁহার স্বামী হইল।

রাজমোহন কর্ম্মঠ, কোনও উপায়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে; তাহার বাটীও নিকটে। এজন্য কন্যাকর্ত্তার ও কন্যাকর্ত্রীর পাত্র বড় মনোনীত হইল,—রাজসিংহাসনের যোগ্যা কন্যা মাতঙ্গিনী দুষ্টের দাসী হইলেন। কনিষ্ঠা হেমাঙ্গিনীর প্রতি বিধাতা প্রসন্ন,—মাধবের সহিত তাঁহার পরিণয় হইল।

মাধবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে রামকানাই লোকান্তরে গমন করিলেন। মাধব পিতৃপরলোকের পর প্রায় দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন। বংশীবদন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল, জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধনসম্পত্তিশালী না হইলেও দ্বিতীয়ের ন্যায় হতভাগা

ছিলেন না। রামগোপাল, রামকানাইয়ের পরই পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি এই মর্ম্মে উইল করিলেন যে, মাধব তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেক, বিধবা স্ত্রী যতদিন মাধবের ঘরে বাস করিবেন ততদিন তাঁহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
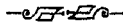
পিতৃবিয়োগের পরেও মাধব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য্যকারকেরা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে গমনোদ্যত হইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন।

মাতঙ্গিনী তৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন, এবং রাজমোহনও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজমোহন সময়ের সুযোগ বুঝিয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "পূর্ব্বে কোনরূপে দিন যাপন করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কাজ কর্ম্ম প্রায় রহিত হইয়াছে; আমাদিগের সহায় মুরুব্বি মহাশয় ব্যতীত আর কেহ নাই। মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যক্তি, অনুগ্রহ করিলে অনেকের কাছে বলিয়া দিতে পারেন।"

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন অতি দুর্নীতস্বভাব, কিন্তু সরলা মাতঙ্গিনী তাহার গৃহিণী হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ পাইতেছিলেন,

ইহাতে মাধবের অন্তঃকরণে রাজমোহনের উপর মমতা জন্মাইল। তিনি বলিলেন, "আমার পূর্ব্বাবধি মানস যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যক্তির হস্তে বিষয়কর্ম্মের কিয়দংশ ভার ন্যস্ত করিয়া আপনি কতকটা ঝঞ্ঝাট এড়াই, তা মহাশয় যদি এ ভার গ্রহণ করেন তবে ত উত্তমই হয়।"

রাজমোহন মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মাধব যে প্রস্তাব করিতেছিলেন তাহাতে রাজমোহনের আশার অতিরিক্ত ফল হইতেছে; কেন না, সে যদি মাধবের জমিদারীর একজন প্রধান কর্ম্মকারক হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপার্জ্জনের সীমা থাকিবে না। কিন্তু এক দোষ যে, দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। রাজমোহন উত্তর করিল, "আমার প্রতি মহাশয়ের দয়া যথেষ্ট; কিন্তু যদি মহাশয়ের সহিত যাইতে হয়, তা'হলে পরিবার কাহার কাছে রাখিয়া যাই ?"

মাধব বলিলেন, "সে চিন্তায় প্রয়োজন কি ? একই সংসারে দুই ভগিনী একত্র থাকিবেন, মহাশয়ও আমার বাটীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই ভাবে থাকিবেন।"

এই শুনিয়া রাজমোহন ভ্রূভঙ্গ করিয়া মাধবের প্রতি চাহিয়া সক্রোধে বলিল,—"না মহাশয়, প্রাণ থাকিতে এমন কথনও পারিব না।"

এই বলিয়া রাজমোহন তদ্দণ্ডেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে রাজমোহন প্রত্যাগমন করিল, এবং মাধবকে পুনরায় কহিল, "মহাশয়, সপরিবারে দূরদেশে যাওয়া আমি পারৎপক্ষে স্বীকার নহি, কিন্তু কি করি, আমার নিতান্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক্ ঘর দ্বারের বন্দোবস্ত না হইলে যাওয়া হয় না।"

যাচকের যাচ্ঞার ভঙ্গী পৃথক্, নিয়মকর্ত্তার ভঙ্গী পৃথক্। মাধব দেখিলেন, রাজমোহন যাচক হইয়া নিয়মকর্ত্তার ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে-

ছেন; কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "তাহার আশ্চর্য্য কি? মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাটী পাইবেন।"

রাজমোহন সম্মত হইল; এবং মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল।

রাজমোহনের এইরূপ অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রকাশ নাই। ফলতঃ এমত অনেকের বোধ হইয়াছিল যে, রাজমোহন এক্ষণে বাটী থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিল; অনিচ্ছার কারণ কি, তাহাও প্রকাশ নাই।

রাধাগঞ্জে উপস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্য্যের নামমাত্র ভার দিয়া অতি সুন্দর বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন; গৃহ নির্ম্মাণ করিতে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নির্ম্মাণ প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন।

রাজমোহন বিনা নিজ ব্যয়ে নিজোপযুক্ত পরিপাটী গৃহ স্বল্পকাল মধ্যে নির্ম্মাণ করিলেন। সেই গৃহের মধ্যেই এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত।

রাজমোহন যদিও উচ্চ বেতন-ভোগী হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন না।—প্রতিপালনার্থ বেতন দিতেন মাত্র। রাজমোহনের কালক্ষেপণের উপায়াভাব প্রযুক্ত মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা কর্ষণার্থ বহু ভূমি দান করিলেন; রাজ-মোহন প্রায় এই কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন।

এইরূপে মাধবের নিকট শোধনাতীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজ-মোহন কোন অংশে কখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না। রাধাগঞ্জে আসা অবধি রাজমোহন, মাধবের প্রতি অপ্রীতিসূচক এবং অপ্রীতি-জনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন; উভয়ে সাক্ষাৎ সম্ভাবনাদি অতি কদাচিৎ সংঘটন হইত। এইরূপ আচরণে মাধব কখন দৃক্‌পাত করিতেন

না—দৃক্‌পাত করিলেও তদ্ধেতু বিরক্তি বা বদান্যতার লাঘব জন্মাইত না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী পরস্পর প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, তথাপি তাঁহাদের প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। হেমাঙ্গিনী কখন কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অগ্রজা সন্নিধানে শিবিকা প্রেরণ করিতেন; কিন্তু রাজমোহন প্রায় মাতঙ্গিনীকে ভগিনী-গৃহে গমন করিতে দিতেন না। হেমাঙ্গিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা কিরূপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একণে আখ্যায়িকার সূত্র পুনঃগ্রহণ করা যাইতেছে। পুষ্পোদ্যান হইতে মাধব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে একজন পত্র-বাহক তাঁহার হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল। লিপির শিরোনামার স্থলে "জরুরি" এই শব্দ দৃষ্টে মাধব ব্যস্ত হইয়া পত্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন। সদর মোকামে যে ব্যক্তি তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যক্তি এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"মহিমার্ণবেষু—

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হুজুরের মোকর্দ্দমা জাতের তদ্বিরে নিযুক্ত আছে, এবং তাহাতে যেমত যেমত আবশুক তাহা সাধ্যমত আমলে আনিতেছে। ভরসা করি সর্ব্বত্র মঙ্গল ঘটনা হইবেক। সম্প্রতি অকস্মাৎ যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হুজুরের গোচরে নিবেদন করিতে অধীনের সাহসাভাব। হুজুরের শ্রীমতী খুড়ী ঠাকুরানীর উকিল

হুজুরের নামে অত্র এ মোকামের প্রধান সদর আপিল আদালতে এই দাবিতে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তঞ্চক,—হুজুর কর্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া বিষয়াদি হইতে তেঁহ বেদস্ত হইয়াছেন। অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ার ও উইল রদের দাবি ইত্যাদি।"

পত্রী মাধবের হস্তস্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল। মনে যে তাঁহার কিরূপ ক্রোধাবির্ভাব হইল তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। বহুক্ষণ চিন্তার পর পত্রী মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং ললাটের স্বেদস্রুতি করদ্বারা বিলুপ্ত করিয়া পুনঃপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—

"ইহাঁর ছলাদার কে, তাহা অধীন এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই; কিন্তু অধীন অনেক অনুসন্ধান করিতেছে ও করিবেক। ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা ছলা স্ত্রীলোক এরূপ নালিশ উত্থাপন করিবেন। অধীন অন্ত পরম্পরায় শ্রুত হইল যে, কোনও অতি প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শমতে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।"

মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এমত ব্যক্তি কে, যে কুপরামর্শ দিয়াছে? মাধব অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখন একজন প্রতিযোগী প্রতিবাসীর প্রতি সন্দেহ, কখনও বা অপরের প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও সন্দেহ সমূলক বলিয়া বোধ হইল না।

পত্রপাঠে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন :—

"অধীনের বিবেচনায় হুজুরের কোনও শঙ্কা নাই, কেন না, 'যতো ধর্ম্মঃ ততো জয়'। কিন্তু যেরূপ বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে সতর্কতার আবশ্যক।—বাবুদিগের এক্ষণে ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক—পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কৌন্সিলী আনান

কর্ত্তব্য হইবেক। তৎপক্ষে হুজুরের যেমন মর্‌জি। আজ্ঞাধীন প্রাণপণে হুজুরের কার্য্যে নিযুক্ত রহিল—সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেক না। ইতি তারিখ—

আজ্ঞানুবর্ত্তী শ্রীহরিদাস রায়।"

"পুনশ্চ নিং—

আপাততঃ মোকর্দ্দমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক। যেরূপ হুজুর বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন।"

পত্রপাঠ সমাপন মাত্র মাধব, খুল্লতাত-পত্নীর অনুসন্ধানে পুরমধ্যে চলিলেন। ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতেছিল, অতি তরল পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন;—তাঁহাকে খুল্লতাত-পত্নী কোন্ মুখে জাল সাজ বলিয়া বিচারাগারে ব্যক্ত করিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন স্থির করিলেন।

পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সন্ধ্যাকাল পাইয়া অন্তঃপুর-বাসিনীরা যে হট্টগোল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কর্ণপাত করাই কষ্ট, কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক। কোথাও কোন রূপসী—একে স্থূলাকার তাহাতে মেঘের বর্ণ—নানামত চীৎকার করিয়া এটা ওটা সেটা চাহিতেছে, এবং নানামত মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী করিতেছে,—যেন একটা ক্ষুদ্র হস্তিনী কেলি করিতেছে। কোথাও একটী পরিচারিকা তদ্রূপ বিশাল দেহ-পর্ব্বত লইয়া ব্যস্ত—প্রায় বিবসনা—গৃহ মার্জ্জন করিতেছে; এবং যেমন ত্রিশূলহস্তে অসুরবিজয়িনী প্রমথেশ্বরী প্রতিবার শূলাঘাতে অসুরদল দলিত করিয়াছিলেন, পরিচারিকাও করাল সম্মার্জ্জনী হস্তে রাশি রাশি জঞ্জাল, ওজলা, তরকারির খোসা প্রভৃতি দলিত করিতে-ছিল, এবং যে আঁটকুড়ীরা এত জঞ্জাল করিয়াছিল তাহাদিগের পতিপুত্রের মাথা মহাসুখে খাইতেছিল। কোথাও অপরা কিঙ্করী আঁস্তাকুড়ে বসিয়া

ঘোররবে বাসন মাজিতেছিল,—পাচিকার অপরাধ, সে কেন কড়া বগুনায় পাক করিয়াছিল?—তাই কিঙ্করীর এ গুরুতর কর্ম্মভোগ; যেমন মার্জ্জন-কার্য্যে তাহার বিপুল করযুগল ঘর্ ঘর্ শব্দে চলিতেছিল, রসনাখানিও তদ্রূপ দ্রুতবেগে পাচিকার চতুর্দ্দশ পুরুষকে বিষ্ঠাদি ভোজন করাইতেছিল। পাচিকা স্বয়ং তখন স্থানান্তরে, গৃহিণীর সহিত ঘৃত লইয়া মহা গোলযোগ করিতেছিলেন, আঁস্তাকুড়ে যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের আহারাদির পক্ষে এমন অন্যায় ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা কিছুমাত্র জানিলেন না—ঘৃতের বিষয়ে একেবারে উন্মত্তা। গৃহিণী পাকার্থ যতটুকু ঘৃত প্রয়োজন ততটুকু দিয়াছেন, কিন্তু পাচিকা তাহাতে সন্তুষ্টা নহেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে যতটুকু পাকার্থ আবশ্যক তাহার দ্বিগুণ ঘৃত কোন সুযোগে লওয়াই যুক্তি; কারণ, অর্দ্ধেক পাক হইবে, অর্দ্ধেক আত্মসেবার জন্য থাকিবে।

কোথাও বা দারুণ বঁটীর আঘাতে মৎস্যকুল ছিন্ন শীর্ষ হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছিল, কোথাও বা বালক-বালিকার দল মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। পুরসুন্দরীরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রদীপ-হস্তে যাতায়াত করিতেছিলেন; মলের শব্দ কোথাও ঝণাৎ ঝণাৎ, কোথাও রুণ্ রুণ্, কোথাও বা ঠুণু ঠুণু; যা'র যেমন বয়স তা'র মলও তেমনই বাজিতেছিল। কখন বা বামাস্বরে রামী বামী শ্যামীর ডাক পড়িতেছিল। পাড়ার গোটা দুই অধঃপেতে ছেলে নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইয়া মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে উঠানে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছিল। কতকগুলীন বালিকা কলরব করিয়া আগডুম বাগডুম খেলিতেছিল।

মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন; এ ঘোর কলরবের মধ্যে যে, কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইবে, এমত ভরসা রহিল না। তিনি অষ্টমে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বলি, মাগীরা একটু

থাম্‌বি।” এই বলিয়া উঠানে গিয়া মল্লযোদ্ধা-বালকদ্বয়ের মধ্যে এক-জনকে কেশাকর্ষণ করিয়া দুই-চারি চপেটাঘাত করিলেন।

একেবারে আগুনে জল পড়িল;—ঘোরতর কোলাহল পলকমধ্যে আর নাই, যেন ভোজবাজিতে সকলই তিরোহিত হইল। যে স্থূলাঙ্গিনী আকাশকে সম্বোধন করিয়া বিবিধ চীৎকার ও মুখভঙ্গি করিতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধনির্গত চীৎকার অমনি কণ্ঠেই রহিয়া গেল, হস্তিনীর ন্যায় আকারখানি কোথায় যে লুক্কায়িত হইল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না; সম্মার্জ্জনীহস্তে যিনি বিবসনে বিষম ব্যাপার করিতেছিলেন, তিনি অমনি করস্থ ভীম প্রহরণ দূরে নিক্ষেপ করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রায়-বসনহীন মাংসরাশি কোথায় লুকাইবেন স্থান না পাওয়ায় এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মেজেতে কে জল ফেলিয়াছিল—পরিচারিকা দ্রুতপদে বিবসন শরীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অমনি পা পিছলাইয়া চীৎপাত হইয়া ভূ-শায়িনী হইলেন; যিনি পাত্রাদি মার্জ্জনে হাত মুখ দুই ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাচিকার পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহার একটা লম্বা গালির ছড়া আধখানা বই বলা হইল না—হাত ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন উঁচু হইয়াছিল তেমনই উঁচু রহিয়া গেল; মৎস্যদল-দলনী বারেক নিস্তব্ধ হইলেন, পশ্চাৎ কার্য্যারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাদৃশ ঘটা রহিল না; রন্ধনশালার কর্ত্রী যে ঘৃতের কারণ বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতৎপরা হইলেন—অন্যমনস্কপ্রযুক্তই হউক, আর তাড়াতাড়িতে বিবেচনার অভাববশতই হউক, পাচিকা পলায়ন কালে পূর্ণভাণ্ড ঘৃত লইয়া চলিয়া গেল—পাচিকা ইতিপূর্ব্বে কেবল অর্দ্ধভাণ্ড মাত্র ঘৃতের প্রার্থিতা ছিলেন; যে পুর-সুন্দরীরা প্রদীপহস্তে

কক্ষে কক্ষে গমনাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে ত্রস্তে পলাইয়া লুক্কায়িত হইলেন, পলায়নকালে মলগুলি একেবারে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—হস্তের দীপসকল নিবিয়া গেল।

যে শিশু মল্লযোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, তিনি বীরত্বের এমত নূতনতর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় যোদ্ধাও সময়ের গতিক তাদৃশ সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটোৎকচ মৃত্যুকালেও পিতৃবৈরী নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই পলায়নকালে বিপক্ষের উরুদেশে একটা পদাঘাত করিয়া গেলেন। যে বালিকাগণ কলরব-সহকারে খেলিতেছিল, তাহারা খেলা ত্যাগ করিয়া পলায়নতৎপর বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—ভয় হইয়াছে, কিন্তু হাসিটা একেবারে থামিল না। যে অন্তঃপুর এতক্ষণ অতি ঘোর কোলাহল পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে একেবারে নীরব। কেবল মাত্র গৃহিণী—অবিকৃত কান্তিমতী হইয়া—বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মাধব তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার!"

মাসী মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "বাছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বক্বা।"

মাধব কহিলেন, "খুড়ী কোথা, মাসী?"

উত্তর—"আমিও তাই ভাবিতেছিলাম, আজ সকাল বেলা হ'তে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই।"

মাধব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "সকাল অবধি নাই! তবে সকলই সত্য!"

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সত্য বাপু?"

মাধব। কিছু না—পশ্চাৎ বলিব। খুড়ী তবে কোথায়? কাহারও সঙ্গে কি তাঁহার আজও দেখা হয় নাই?

গৃহিণী ডাকিয়া কহিলেন, "অম্বিকা, শ্রীমতী! তোরা কেহ দেখেছিস?"

তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল, "না"।

মাধব কহিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।"

পরে অন্তরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে কহিল, "আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে তাঁকে দেখেছিলাম।"

মাধব অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "বড় বাড়ীতে? মথুর দাদার ওখানে!"

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "তবে কি মথুর দাদার কর্ম্ম? না, না, তা' হ'তে পারে না—আমি অন্যায় দোষ দিতেছি।" পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, "করুণা, তুই বড় বাড়ীতে যা,—খুড়ীকে ডেকে আন্; যদি না আসেন, তবে কেন আস্‌বেন না, জিজ্ঞাসা করিস্।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামীকৃত তিরস্কারের পর শ্বশ্রুস্বসা কর্ত্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত হইলে কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুঃখে শয্যাবলম্বন করিলেন। রাত্রে পাকাদি সমাপন হইলে শ্বশ্রুস্বসা তাঁহাকে আহারার্থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী শয্যাত্যাগ করিলেন না। ননন্দা কিশোরী আসিয়া পিতৃস্বসার সংযোগে অনেক অনুনয় সাধনাদি করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন,—মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন।

মাতঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনীর প্রতি রুষ্ট হইলে রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসিত না, সুতরাং অদ্য রাত্রে যে আসিবে না, ইহা মাতঙ্গিনী উত্তমরূপে জানিতেন।

ক্রমে রজনী গভীরা হইল। একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন। সর্ব্বত্র নীরব হইল। মাতঙ্গিনীর শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না। গবাক্ষরন্ধ্রের আচ্ছাদনীর পার্শ্ব হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল; তদ্ধেতু কক্ষের অংশবিশেষ ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্র অন্ধকার।

প্রকৃত অপরাধে অপমানের যন্ত্রণা সততই এত তীক্ষ্ণ যে, যতক্ষণ না তৎসম্বন্ধীয় বিষময়ী স্মৃতি বিলেপিতা হয়, ততক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনুভূত হইতে পারে না। গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত বক্ষঃস্থল হইতে অঞ্চল

পদতলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উপাধান-ন্যস্ত বাম ভুজোপরে শিরঃ সংস্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহতলশোভিনী চন্দ্রপাদরেখা প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কেন? সে অমৃত শীতল কিরণ দৃষ্টে কত যে পূর্ব্বসুখ স্মৃতিপথগামী হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? কৈশোরে কতদিন প্রদোষকালে হেমাঙ্গিনীর সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে এক শয্যায় শায়িনী হইয়া শিশু-মনোরঞ্জিনী উপকথা কথন বা শ্রবণ করিতে করিতে নীলাম্বর-বিহারী এই নিশানাথ প্রতি চাহিতে থাকিতেন, তাহা মনে পড়িল। নীলাম্বর হইতে এই মৃদুল জ্যোতিঃ বর্ষিত হইয়া কত যে হৃদয়-তৃপ্তি জন্মাইত, এক বৃন্তোৎপন্ন কুসুমযুগলবৎ কণ্ঠলগ্না দুই সহোদরা তখন কত যে আন্তরিক সুখে উচ্চহাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে পড়িতে লাগিল।

সেই এক দশা, আর এই এক দশা। সে উচ্চহাস্য আর কাহার কণ্ঠে? সেই সকল প্রিয়জনই বা কোথায়? আর কি তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইবেন? আর কি তাঁহাদের সেই স্নেহপূর্ণ সম্বোধন কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিবে? মনঃপীড়াপ্রদান-পটু স্বামীর হস্তজ্বালিত কালাগ্নি অন্তর্দাহ ব্যতীত আর কিছু কি অদৃষ্টে আছে?

এই সকল দুঃখ চিন্তার মধ্যে একটি গূঢ় বৃত্তান্ত জাগিতেছিল। সে চিন্তা অনুতাপময়ী হইয়াও পরম সুখকরী। মাতঙ্গিনী এ চিন্তাকে হৃদয়-বহিষ্কৃত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। এই গূঢ় ব্যাপার কি, তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

দুঃখ-সাগর মনোমধ্যে মন্থন করিয়া তৎ-স্মৃতিলাভে মাতঙ্গিনী কখন মনে করিতেন, রত্ন পাইলাম; কখন বা ভাবিতেন, হলাহল উঠিল। রত্নই হউক, আর গরলই হউক, মাতঙ্গিনী ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কপালে কোন সুখই ঘটিতে পারে না। চক্ষুর্দ্বয় বারিপ্লাবিত হইল।

ক্রমে গ্রীষ্মাতিশয্য দুঃসহ হইয়া উঠিল; মাতঙ্গিনী গবাক্ষ-রন্ধ্র মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শয্যাত্যাগ করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। মুক্ত করেন, এমত সময়ে যেন কেহ শনৈঃ পদসঞ্চারে সেই দিকে অতি সাবধানে আসিতেছিল—এমত লঘু শব্দ তাঁহার কর্ণপ্রবিষ্ট হইল।

জানেলাটি যেমত সচরাচর এরূপ গৃহে ক্ষুদ্র হয়, তদ্রূপই ছিল,—দুই হস্ত মাত্র দৈর্ঘ্য, সার্দ্ধেক হস্ত মাত্র বিস্তার। এ প্রদেশে চালাঘরে মৃত্তিকার প্রাচীর থাকে না, দরমার বেষ্টনীই সর্ব্বত্র প্রথা। রাজমোহনের গৃহেও সেইরূপ ছিল; এবং জানেলার ঝাঁপ ব্যতীত কাষ্ঠের আবরণী ছিল না।

পার্শ্বে যে ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, পদসঞ্চার শ্রবণে ভীতা হইয়া মাতঙ্গিনী সেই ছিদ্র দিয়া বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলাম্বরস্পর্শী বৃক্ষশ্রেণীর শিরোভাগ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

মাতঙ্গিনী জানিতেন, যে দিক্ হইতে পদসঞ্চার শব্দ তাঁহার কর্ণাগত হইল, সে দিক্ দিয়া মনুষ্য যাতায়াতের কোন পথ নাই; সুতরাং আশঙ্কা জন্মান বিচিত্র কি? মাতঙ্গিনী নিস্পন্দ শরীরে কর্ণোত্তোলন করিয়া তথায় দণ্ডায়মানা রহিলেন।

ক্রমশঃ পদক্ষেপণ শব্দ আরও নিকটাগত হইল; পরক্ষণেই দুইজন কর্ণে কর্ণে কথোপকথন করিতেছে শুনিতে পাইলেন। দুই-চারি কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন; তাঁহার ত্রাস ও কৌতূহল দুই সম্বর্দ্ধিত হইল। যথায় মাতঙ্গিনী গৃহমধ্যে দণ্ডায়মানা ছিলেন, আর যথায় আগন্তুক ব্যক্তিরা বিরলে কথোপকথন করিতেছিল, তন্মধ্যে দরমার বেষ্টনীমাত্র ব্যবধান ছিল। সুতরাং মাতঙ্গিনী তৎ

কথোপকথনের অনেক শুনিতেপাইলেন ; আর যাহা শুনিতে পাইলেন না, তাহার মর্ম্মার্থ অনুভবে বুঝিতে পারিলেন।

এক ব্যক্তি কহিতেছিল, "অত বড় বড় করিয়া কথা কহ কেন ? তোমার বাড়ীর লোকে যে শুনিতে পাইবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, "এত রাত্রে কে জাগিয়া থাকিবে ?"

মাতঙ্গিনী কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, এ কথা রাজমোহন কহিল।

প্রথম বক্তা কহিল, "কি জানি যদি কেহ জাগিয়া থাকে, আমাদের একটু সরিয়া দাঁড়াইলে ভাল হয়।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "বেশ আছি ; যদি কেহ জাগিয়াই থাকে, তবে এ ছেঁচের ছায়ার মধ্যে কেহ আমাদিগকে ঠাওর পাবে না, বরং সরিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাবে।"

প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে কে থাকে ?"

দ্বিতীয় বক্তা রাজমোহন উত্তর করিল, "সে কথায় দরকার কি ?"

প্র, ব। বলিতেই বা ক্ষতি কি ?

দ্বি, ব। এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ এখানে থাকেন না।

প্র, ব। তুমি ঠিক্ জান ত, তোমার স্ত্রী ঘুমাইয়াছে ?

দ্বি, ব। বোধ করি ঘুমাইয়াছে, কিন্তু সেটা ভাল করিয়া জানিয়া আসিতেছি, তুমি এখানে ক্ষণেক দাঁড়াও।

মাতঙ্গিনী পুনরায় পদক্ষেপণ শব্দ শুনিতে পাইলেন ; বুঝিলেন, রাজমোহন বাটীর ভিতর আসিতেছে। মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে গবাক্ষ সন্নিধান হইতে সরিয়া শয্যায় আসিলেন ; এবং এমত সাবধানে তদুপরি আরোহণ করিলেন যে, কিঞ্চিৎমাত্র পদশব্দ হইল না। তথায় নিমীলিত নেত্রে শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভিভূতার ন্যায় রহিলেন।

রাজমোহন আসিয়া দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। পত্নী আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল না। তখন রাজমোহন মৃদুস্বরে মাতঙ্গিনীকে ডাকিতে লাগিল; তথাপি দ্বারোন্মোচিত হইল না। রাজমোহন বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা। তথাপি কি জানি যদি এমনই হয় যে, মাতঙ্গিনী সন্ধ্যাকালের ব্যাপারে অভিমানিনী হইয়া নীরব আছেন, এই সন্দেহে রাজমোহন কৌশলে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যত্ন করিল। পাকশালায় গমন করিয়া তথাকার প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল; দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া এক হস্তে একখানা কপাট টানিয়া রাখিয়া এক পদে দ্বিতীয় কবাট ঠেলিয়া ধরিল;—এইরূপে দুই কবাটমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশের সম্ভাবনা হইলে, দ্বিতীয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, মাতঙ্গিনী, রাজমোহন স্বেচ্ছামত শয়নাগারে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে কেবলমাত্র কাষ্ঠের "খিল" দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। রাজমোহন অনায়াসে "খিল" বাহির হইতে উদ্ঘাটিত করিল, এবং প্রদীপহস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাজমোহন দেখিল যে, মাতঙ্গিনীর মুখকান্তি যথার্থ সুষুপ্তি-সুস্থিরের ন্যায় রহিয়াছে। বার কয়েক তাঁহাকে ডাকিল; কোন উত্তর পাইল না। যদি পত্নী অভিমানে নিরুত্তরা থাকে তবে অভিমান ভঞ্জনার্থ দুই চারিটা মিষ্ট কথা কহিল; তথাপি মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ রহিয়াছেন, ও ঘন ঘন গভীর শ্বাস বহিতেছে দেখিয়া মনে নিশ্চিত বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা। সে নিদ্রার ছল করিবে কেন? অতঃপর নিঃসন্দিগ্ধমনে পূর্ব্ব কৌশলে দ্বার বন্ধ করিয়া অন্য কক্ষদ্বারে গমন করিল। দ্বারে দ্বারে সকলকে মৃদুস্বরে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না; সুতরাং সকলেই নিদ্রামগ্ন বিবেচনায় রাজমোহন প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির নিকট গমন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
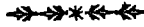
মাতঙ্গিনী পুনর্ব্বার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যাত্যাগ করিয়া গবাক্ষ সান্নিধ্যে গমন করিলেন; এবং নিম্নোদ্ধৃত মত কথোপকথন শ্রবণ করিলেন।

সকলেই নিদ্রিত, এ সংবাদ রাজমোহন প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগন্তুক কহিল, "তুমি আমাদের এ উপকার করিতে তবে স্বীকার আছ?"

রাজমোহন কহিল, "বড় নহি—আমি কিন্তু তা' বলিয়া ভাল মানুষির বড়াই করিতেছি না; তবু নেমকহারামি; আমি লোকটাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারি না বটে, কিন্তু আমার উপকার অনেক করিয়াছে।"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "উপকার করিয়াছে, তবে দেখিতে পার না কেন?"

রাজ। উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে। আমার ভাল কর, কর—না কর, না কর,—সে তোমার ইচ্ছা; কিন্তু আমায় যে দুঃখ দেয়, সে শত উপকার করিলেও তার মাপ নাই।

অপরিচিত। তবে আর নেমকহারামি কি? আমাদের কাজে লাগিবে?

রাজ। লাগি, যদি যা' চাই, তাই দাও। আমার ইচ্ছা এখানকার বাস উঠাই—ওর কাছে না থাকিতে হয়। কিন্তু যাই কি নিয়ে—হাত খালি; দেশে গেলে বাঁচি কি মরি। তাই আমি এমন এক হাত

মারিতে চাই যে, সেই টাকায় অন্যত্র আমার কিছুকাল গুজরাণ হয়। যদি তোমাদের এ কর্ম্মে এমন হাত মারিতে পারি, তা' হলে লাগিব না কেন? লাগিব।

অপ। আচ্ছা, কি নেবে বল?

রাজ। তুমি আগে বল দেখি আমায় কি করিতে হইবে?

অপ। যাহা বরাবর করেছ তাহাই করিবে; মাল বই করিয়া দিবে। এইবার মনে করিতেছি যে, নগদ ছাড়া যা কিছু পাইব তা তোমার কাছে রেখে যাব।

রাজ। বুঝেছি, আমি নইলে তোমার কাজ চলিবে না। তোমরা বেশ বুঝেছ যে, এত বড় বাড়ীতে একটা কর্ম্ম হইলে এ দিকেও বড় গোলযোগ হইয়া উঠিবে; রাঁড়ী বাল্‌তির বাড়ী নয় যে, দারোগা বাবু কিছু প্রণামী লইয়া স্বচ্ছন্দে দেখনহাসির বাড়ীতে বসিয়া ইয়ারকী মারিবে। একটা তল্লাস তাগাদার বড় রকম সকমই হইয়া উঠিবে; তাহা হইলে সোণা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে ত হইবে না। তাই তোমরা চাও যে, যতদিন না লেঠাটা মিটে ততদিন আমার কাছে সব থাকে। তা' বড় মন্দ মতলব নয়; আর আমারও এমত যুত বরাত আছে যে, কোন শালা থড়্‌কে গাছটিও টের পাবে না। বিশেষ আমি ভায়রা ভাই, আমাকে কোন্ শালা শোবে করবে? অতএব আমার দ্বারা যে কাজ হবে, আর কাহারও দ্বারা তেমনটি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে বনিয়া উঠা ভার।

অপ। যদি ভাই এতই বুঝিতেছ, তবে কেন বনাইয়া লও না।

রাজ। আমি দশ কথা পাঁচ কথার মানুষ নই; প্রাণ চায় দাও— না হয়, আপনার কর্ম্ম আপনি কর,—সিকিভাগ চাই।

দস্যু ভালরূপ জানিত যে, রাজমোহনের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক,

অপহৃত দ্রব্যের চতুর্থাংশের ন্যূন সে সহায়তা করিতে স্বীকার হইবে না; অতএব বাক্যব্যয় বৃথা। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি সম্মত হইলাম। তাদের একবার জিজ্ঞাসার আবশ্যক; তা' তারা কিছু আমার মত ছাড়া হবে না।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "তা'তে সন্দেহ কি? কিন্তু আর একটা কথা আছে। যা' আমার কাছে থাকিবে, তার আমরা একটা মোটা-মোটি দাম ধরিব; ইহারই সিকি তোমরা আমাকে নগদ দিয়া যাবে; তারপর মহাজনে কম দেয় আমি কম্‌তির সিকি ফেরৎ দিব, আর বেশী দেয় তোমরা আমাকে বেশীটা দেবে।"

দস্যু। তাই হ'বে; কিন্তু আমারও আর একটী কথা আছে। তোমাকে আর একটী কাজ করিতে হইবে।

রাজ। আর এক মুঠো টাকা।

দস্যু। তা'ত বটেই। আমরা মাধব ঘোষের যথা সর্ব্বস্ব লুঠিব, সে কেবল আমাদের আপনাদেরই জন্য; কিন্তু পরের একটা কাজ আছে।

রাজমোহন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

দস্যু। তাহার খুড়ার উইলখানা চাই।

রাজমোহন কিছু চমকিয়া কহিল, "হুঁ।"

দস্যু কহিল "হুঁ, কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে আমরা তা' জানি না। আমরা ত সমস্ত রাত্রি কেবল কাগজ উট্‌কাইয়া বেড়াইতে পারব না। কোথায় আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য জান।

রাজ। জানি; কিন্তু কাহার জন্য উইল চাই?

দস্যু। তাহা কেন বলিব?

রাজ। কেন, আমাকেও বলিবে না?—আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যক?

দস্যু। তোমাকেও বলিতে বারণ।

রাজ। মথুর ঘোষ?

দস্যু। যেই হউক—আমাদের বাদশার মুখ নিয়ে কাজ। যেই হউক, কিছু মজুরি দেবে, আমরা কাজ তুলে দেব।

রাজ। আমারও ঐ কথা।

দস্যু। উইল পাব কোথায়?

রাজ। আমায় কি দিবে বল?

দস্যু। তুমিই বল না।

রাজ। পাঁচ শত খানি দিও; তোমরা পাবে ঢের দিলেই বা।

দস্যু। এটা বড় জিয়াদা হইতেছে; আমরা মোটে দুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্যে সিকি দিই কেমন করে।

রাজ। তোমাদের ইচ্ছা।

দস্যু পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই সই; আমার ঢের কাজ আছে, আমি কাগজ হাঁটকিয়া বেড়াইলে চলিবে না। নয়ত কোনও ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে পড়িবে, আর পুড়াইয়া ফেলিবে—পাঁচ-শতই দেব।"

রাজ। মাধবের শুইবার খাটের শিয়রে একটা নূতন দেরাজ আলমারি আছে; তাহার সব নীচের দেরাজের ভিতর একটা বিলিতি টিনের ছোট বাক্সতে উইল, কবালা, খত ইত্যাদি রাখিয়া থাকে; আমার গোপন খবর জানা আছে।

দস্যু। ভাল কথা; যদি এ লেঠা চুকিল, তবে চল জুটি গিয়া। কর্ম্ম হইয়া গেলে যেখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে স্থির করা যাইবে। এস, আর দেরি করে কাজ নেই; চাঁদ্‌নি ডুবিলে কর্ম্ম হবে—এখনকার রাত্ ছোট।

এই কহিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী বিস্মিতা ও ভীতি-বিহ্বলা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মাতঙ্গিনী অন্তরালে থাকিয়া তাবৎ শুনিয়াছিলেন। এই বিষম কু-সঙ্কল্পকারিদিগের মুখ-নির্গত যত গুলিন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ততগুলিন বজ্রাঘাত তাঁহার বোধ হইয়াছে। যতক্ষণ না কথোপকথন সমাপ্ত হইয়াছিল, ততক্ষণ বসন্ত-বাতাহত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় তাঁহার ভীতি-কম্পিত তনু কোন মতে দণ্ডায়মান ছিল; কিন্তু কথা সমাপ্তি হইবামাত্র মাতঙ্গিনী আত্ম-বিবশা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ ত্রাস ও উৎকট মানসিক যন্ত্রণার আধিক্য প্রযুক্ত বিমূঢ়া হইয়া রহিলেন; ক্রমে মনঃস্থির হইলে দৈব প্রকাশিত এই বিষম ব্যাপার মনোমধ্যে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি নিজ ভর্ত্তাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন না; আজ তাঁহার চক্ষুরুন্মীলিত হইল। চক্ষুরুন্মীলনে যে করাল মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহাতে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে ভাবিতেন যে, বিধাতা তাঁহাকে ক্রোধ-পরবশ দুর্নীত ব্যক্তির পাণিগৃহিতী করিয়াছেন; আজ জানিলেন যে, তিনি দস্যুপত্নী—দস্যু তাঁহার হৃদয়-বিহারী।

জানিয়াই বা কি? দস্যু-স্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কি?

স্ত্রী-জাতি—পতিসেবা পরায়ণা দাসী—পতিত্যাগের শক্তি কোথায়? চিরদিন দস্যুপদে দেহ-রত্ন অর্পিত হইবে—গরলোদ্গীর্ণমান বিষধর হৃদয়-পথে আসীন থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসনচ্যুত হয় বলিয়া কখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ঙ্কর ললাট-লিপি বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে?

মাতঙ্গিনী ক্ষণেককাল এইরূপ চিন্তা করিলেন; পরক্ষণেই যে দস্যু-দল-সঙ্কল্পিত দারুণ-প্রমাদ ঘটনা হইবে তাহাই মনোমধ্যে প্রখর তেজে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আর কাহারই বা এই সর্ব্বনাশ ঘটনা হইবে? হেমাঙ্গিনীর সর্ব্বনাশ, মাধবের সর্ব্বনাশ! মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চ কণ্টকিত,—শোণিত শীতল হইতে লাগিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। যখন ভাবিলেন যে, যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নির্জ্জন নিশীথে হৃদয়-বল্লভের কণ্ঠলগ্না হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুষুপ্তি সুখানুভব করিতেছে, সে মনেও জানে না যে, দারিদ্র্য-রাক্ষসী তাহার পশ্চাতে মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, এখনই গ্রাস করিবে; হয়ত ধন হানির সঙ্গে মানহানি, প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইবে, তখনই মাতঙ্গিনীর নিজ সম্বন্ধীয় মর্ম্মব্যথক ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে স্থির বুঝিলেন যে, আমি না বাঁচাইলে হেমাঙ্গিনী ও মাধবের রক্ষা নাই, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারি, তবে তাহাও করিব।

মাতঙ্গিনী প্রথমোদ্যমে মনে করিলেন, গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তর্হিত হইল; ভাবিলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না। কেন না, রাজমোহনের আত্মপরিবার এমত অশ্রুতপূর্ব্ব সংবাদ বিশ্বাস করিবেক না; বিশ্বাস করিলেও মাধবের উপকারার্থ রাজমোহনের বিরুদ্ধাচারী হইবেক না।

বরং লাভের মধ্যে তাহারা রাজমোহনের নিকট মাতঙ্গিনীকে এতদ্বিষয়ের সংবাদ-দাত্রী বলিয়া পরিচিত করিলে মাতঙ্গিনীর মহাবিপদ্ সম্ভাবনা।

পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন যে, কেবল কনককে জাগ্রত করিয়া তাহাকে সকল সংবাদ অবগত করান; এবং যাহা উচিৎ হয় পরামর্শ করেন। তদভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী শয্যাত্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিলেন। কনকের গৃহ সন্নিকট। মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে কনকের গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রালোকে পৃথিবী প্রফুল্লিতা। মাতঙ্গিনী কনকের গৃহ-দ্বারে উপনীতা হইয়া ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন। কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতে কনকের মাতা কহিল, "কে, রে?"

সর্ব্বনাশ! কনকের মাতা অতিশয় মুখরা, মাতঙ্গিনীর এ কথা স্মরণই ছিল না। মাতঙ্গিনী ভয়ে নিঃশব্দ রহিলেন। কনকের মাতা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?" "কে রে?"

মাতঙ্গিনী সাহস করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমি গো।"

কনকের মাতা কোপযুক্ত স্বরে কহিল, "কে?—রাজুর বৌ বুঝি, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন গা?"

মাতঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "কনককে একটা কথা বলিব।"

কনকের মাতা বলিল, "রাত্রে কথা; কি আবার একটা? সারাদিন কথা কয়ে কি আশ মেটে না? ভালমানুষের মেয়েছেলে, রাত্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী কি গা? বউ-মানুষ, এখনই এ সব ধরেছ?—চল দেখি তোমার পিশেসের কাছে।"

মাতার তর্জ্জন গর্জ্জনে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; বৃত্তান্ত বুঝিয়া কনক কহিল, "মা, দুয়ারটা খুলে দাও, শুনিই না কি বলে।"

কনকের মাতা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দেখ্ কন্‌কি, এমন মুড়ো ঝাঁটা তোর কপালে আছে।"

কনক নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক্ হইল। মাতঙ্গিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনরায় গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন, "কি করি? কেমন করে তাদের রক্ষা হয়? কে সংবাদ দিবে?—কে এ রাত্রে যাইবে? আমি আপনিই যাই, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই।" পরক্ষণে ভাবিলেন,—"কেমন করিয়া যাইব? লোকে কি বলিবে? মাধব কি মনে করিবে? শুধু তাহাই নহে, স্বামী জানিতে পারিলে প্রমাদ ঘটিবে। তাহা হউক—লোকে যাই বলুক—মাধব যাহা হয় মনে করুক—স্বামী যাহা করে করুক, তজ্জন্য মাতঙ্গিনী ভীতা নহে।"

কিন্তু মাতঙ্গিনী যাইতে সাহস করিলেন না। এ গভীর নিশীথকালে, এই নিস্তব্ধ বনান্তঃ পথ, তাহাতে আবার একাকিনী অবলা, নবীন বয়সী, বাল্যকালাবধি ভৌতিক উপন্যাস শ্রবণে হৃদয় মধ্যে ভৌতিক-ভীতি বিষম প্রবলা। পথ অতি দুর্গম। তাহাতে আবার দস্যুদল কোথায় জটলা করিয়া আছে; যদি তাহাদের করকবলিত হয়েন? এই কথা স্মৃতিমাত্র ভয়ে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি দস্যুদলমধ্যে মাতঙ্গিনী স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিতা হয়েন? এই ভয়ে মাতঙ্গিনী পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন।

স্বভাবতঃ মাতঙ্গিনীর হৃদয় সাহস-সম্পন্ন। যে অন্তঃকরণে স্নেহ আছে, প্রায় সে অন্তঃকরণে সাহস বিরাজ করে। প্রিয়তমা সহোদরা ও তৎপতির মঙ্গলার্থ মাতঙ্গিনী প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উদ্যত হইলেন। যেমন উপস্থিত বিপত্তির বিকট মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে লাগিল, অমনি মাতঙ্গিনীরও হৃদয়গ্রন্থি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল—

তখন অগাধ প্রণয়-সলিলে ভাসমান হইয়া বলিলেন, "এ ছার জীবন আর কি জন্য? যদি এ সঙ্কল্পে প্রাণ রক্ষা না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। কাজেই এ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। যাহারা প্রাণাধিক্ তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ ত্যাগ না করি কেন? আমার ভয় কি? প্রাণনাশাধিক বিপদও ঘটিতে পারে; জগদীশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।"

কিন্তু মাধবের বাটীতে এ নিশীথে একাকিনী কি প্রকারেই যান? মাতঙ্গিনীর চিন্তাকুলতা সহনাতীত হইল।

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তাসম্বর্দ্ধিত গ্রীষ্মাতিশয্যের প্রতীকার হেতু জালরন্ধ্র সন্নিধানে গিয়া জালাবরণী উত্তোলন করিলেন। দেখিলেন যে, বিটপী শ্রেণীর ছায়া এক্ষণে দীর্ঘাকৃত হইয়াছে—অস্তাচলাভিমুখী নিশাললাটরত্ন প্রায়-দিগন্ত-ব্যাপী বৃক্ষ শিরোরাজির উপরে আসিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ আলোক বর্ষণ করিতেছেন। আর দুই চারি দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হইবে, তখন আর হেমাঙ্গিনীকে রক্ষা করিবার সময় থাকিবে না। বিপদ্ একেবারে সম্মুখে দেখিয়া মাতঙ্গিনী আর বিলম্ব করিলেন না।

মাতঙ্গিনী ঝটিতি একখণ্ড শয্যোত্তরচ্ছদে আপাদমস্তক দেহ আবরিত করিলেন, এবং কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া যে কৌশলপ্রভাবে ক্ষণপূর্ব্বে রাজমোহন বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনীও তদ্রূপ করিলেন।

গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মানা হইয়া যখন মাতঙ্গিনী ঊর্দ্ধে অসীম নীলাম্বর, চতুর্দ্দিকে বিজন বন-বৃক্ষের নিঃশব্দ নিষ্পন্দ শিরঃশ্রেণী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পুনর্ব্বার সাহস দ্রবীভূত হইয়া গেল—হৃদয় শঙ্কাকম্পিত হইল—চরণ অচল হইল। মাতঙ্গিনী অঞ্জলিবদ্ধ করে

ইষ্টদেবের স্তব করিলেন। হৃদয়ে আবার সাহস আসিল; তিনি দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে পথ বহিয়া চলিলেন।

বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাত বাতাহত পদ্মের ন্যায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র নিঃশব্দ; মাতঙ্গিনীর পাদবিক্ষেপ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়ান্ধকারে অন্তঃকরণ শিহরিতে লাগিল। যত বৃক্ষের গুঁড়ী ছিল প্রত্যেককে করালবদন পৈশাচ মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে নরঘ্নপ্রেত লুক্কায়িতভাবে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল। যে যে স্থলে তমসা নিবিড়তর, সেই সেই স্থানে দুরন্ত ভূতযোনি বা দস্যুর প্রচ্ছন্ন শরীরের ছায়া মাতঙ্গিনীর চক্ষুর্জ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল। বাল্যকালে যত ভৌতিক উপন্যাস শ্রুত হইয়াছিল, নিশীথ পান্থের গহন মধ্যে বিকট পৈশাচ দংষ্ট্র ভঙ্গী সন্দর্শনে ভীতি-বিহ্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করার যে সকল উপকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সকলই একেবারে তাঁহার স্মরণপথে আসিতে লাগিল।

যদি কোথাও শাখাচ্যুত শুষ্কপত্র-পতন শব্দ হইল, যদি কোনও শাখারূঢ় নৈশ বিহঙ্গ পক্ষস্পন্দ করিল, যদি কোথাও শুষ্কপত্র মধ্যে কোন কীট দেহ সঞ্চালন করিল, অমনি মাতঙ্গিনী ভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন; তথাপি দৃঢ় সঙ্কল্প-বিবদ্ধা সাহসিকা তরুণী, কথন বা ইষ্টদেব নামজপ কথন বা প্রিয়জনগণের বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে চঞ্চলপদে উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন।

ভয়সঙ্কুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পথের একপার্শ্বে বৃহৎ আম্র কানন, অপর পার্শ্বে এক দীর্ঘিকার পাহাড়। বন্য উচ্চভূমিখণ্ড মধ্যে পথ অতি সঙ্কীর্ণ; তদুপরি দীর্ঘিকার উপর প্রকাণ্ডাকার কতিপয় বটবৃক্ষের ছায়ায়

চন্দ্রালোকের গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এইস্থানে পথান্ধকার নিবিড়তর। দীর্ঘিকার পাহাড়ের বটবৃক্ষতল বহুতর লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন।

মাতঙ্গিনী ভীতি-চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আম্র-কাননের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোক প্রদীপ্ত হইতেছিল, এবং অস্ফুটস্বরে বহুব্যক্তির কথোপকথনের শব্দও মাতঙ্গিনীর কর্ণগোচর হইল।

মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। এই আম্র-কাননের মধ্যে দস্যুদল জটলা করিতেছে। দুঃসময়ে বিপদ্ একপ্রকারে কেবল উপস্থিত হয় না;—পথিমধ্যে একটা কুকুর শয়ন করিয়াছিল, নিশাকালে পথিক দেখিয়া উচ্চরব করিতে লাগিল। আম্র-কাননের কথোপকথন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। মাতঙ্গিনী বুঝিতে পারিলেন যে, কুকুর-শব্দে দুরাত্মারা লোক-সমাগম অনুভূত করিয়াছে; অতএব শীঘ্রই তাহারা কাছে আসিবে। আসন্নকালে মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ গমনে দীর্ঘিকার জলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আম্র-কানন বা পথ হইতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যদি দস্যুরা দীর্ঘিকার তটারোহণ করিয়া পথিকের অন্বেষণ করে, তাহা হইলে মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন। নিকটে এমত কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদি ছিল না যে, তদন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারেন। কিন্তু আসন্ন বিপদে মাতঙ্গিনীর ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যতৎপরতা বিশেষ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণমধ্যে মাতঙ্গিনী জলতীরস্থ একখণ্ড গুরুভার আর্দ্র মৃৎখণ্ড উত্তোলন করিয়া অঙ্গস্থ পয়োত্তরচ্ছদের মধ্যে রাখিয়া গ্রন্থিবন্ধন করিলেন। অনায়াস-গোপনযোগ্য পরিধেয় শাটীমাত্র অঙ্গে রাখিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এক্ষণে পুষ্করিণীর পাহাড়ের অপরদিকে

মনুষ্য কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল; এবং মনুষ্য পদসঞ্চালন শব্দও নিঃসন্দেহে শ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী ঈদৃশ সাবধানতার সহিত শয্যোত্তরচ্ছদ জলমগ্ন করিলেন যে, জলশব্দ না হয়। বস্ত্রখণ্ড মৃৎখণ্ডের গুরুভারে তলস্পর্শ করিয়া অদৃশ্য হইল। মাতঙ্গিনী এক্ষণে ধীরে ধীরে জলমধ্যে অবতরণ করিয়া অন্ধকারবর্ণ স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে যথায় কথিত বটবিটপীর ছায়ায় প্রগাঢ়তর অন্ধকার হইয়াছিল, তথায় অধর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছু জলের উপর জাগিতেছিল না। তথাপি কি জানি, যদি সেই মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ সে নিবিড় অন্ধকার মধ্যে কেহ লক্ষ্য করে, এই আশঙ্কায় মাতঙ্গিনী নিজ কবরী-বন্ধনী উন্মোচন করিয়া কোমলাকুঞ্চিত কুন্তলজাল মুখের উপর লম্বিত করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই ঘনান্ধকারবর্ণ সরসী জলের উপরে, ঘনতর বৃক্ষ-ছায়াভ্যন্তরে যে নিবিড় কেশদাম ভাসিতেছিল, তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব। পরক্ষণেই কথোপকথনকারীরা দীর্ঘিকা-তট অবতরণ করিয়া অর্দ্ধপথ আসিল। মাতঙ্গিনী তাহাদের কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহাদের পানে যে চাহিয়া দেখিবেন, এমত সাহস হইল না।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল, "এত বড় তাজ্জব! আমি সঠিক বলিতেছি, আমি বেশ দেখিয়াছিলাম, এই পথের উপর একটা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়া যাইতেছিল, বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া আমি দেখিয়াছিলাম।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "গাছপালা দেখে তোর ধাঁ ধাঁ লেগে থাক্‌বে; অপদেবতা টেবতাই বা দেখে থাক্‌বি। এত ভূমিতে মানুষে কাপড় মুড়ি দিয়ে বেড়াবে কেন?"

"হবে" বলিয়া পুনশ্চ উভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল;

আশঙ্কার মূল কারণ যে ভীতিবিহ্বলা অবলা, তাঁহাকে তাহারা দেখিতে পাইল না।

দস্যুরা কিছু দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন-শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল ততক্ষণ মাতঙ্গিনী জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন বিবেচনা হইল যে, আর তাহাদের দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন জল হইতে উঠিয়া গমনোদ্যোগিনী হইলেন।

মাতঙ্গিনী যে পথে গমন কালীন এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শঙ্কাক্রমে এবার সে পথ ত্যাগ করিলেন। পুষ্করিণীর তীর পরিবেষ্টন করিয়া অপর দিকে আর একপথে উঠিলেন। মধুমতী যাইতে মাতঙ্গিনীর নিষেধ ছিল বটে, কিন্তু পুষ্করিণী নিষিদ্ধ ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে আহ্নিক স্নানাদি ক্রিয়ার্থ এই জলে আসিতেন। সুতরাং এ স্থানের সকল পথ উত্তমরূপে চিনিতেন। পুষ্করিণীর অন্য এক পাহাড়ে উঠিয়া অন্য এক পথ অবলম্বন করিলে যে পূর্ব্বাবলম্বিত পথে পড়িতে হয়, অথচ আম্র-কাননের ধারে যাইতে হয় না, ইহা এই সময়ে মাতঙ্গিনীর স্মরণ হইল। বৃক্ষলতা কণ্টকাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ এই পথ অতি দুর্গম, কিন্তু মাতঙ্গিনীর পক্ষে কণ্টকাদির বিঘ্ন, তুচ্ছ বিঘ্ন। অলক্তক পরিবর্ত্তে কণ্টক-বেধ বাহিত রক্তধারা চরণদ্বয় রঞ্জিত করিতে লাগিল। একদিকে গুরুতর সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য উৎকণ্ঠা, অপরদিকে দস্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ব্যগ্রতা; এই উভয় কারণে মাতঙ্গিনী তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া কণ্টকলতাদি পদদলিত করিয়া চলিলেন। কিন্তু এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল;—মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জে আসিয়া অবধি দুই তিনবার মাত্র সহোদরাবল্লভ মাধবের আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পদব্রজে একবারও গমন করেন নাই। সুতরাং

এদিকের পথ তাঁহার তেমন জানা ছিল না। এক্ষণে মাতঙ্গিনী চতুর্দ্দিক-বাহী পথ-সন্নিধানে উপনীতা হইয়া কোন্ পথে যাইবেন, তাহা অবধারণে অক্ষম হইলেন। মাতঙ্গিনী পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে মাধবের অট্টালিকার সম্মুখ-রোপিত দেবদারু-শ্রেণীর শিরোমালা নয়নগোচর হইল। দৃষ্টিমাত্র হর্ষিতচিত্তে তদভিমুখে চলিলেন; এবং সত্বর অট্টালিকার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া খিড়্কির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথাপি মাতঙ্গিনীর ক্লেশের চূড়ান্ত হইল না। এ নিশীথে বাটীর সকলেই নিদ্রিত, কে দ্বার খুলিয়া দিবে? অনেকবার করাঘাত করিয়া মাতঙ্গিনী পুর-কিঙ্করী করুণাকে নিদ্রোত্থিতা করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, "এত রেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায়?"

মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠা-তীব্র স্বরে কহিলেন, "শীঘ্র—শীঘ্র—করুণা, দ্বার খোল।" নিদ্রাভঙ্গকরণ-অপরাধ অতি গুরুতর; এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি? করুণার ক্রোধোপশম হইল না, পূর্ব্ববৎ পরুষ বচনে কহিল, "তুই কে যে তোকে আমি তিন পর রেতে দোর খুলে দেব?"

মাতঙ্গিনী সম্পষ্টে আপন নাম ডাকিয়া কহিতে পারেন না, অথচ শীঘ্র গৃহ-প্রবেশ জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; অতএব পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন, "তুমি এস, শীঘ্র এস গো, এলেই দেখ্তে পাবে।"

করুণা সম্বর্দ্ধিত রোষে কহিল, "তুই কে বল্ না, আ মরণ!"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "ওগো বাছা, আমি চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ।"

তখন করুণার স্থূল বুদ্ধিতেও একটু একটু আভাস হইল যে, চোর ছ্যাঁচড়ের কণ্ঠস্বর এত সুমধুর প্রায় দেখা যায় না। অতএব আর গণ্ডগোল না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এবং মাতঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "এ কি! তুমি! -তুমি ঠাকুরাণী!"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "আমি একবার হেমের সঙ্গে দেখা করিব—বড় দরকার; শীঘ্র আমাকে হেমের কাছে লইয়া চল।"

দশম পরিচ্ছেদ।

করুণার নিদ্রালস্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল। সে বুঝিয়া দেখিল, ব্যাপারটা রহস্যময়। তাহার কৌতূহল সাতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তচ্চরিতার্থতার আপাততঃ কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট মাতঙ্গিনীকে লইয়া যাওয়া স্থির করিল। তদুদ্দেশে দ্বার পুনরায় অর্গলবদ্ধ করিল; এবং কয়েকটা দ্বার ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মাতঙ্গিনীসহ দ্বিতলে হেমের শয়নগৃহদ্বারে অচিরে সমুপস্থিত হইল। হেমাঙ্গিনী তখন নির্ভয়ে পতিঅঙ্কে শায়িতা হইয়া সুখময় স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। মাতঙ্গিনী দ্বারেমৃদু করাঘাত করিলেন; কিন্তু তাহাতে হেমাঙ্গিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তদ্দৃষ্টে মাতঙ্গিনী একটু অধৈর্য্য হইয়া হেমাঙ্গিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সবল করাঘাতও চলিতে লাগিল। তাহাতে, মাধবের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

মাতঙ্গিনী আর উত্তর করিতে পারিলেন না; তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহাকে নিরুত্তরে অবস্থান করিতে দেখিয়া করুণা উত্তর করিল, "ও-বাড়ীর ঠাকরুণ এসেছেন।"

মাধবের নিদ্রার ঘোর তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই; তিনি শয্যায় শুইয়া নিমীলিত নেত্রে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মাতু—মাতঙ্গিনী?"

"হাঁ।"

নিদ্রাদেবী তখন মাধবকে পরিত্যাগ করিয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন। দেবীর কবলমুক্ত হইয়া মাধব ঝটিতি শয্যাত্যাগ করিলেন; এবং বসন সংযত করিয়া লইয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। করুণার হস্তে একটা টিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। গবাক্ষপথ মুক্ত চন্দ্রালোক কক্ষদ্বার-সান্নুদেশ আলোকিত করিতেছিল। মাধব বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাতঙ্গিনী শিশিরসিক্তা অরবিন্দতুল্যা দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন। তিনি সাতিশয় বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি দিদি! তুমি এ সময়—এ অবস্থায়!"

তৎকালে হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি বসনদ্বারা দেহ মস্তক উত্তমরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া লইয়া শয্যাপার্শ্বস্থিত মোমবাতি জ্বালিলেন; এবং আত্মগোপন করিবার মানসে গৃহ-কোণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কেননা, তিনি যে ভর্ত্তার শয্যা-বিহারিণী ছিলেন, একথা জ্যেষ্ঠাগ্রজা ভগিনীর নিকট হইতে গোপন রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মাতঙ্গিনী ইতিপূর্ব্বে কনিয়সীর পবিত্র মন্দির, পবিত্র শয্যা দেখিয়া লইয়াছিলেন। মাধব, মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে কোন সদুত্তর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, এ সময়, এ অবস্থায় কেন?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, "সম্মুখে বড় বিপদ্ একদল দস্যু তোমার গৃহ-আক্রমণ করিতে আসিতেছে—অপহরণ তাহাদের উদ্দেশ্য—"

মাধব চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে?"

মাতঙ্গিনী সে প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর না করিয়া অধোবদনে নীরব রহিলেন। মাধব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে এসেছ রাজমোহনবাবু তাহা অবগত আছেন?"

"না।"

"তিনি কোথায়?"

"জানি না।"

"তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?"

"আমি গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছি।"

গৃহস্বামী বিস্মিত হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন, "সে কি?"

সন্দেশবাহিকার মস্তক আরও অবনত হইয়া পড়িল। তিনি ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "চন্দ্রাস্ত হইলেই দস্যুরা আসিবে।"

বাতায়ন-পথ-দৃষ্ট অস্তপ্রায় নীলাম্বরবিহারী শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মাধব কহিলেন, "তাহা হইলে আর বেশী বিলম্ব নাই।"

"আর—"

"আর কি?"

"উইলখানা সাবধানে রাখিবে।"

মাধবের ভ্রূদ্বয় পুনরায় কুঞ্চিত হইল; মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল। শরদিন্দুনিভাননা মাতঙ্গিনী দেখিলেন, মাধবের বদনচন্দ্র মেঘান্তরালে লুক্কাইত হইল। আর সেই মেঘান্তরালবস্থিত বদন হইতে বজ্রনির্ঘোষ তুল্য মৃদু অথচ গম্ভীর ধ্বনি নিঃসৃত হইল—"হুঁ।"

তৎপরে তিনি কক্ষমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া দুইটা বিলাতী লণ্ঠন জ্বালিলেন। তাহার একটা হেমাঙ্গিনীর হাতে দিয়া কহিলেন, "তুমি দিদিকে লইয়া মাসীমার ঘরে যাও—এ ঘরে আজ আসিও না।"

ভগিনীদ্বয় প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মাধব করুণাকে কহিলেন "তুমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সনাতনকে সত্বর ডাকিয়া লইয়া আইস।"

সনাতন মাধবের প্রিয়ভৃত্য ও অনুচর। অনেক দিন হইতে সনাতন

এই সংসারে চাকুরী করিয়া এক্ষণে পরামর্শদাতার পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মাধবের বাসনানুসারে করুণা কম্পিতদেহে ভীতিবিহ্বল-স্খলিত চরণে সনাতনকে ডাকিতে চলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রত্যেক অন্ধকারস্তূপের মধ্যে দস্যু মুখ ব্যাদন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে সে কখন সজীব দস্যু দর্শন করে নাই। অনেক দিন হইতে তদ্দর্শনে তাহার বাসনা বলবতী ছিল। এক্ষণে তাহার আশু সম্ভাবনায় করুণার পদনখর হইতে অযত্ন বিন্যস্ত কবরীচূড়া পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

এ দিকে মাধব আলমারি খুলিয়া একটী ক্ষুদ্রকায় টিনের বাক্স বাহির করিয়া লইলেন; এবং বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়া গৃহ প্রাচীর অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত গহ্বর-দ্বার উন্মোচন করিলেন। গহ্বর হইতে একটা পিস্তল ও টোটা বাহির করিয়া লইয়া তদ্স্থানে ক্ষুদ্র বাক্সটি রক্ষা করিলেন। অতঃপর গহ্বরদ্বার পূর্ব্ববৎ কৌশল সহকারে রুদ্ধ করিয়া দিয়া কক্ষ বাহিরে আগমন করিলেন।

ক্ষণমধ্যে সনাতন আসিয়া উপস্থিত হইল। করুণাও তাহার পশ্চাতে ছিল। তাহাকে মাসী-মার কাছে প্রেরণ করিয়া মাধব, সনাতনের সহিত কর্ণে কর্ণে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করিলেন। সনাতন বহির্ব্বাটীতে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল। মাধব পিস্তলে ছয়টী টোটা ভরিয়া লণ্ঠন-হস্তে নীচে নামিয়া আসিলেন। খিড়কীর দ্বারে যে কয়টা অর্গল ছিল, তাহা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন; আরও দুইটা দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া মাধব পুনরায় দ্বিতলে আসিলেন। শয়নকক্ষদ্বারক্রোড়ে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার যে অংশ উদ্যানের দিকে, সেই অংশে দুইটা বড় বড় জানালা ছিল। এই বাতায়ন-পথে কাহারও আসিবার সাধ্য ছিল না; কেন না, মোটা লোহার গরেদায় জানালা সুরক্ষিত। বাতায়নে দাঁড়াইয়া মাধব

কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; কেন না, তখন চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। মাধব গবাক্ষ দুইটা বন্ধ করিয়া দিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। তথায় দ্বারবান ও ভৃত্যবর্গ যষ্টি ও কুঠারহস্তে সনাতনের আদেশমত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী নহে। দ্বারবান দোবে মহাশয় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন যে, তাঁহার হাতে লাঠি থাকিতে দেশশুদ্ধ লোক বিপক্ষ হইলেও ভয়ের কোনও কারণ নাই। কিন্তু লাঠি কতক্ষণ থাকিবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তচ্ছ্রবণে অনেকে আশ্বস্ত হইয়া দোবের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিল—কিন্তু মৃদুস্বরে ; কেন না, কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। পাঁড়ে ও তেওয়ারি বংশদণ্ড মস্তকোপরি বিঘূর্ণিত করিতে করিতে দস্যুবংশকে 'শ্বশুরা' প্রভৃতি উপাদেয় নামে আখ্যাত করিতেছিলেন। সনাতন শুধু নীরব ও রিক্তহস্ত ; সে মৃত্তিকা প্রতি নয়ন স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিল।

দেউড়ীতে ফানুসে ঢাকা একটা বড় আলো জ্বলিতেছিল। প্রত্যহ সমস্ত রাত্রিই সেটা জ্বলে ; কিন্তু আজ তাহা মসীময় হইয়া মিটমিট জ্বলিতেছিল। মাধব একজন ভৃত্যকে ফানুসটা পরিষ্কার করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। ভৃত্যের হস্তপদাদি এতই কম্পিত হইতেছিল যে, ফানুসটা তাহার হস্তস্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পথের উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। তদ্দর্শনে একজন বৃদ্ধ গোমস্তা রোষ-পরবশ হইয়া ভৃত্যের গণ্ডে চপেটাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে হস্তোত্তলন করিলেন ; কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই অন্দর-মহল হইতে এক ভীষণ কলরব উত্থিত হইল। এই কলরব নারীকণ্ঠ সমুদ্ভূত বলিয়া অনুমিত হইল। কোলাহল শ্রবণমাত্র সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হইল। বৃদ্ধ গোমস্তা শূন্যোত্থিত হস্তটী নামাইয়া লইয়া অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। মাধব,

সনাতনকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সনাতনের একটু পরিচয় প্রয়োজন। সে প্রথম জীবনে একটা দস্যুদলের নায়ক ছিল। একবার কোনও গণ্ডগ্রামে দস্যুতা করিতে গিয়া তাহার দলস্থ জনৈক ব্যক্তি ধৃত হয়। সে তখন পুলিশের শক্তি-প্রভাবে কাতর হইয়া পড়িয়া আত্মদোষ স্বীকার করে এবং তাহার দলপতির নামও ব্যক্ত করে। তৎক্ষণাৎ সনাতনকে ধরিতে পুলিসের সৈন্য সামন্ত ছুটিল। সনাতনের হৃদয়ে তখন তাহার শিশুপুত্রের মুখখানি জাগিতেছিল। পুত্র ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া সরকার বাহাদুরের আতিথ্যগ্রহণ করিতে সনাতন অসম্মত হইল; এবং অনন্যোপায় হইয়া তাহার জমীদার মাধবের পিতা রামকানাইবাবুর শরণাপন্ন হইল। জমীদার তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন, এবং সাধারণ উপায়ে পুলিসের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। সে আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। মাধব তখন দুই বৎসরের শিশু। সনাতন তদবধি রামকানাই এবং তদ্‌পুত্র মাধবের আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে। যষ্টি বা বংশখণ্ড হস্তে আর গ্রহণ করে নাই।

সনাতনের বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইতে পারে; কিন্তু আজিও তাহার দেহে অসুর শক্তি। যষ্টি চালনায় তাহার মত সুদক্ষ ব্যক্তি এতদঞ্চলে পূর্ব্বে আর দৃষ্ট হইত না। কিন্তু সনাতন শপথ করিয়া যষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রতিজ্ঞা এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার পরীক্ষা সমুপস্থিত। সনাতন জানিত যে, বংশখণ্ডের এমনই মোহিনী শক্তি, যে তদ্‌স্পর্শে জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়—মনুষ্য মস্তকের যে কোনও মূল্য আছে তাহা সে সময় স্মরণ থাকে না। তাই সনাতন আজ এই ঘোর পরীক্ষা সম্মুখে চিন্তাবিষ্ট।

মাধব, সনাতনকে লইয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সদর-দ্বারে ভীষণ শব্দ হইল। উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন। উভয়ে বুঝিলেন, দস্যুরা স্থূল লগুড় বা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা দ্বারে আঘাত করিতেছে। মাধব একটু অধৈর্য্য, একটু অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভয়প্রযুক্ত তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কিঞ্চিৎ কম্পিত হইতে-ছিল, ইহা সনাতন অনুমান করিল; সনাতন তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক দ্রুতপদে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল। তখন কোলাহল চতুর্দ্দিকে। সেই কোলাহল মধ্যে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনি অতি স্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। মাধব ও সনাতন অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, দস্যুদল তথায় প্রবেশ করিয়াছে। মাধব বুঝিলেন না, দস্যুরা তথায় কিরূপে প্রবেশলাভ করিল; কিন্তু সনাতন তাহা বুঝিল। সে বুঝিল যে, দুই একজন দস্যু পাকশালার ছাদের উপর উঠিয়া ভিতরে লম্ফত্যাগে পড়িয়াছে এবং খিড়কীর দ্বার খুলিয়া দিয়া সহচরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। খিড়কীর দ্বারে দস্যুরা সংখ্যায় বেশী ছিল; সদরদ্বারে কয়েকজন মাত্র থাকিয়া দ্বারবানদের বিনিযুক্ত রাখিয়াছিল। দস্যুদের হাতে বড় বড় লাঠি; কাহারও হাতে বা মশাল; দুই একজন কুঠারও আনিয়াছিল।

দ্বিতলে উঠিয়া মাধব দেখিলেন, দুইজন দস্যু তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে; এবং আলমারি ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছে। সনাতন, মাধবের পার্শ্বেই ছিল; সে যখন দেখিল, মাধবের পবিত্র শয়নাগারে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না,—গৃহমধ্যে ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়া একজন দস্যুর গলদেশ চাপিয়া ধরিল। দস্যু সহসা আক্রান্ত হইয়া স্পন্দরহিত হইল এবং সাহায্যলাভাশায় কাতরনয়নে তাহার সহচরের মুখপ্রতি চাহিল। এই

সহচরই দলপতি; তিনি তখন কাগজাদি অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন। সঙ্গীর বিপদ্ দৃষ্টে দলপতি ক্ষিপ্রহস্তে যষ্টি উঠাইয়া লইয়া সনাতনকে আক্রমণ করিলেন। সনাতন সময়মত সরিয়া দাঁড়াইয়া আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিল; এবং দস্যুপতিকে পুনঃ আক্রমণ করিতে অবসর না দিয়া নিজেই তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দস্যুরাজ সহজে পরাভব স্বীকার করিলেন না—তিনি আক্রান্ত হইয়াও আক্রমণ করিলেন। ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইত বলা যায় না; কেন না, উভয়ই তুল্য বলশালী। যখন উভয়ের মধ্যে লড়াইটা পূর্ণবেগে চলিতেছে, তখন সহসা পিস্তলের আওয়াজ শ্রুত হইল। দস্যুপতি চমকিয়া উঠিল; সনাতন এবংবিধ সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া দস্যুপতিকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিল এবং তাহাকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিয়া অশেষ-ভাবে নির্য্যাতন করিল। তৎপরে ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কক্ষ বাহিরে আসিল এবং দ্বারের শিকল বাহির হইতে টানিয়া দিল।

এদিকে মাধব যখন শুনিলেন, তাঁহার মাসীমাতার কক্ষদ্বারে দস্যুরা উপর্য্যুপরি আঘাত করিতেছে, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দুইব্যক্তি কুঠার দ্বারা দ্বারে আঘাত করিতেছে; দ্বার ভগ্নোন্মুখ। মাধব আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া পিস্তল উঠাইলেন। গুলি ছুটিল, কিন্তু কেহই আহত হইল না; প্রাচীর-গাত্রে গুলি প্রবিষ্ট হইল। মাধবের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হইলেও দস্যুদ্বয় ভীত হইয়া পলায়নতৎপর হইল। দ্বিতলে তখন দস্যুরা কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছিল; পিস্তলের শব্দ শুনিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্যে এক সুচতুর ব্যক্তি বারান্দা ঘুরিয়া চুপি চুপি মাধবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং

তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যষ্টি উঠাইল। যষ্টি পতিত হইবার পূর্ব্বেই সনাতন ছুটিয়া আসিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিল। দস্যু ফিরিয়া দেখিল, কালান্তক যমসদৃশ বিপুল বলশালী এক ব্যক্তি তাহার যষ্টি ধরিয়াছে। মাধব বুঝিলেন, সনাতন তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তখন বাক্যবিনিময়ের অবসর নাই; কতিপয় দস্যু যষ্টি ও কুঠার লইয়া পিস্তলধারীকে আক্রমণোদ্যত হইয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল, পিস্তলে যে গুলিটা ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে; আর যে তাহাতে গুলি থাকিতে পারে, তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই। কেন না, এতদ্দেশে সে সময় পিস্তল বা রিভলভার আসে নাই। মাধব কলিকাতা হইতে বহুব্যয়ে একটা ক্রয় করিয়া আনিয়া যত্নসহকারে গুপ্তস্থানে রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি রাজমোহন বা মথুরবাবু কখন মাধবের গৃহে পিস্তল দেখেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা পিস্তলনামা ক্ষুদ্র বন্দুকের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন না।

সনাতন যখন দেখিল, দস্যুরা দুইদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাধবকে আক্রমণোদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার প্রতিজ্ঞা ধৈর্য্য সকলই ভাসিয়া গেল। যে সুচতুর দস্যু ইতিমধ্যে চুপি চুপি মাধবকে মারিতে আসিয়াছিল, তাহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক যষ্টি ছিনাইয়া লইয়া সনাতন দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার যষ্টি চালনার ভঙ্গী ও কৌশল দেখিয়া দস্যুরা বুঝিল, শত্রু বড়ই প্রবল। তিন চারিজন একত্র হইয়া সনাতনকে আক্রমণ করিল। কিন্তু স্থানের অপ্রশস্ততা হেতু বহুলোকের একত্র আক্রমণের সুবিধা হইল না। দস্যুরা সেটা উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি সনাতনের লগুড়াঘাতে ভগ্নহস্ত হইল। এমন সময় ভয়ানক শব্দসহকারে সদরদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাধবের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—দস্যুরা প্রোৎসাহিত হইয়া গৃহস্বামীকে আক্রমণ করিল।

মাধব দ্বিতীয়বার পিস্তল উঠাইলেন। এবারেও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন। মাধব পিস্তল ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষালাভ করেন নাই। তৃতীয় উদ্যম ঘটনাক্রমে সফল হইল—একজন দস্যু বাহুমূলে আহত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। মাধব যখন চতুর্থবার পিস্তল উঠাইলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে একজন দস্যুও তিষ্ঠিল না—সকলেই পলায়মান হইল।

মাধব পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সনাতনের লগুড়াঘাতে দুই ব্যক্তি ধরাশায়ী হইয়াছে—অবশিষ্ট পলায়নোদ্যত। কিন্তু সনাতন দস্যুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া উদ্যত যষ্টিহস্তে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। মাধব দেখিলেন, স্বল্পকাল মধ্যে অন্তঃপুর দস্যুশূন্য হইল। কেবল দুই ব্যক্তি যাহারা সনাতনের লগুড়স্পর্শ-সুখানুভব করিয়াছিল তাহারা বসুধা আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিল। মাধব তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহারা হৃতচৈতন্য হইয়াছে—প্রাণশূন্য হয় নাই।

এদিকে সনাতন দস্যুদিগকে তাড়না করিয়া বহির্ব্বাটীতে আনিল। তথায় দেখিল, পাঁড়ে তেওয়ারী যাত্রাদলের খর দূষণের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। খর দূষণ যেমন মরিয়া গিয়াও মিটি মিটি চাহিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ দেখিতে থাকেন আসরের কে কোথায় তামাকু সেবন করিতেছে, তেমনই পাঁড়ে ও তেওয়ারি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে সমরাঙ্গণের সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। মহাবীর দোবে ভগ্নপদ হইয়া দস্যুদের 'শশুরা' প্রভৃতি নানাপ্রকার মিষ্ট সম্ভাষণে অভিহিত করিতেছিলেন। ভৃত্যেরা সকলেই পলাতক। দস্যুদের বাধা দিতে বড় একটা কেহ বর্ত্তমান্ নাই। কেবল এক অপরিচিত ব্যক্তি লাঠি ঘুরাইয়া দস্যুদের সম্মুখে লম্ফে ঝম্ফে বিচরণ

করিতেছিল। দস্যুরা তখন লুণ্ঠনে ব্যস্ত—যষ্টিধারীর সহিত বলপরীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। দুই তিনজন দস্যু খঞ্জবৎ চলিতেছিল; ফানুসের কাচ ভাঙ্গিয়া পথের উপর পড়িয়াছিল; তদ্দ্বারা তাহাদের পদতল কর্ত্তিত হইয়া বিষম পীড়া দিতেছিল।

সনাতন ক্ষণমধ্যে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া লইয়া দস্যুদের পুনরপি তাড়না করিল। যাহাদের তাড়াইয়া আনিতেছিল, তাহারা অস্বাভাবিকরূপে চীৎকার করিয়া কহিল, "মাছি লাগিছে।" তচ্ছ্রবণে দস্যুরা যে যেখানে ছিল, পলায়নপর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিশাল পুরী দস্যুশূন্য হইল। তখন পাঁড়ে ও তেওয়ারী ভূশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাদম্ভে যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। ভৃত্যবর্গ যে যেখানে লুক্কায়িত ছিল, সে সেখান হইতে নির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া 'মার' 'মার' শব্দে আসরে অবতীর্ণ হইল। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক আছে—নীল আকাশঅঙ্গে মেঘ যেমন বিদ্যমান্, তেমনই চীৎকারপটু বীরবর্গের কাহারও মস্তকে ঊর্ণনাভ,—কাহারও মুখে মসী, কাহারও অঙ্গে অপর্য্যাপ্ত আবর্জ্জনা। যিনি যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তিনি সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তীর্থযাত্রীর ন্যায় সেই সেই স্থানের স্মৃতিচিহ্ন অঙ্গে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন।

সনাতন এই সকল যোদ্ধবর্গের বীরত্বব্যঞ্জক চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া যষ্টির উপর দেহভার রক্ষা করতঃ ক্ষণকাল কি ভাবিল; তৎপরে পুলিসে সংবাদ দিতে দুইজন ভৃত্যকে পাঠাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।
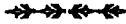
যে সময়ে মাধবের গৃহে দস্যুদল প্রবেশ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আর একদল দস্যু রাজমোহনের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল। উভয় দলই এক ব্যক্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেছিল। এ দ্বিতীয় দলে দস্যু, সংখ্যায় ছয় জন মাত্র। তাহারা স্বল্প আয়াসে রাজমোহনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বার ভাঙ্গিল। মাতঙ্গিনী গৃহত্যাগকালে বাহির হইতে ভিতরের অর্গল বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে দস্যু পদাঘাতে দুর্ব্বল কাষ্ঠকীলক ভাঙ্গিয়া পড়িল। দস্যুরা কক্ষস্থ দ্রব্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শয্যা ও শয্যাতল অন্বেষণ করিতে লাগিল। যাহা খুঁজিতেছিল তাহা না পাইয়া কক্ষান্তরের দ্বার ভাঙ্গিল। পুরমহিলা প্রভৃতি ইতিমধ্যে জাগরিত হইয়া নিশ্বাসাদি রোধ করতঃ উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব অবস্থায় শায়িতা ছিলেন। যখন তাঁহাদের গৃহদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন তাঁহারা কলরব ছাড়া আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাজমোহন গৃহে ছিলেন না; তিনি তখন মাধবের গৃহের অনতিদূরে নিভৃতস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া উৎকর্ণ অবস্থায় ভীতচিত্তে পিস্তলের আওয়াজ শুনিতেছিলেন। সুতরাং তিনি এই অযাচিত অতিথিবর্গের আগমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। দস্যুরা কোন দ্রব্য অপহরণ করিল না, কাহাকেও কিছু বলিল না; কেবল পাতিপাতি করিয়া চারিদিকে একটা মানুষ বা দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন তাহা পাইল না, তখন ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।

দ্বারভঙ্গ শব্দে কনক ও তাহার মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তাহারা নীরবে উৎকর্ণ হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠনিঃসৃত কাতরধ্বনিও মধ্যে মধ্যে তাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল। যে বালক দিবাভাগে জ্যেষ্ঠাগ্রজের মস্যাধার শূন্য করিয়া মসীময় হইয়াছিল, তাহার ক্রন্দনধ্বনিও শ্রুত হইতেছিল। দস্যুরা কোনরূপ চীৎকার করে নাই বটে, কিন্তু তাহাদের পদধ্বনি ও দ্বারভঙ্গের শব্দে প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেরই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল; অনেকেই কনক ও তাহার মাতার ন্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদির দ্বারা শয্যায় কোনরূপ শব্দ না করিয়া নিঃশ্বাসাদি রোধ করতঃ নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিল। কনকের মাতা যখন দেখিল, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়াছে—ঝিল্লীরব ছাড়া বড় একটা আর কিছুই শ্রুত হইতেছে না, তখন কণ্ঠ চাপিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিল, "হ্যাঁ রে, কন্‌কি ?"

কনক তদ্‌বৎ চাপা কণ্ঠে কহিল, "মা জেগেছ ?"

"মর্, আমি ঘুমুলুম কখন ?"

"মা, ব্যাপার কি ?"

"চুপ্ কর্।"

"তুমি গিয়ে একবার দেঁখে এস না।"

"মরণ আর কি, আমি গিয়ে হাঙ্গামায় পড়ি।"

"এখন ত সব চুপ হয়েছে—একবার যাও না।"

"তোর যেমন কথা; গোল হ'তে কতক্ষণ!"

রুদ্ধকণ্ঠে বাক্যালাপ করিয়া কনকের কণ্ঠটা একটু কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে একটু বিশ্রাম দিয়া কনক জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি বুঝেছ ?"

কনকের জননী সাতিশয় কোপান্বিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি

কি চোখের মাথা খেয়েছি যে, ব্যাপারটা বুঝ্তে পারি নি!—তুই যেমন আবাগী কুলীনে পড়েছিস্।"

কনক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, তাহার মাতা কিরূপে এই অন্ধকারময় গৃহে শয্যায় শায়িতা থাকিয়া দূরবর্ত্তী ঘটনাটা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিল; আর সেই বা কুলীনে পড়িয়াছে বলিয়া কিরূপে উক্ত কার্য্যে অসমর্থা হইল। জিজ্ঞাসু করিল, "কি বুঝেছ মা?"

প্রসূতি উত্তর করিলেন, "তোর যেমন পোড়া কপাল! কথাটা বুঝ্তে পারলি নি? রাজুর বউ কেলেঙ্কারি করেছে—ধরা পড়েছে—এখন রাজুর হাতে তার শ্রাদ্ধ হচ্চে।"

কণ্ঠটা যে রোধ করিতে হইবে ইহা বিস্মৃত হইয়া কনক সহজ গলায় কহিল, "ও মা, কি ঘেন্নার কথা! তা'র পেটে এত বিদ্যে? না, না, তা' হ'তে পারে না—তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝ নি।"

"দেখ কন্‌কি, তোর মুখ ঝেঁটিয়ে দেব; আমার কথার উপর আবার কথা।"

কনক নিরুত্তর হইল। তাহার মাতা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যখন দেখিল, কনক আর কথা কয় না, বাহিরেও আর কোনরূপ গোলমাল শ্রুত হয় না, তখন সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং দ্বারসান্নিধ্যে আসিয়া কপাটের পৃষ্ঠে কর্ণসংযুক্ত করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল। তৎপরে কহিল, "হ্যাঁরে কন্‌কি, একবার দেখে আসব?"

কন্যা বুঝিল, জননীর কৌতূহল-প্রবৃত্তিটা সাতিশয় বলবতী হইয়া ভয় নামক পদার্থকে বিনাশোদ্যত হইয়াছে। কন্যা উত্তর করিল, "তোমার ইচ্ছে।"

"আমার ইচ্ছে নয়ত কি তোর ইচ্ছে? বলি, একবার গিয়ে দেখ্‌বে বউটা বেঁচে আছে কি না?"

"আমি জানি নে।"

"আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই তোর মত মেয়ে পেটে ধরেছিলুম।"

কন্যা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না ; জননী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময় গৃহকোণে তৈজস-পত্রাদির মধ্যে মৃদু শব্দ হইল। কন্যা "ওই, মা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল ; জননী দ্বিরুক্তি না করিয়া স্খলিত-বসনে সশব্দে ধরাশায়ী হইলেন। ক্ষণপরে উভয়ে বুঝিল, এ শব্দের জন্য মুষিক বা তৈলপায়ী দায়ী। তখন জননী অশেষ সাহস পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্খলিত বসন সংযত করিয়া লইয়া কন্যাকে কহিলেন, "আ মর্, ভয় দেখো ! তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব ?"

কন্যা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। জননী দ্বারপার্শ্বে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া কন্যাকে বিবিধ মিষ্ট সম্ভাষণে অভিহিত করিতে লাগিলেন এবং নিজ অদৃষ্টকে বহু ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কন্যা অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে গিয়ে দেখ্‌তে বল্‌ছ ?"

অন্ধকারের ভিতর হস্তমুখের নানারূপ অভিনয় করিতে করিতে জননী উত্তর করিলেন, "হাঁ, তুমি গিয়ে আবার একটা কেলেঙ্কারি কর গে ; হাত পা গুড়্ গুড়্ করছে, না ? মর্, মর্, পোড়াকপালি মেয়ে ! আমি না জানি কত পাপ করে এসেছিলুম, অই এ জন্মে তোর মত মেয়ে পেটে ধরেছিলুম—পোড়া পেটে আগুন জ্বেলে দি।"

অগ্নিকার্য্যাদি ব্যাপারে কিছুমাত্র লিপ্ত না থাকিয়া অদৃষ্টবাদিনী স্বীয় কর্ম্মফল মানিতে মানিতে অতি সন্তর্পণে দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হইল না। তিনি ঘর ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দাবায় নামিলেন এবং সতর্কনয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দুই

এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজমোহনের গৃহ সন্নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে তিনি পরিচিতা প্রতিবেশিনীগণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তখন দুর্জ্জয় সাহস তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি দ্রুতপাদবিক্ষেপে রাজমোহনের গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তথায় প্রতিবাসী নরনারী অনেকেই সমবেত হইয়াছিল। তবে রমণীর সংখ্যাই বেশী। সেই সভাক্ষেত্রের প্রধান বক্ত্রী রাজমোহনের পিসী। তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নানারূপে আন্দোলন করিতে করিতে সেই সভ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচয় দিতেছিলেন, দস্যুরা কিরূপে দ্বার ভাঙ্গিয়া তাঁহার পেটরাবদ্ধ অলঙ্কারাদি অপহরণ মানসে আসিয়াছিল এবং কিরূপে তাঁহার গালি খাইয়া পেটরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিয়াছে। তিনি দস্যুদের কি কি বলিয়াছিলেন, তাহারও একটু পরিচয় দিলেন; এবং তিনি আজ পুরুষ মানুষ হইলে কিরূপ বীভৎস ব্যাপার তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইত, তাহারও একটা কাল্পনিক দৃশ্য অঙ্কিত করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহার সবক্তৃত্ব প্রভাবে সমগ্র জনমণ্ডলী মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত হইল। রাজমোহনের বিধবা ভগিনী কিশোরী পুত্র দুইটীকে অঙ্কমধ্যে লইয়া কম্পিত দেহে সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ এতই শুষ্ক হইয়াছিল যে, তিনি বীরত্বব্যঞ্জক কোনরূপ বক্তৃতার অবতারণা করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন। এবং তদ্ধেতু বড়ই মনঃপীড়া পাইতেছিলেন।

পিসীমার নিকটে মৃন্ময় পাত্রে এক দীপ জ্বলিতেছিল। ঝটিকাঘাতে অকস্মাৎ তাহা নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকার নিকটেই ছিল—ছুটিয়া আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গণ অধিকার করিল। তখন তাবৎ জনমণ্ডলী অস্ফুট ভীতিব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া পরস্পরের অঙ্গ জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। তাঁহারা পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবেন এরূপ সামর্থ্যও তাঁহাদের

রহিল না। অন্ধকার-স্তূপের মধ্যে তাঁহারা দস্যুবদন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন। পিসী-ঠাকুরাণীর বক্তৃতা-স্রোত সহসা রুদ্ধ হইল; তিনি পুরুষ হইলে কি করিতেন তাহাও বিস্মৃত হইলেন। আড়ষ্ট হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন; অবশেষে তাঁহার দাঁড়াইবার শক্তি বিলুপ্ত হইল। তিনি ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িয়া কিশোরীকে শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "আলোটা জ্বেলে নিয়ে আয়।"

কিশোরীর কণ্ঠ শুষ্কতর হইয়াছিল। আলোক-সম্মুখে তাঁহার যে শক্তিটুকু ছিল, আলোকের তিরোধানে তাহা লয়প্রাপ্ত হইল। ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল; এবং স্বেদোদ্গমে তাঁহার বস্ত্র সিক্ত হইল। তিনি পুত্রদুইটীকে অঙ্কোপরি টানিয়া লইয়া স্তিমিত নেত্রে উপবিষ্টা রহিলেন।

এমন সময় তথায় রাজমোহনের আবির্ভাব হইল। কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে একটা বিভ্রাট বাধিয়া যাইত; কেন না, তখন সকলেই দস্যু-আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অসিতবর্ণ বিপুলকায় রাজমোহনকে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের ভিতর দর্শন করিলে সকলেই তাহাকে দস্যু বলিয়া মানিয়া লইতেন; রাজমোহন আত্ম-পরিচয় দিলেও কেহ তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভগবৎ কৃপায় রাজমোহনকে কেহ দেখিতে পাইল না।

রাজমোহন কিছু পূর্ব্বে আম্রকাননপ্রান্তে কতিপয় পলায়মান দস্যুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাহাদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন, দস্যুরা মাধবের গৃহে কিরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল। দলপতি প্রভৃতি কয়েকজন ধৃত ও আবদ্ধ হইয়াছে, ইহাও তিনি তাহাদের নিকট অবগত হইয়া-ছিলেন। এবম্বিধ সংবাদ রাজমোহনের নিকট শুভ বলিয়া একেবারেই মনে হইল না। তিনি মানস নয়নে দেখিলেন, ধৃত দস্যুরা পুলিশের

প্রহার-প্রভাবে অপরাধ স্বীকার করিতেছে এবং রাজমোহনকেও এ ব্যাপারে লিপ্ত করিতেছে। রাজমোহনের সমস্ত দেহ কম্পিত হইল—স্বেদোদ্গমের প্রাচুর্য্যে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কাননের অন্ধকার মধ্যে একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—"পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করি। কিন্তু পলায়ন কর্‌লেই কি রক্ষা পাব? চেষ্টা দেখ্‌লে ক্ষতি কি? শুনেছি—পৃথিবীটা বড়—আমার জন্যে কি কেথোও একটু স্থান হবে না? এখানে থাক্‌লেত সত্বরই শ্রীঘর অথবা দ্বীপান্তরবাসী হ'তে হ'বে। আপাততঃ দেশেই যাই; কিন্তু একাকী। পিসীকে বলে যাওয়া কর্ত্তব্য; নইলে মাগী দেশ মাথায় কর্‌বে। তা' ছাড়া একটা কাজ তাদের দিয়ে হাসিল্ করতে হবে—মাগীগুলোকে শিখিয়ে দেব, আমি আজ তিন চার দিন দেশে চলে গেছি। দেখি কি হয়। জেলখানায় সহজে যাব না; শুনেছি জেলখানাটা বড় গরম—আমিত হাঁফিয়ে মারা যাব—তবে কেউ যদি বাতাস করে, তা'হলে না হয় দু'চারদিন থাকা যায়—তা' বেটাদের ত দয়া ধর্ম্ম নাই।"

রাজমোহন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে বহু মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দাবাতেও যেন কেহ কেহ অবস্থান করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। রাজমোহন স্থির করিলেন, তাহারা পুলিশের লোক—তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়াছে। নতুবা এত রাত্রিতে এত লোক তাঁহার গৃহে কেন? রাজমোহন আর কালবিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
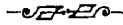
পরদিন প্রভাতে গ্রামের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তা ঘাটে বৃক্ষতলে নরনারী সমবেত হইয়া জমীদার-বাটীর ডাকাতি কথা নানাভাবে ও ভঙ্গীতে আলোচনা করিতে লাগিল। যাহারা জমীদার-গৃহ পর্য্যন্ত যাইতে সাহস পাইয়াছিল, তাহারা তথা হইতে কিছু কিছু সংবাদ আহরণ পূর্ব্বক টীকা টিপ্পনীসহ গ্রামময় প্রচার করিতে লাগিল। ইহা সত্বর রাষ্ট্র হইল যে, মহাবীর দোবে একপঞ্চাশৎ দস্যুর সহিত একাকী লড়াই করিয়া অবশেষে ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের ন্যায় রণাঙ্গনে গড়াগড়ি দিতেছেন। পাঁড়ে ও তেওয়ারির বীরত্বব্যঞ্জক নানাকথাও চারিদিকে শ্রুত হইল; তাঁহাদের ডাকাইতরা সভয়ে অগ্রেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, নতুবা তাঁহারা দস্যুবংশ নির্ম্মূল করিয়া ছাড়িতেন, এরূপও শ্রুত হইল। সনাতন নিতান্ত কাপুরুষ, যষ্টিগাছটাও হস্তে গ্রহণ করে নাই। এক অপরিচিত ব্যক্তি শূন্যমার্গ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক যষ্টিহস্তে প্রাঙ্গণে পড়িয়া সাতাইশ জন ডাকাইতের মস্তক দেহচ্যুত করিয়াছে এবং উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়াই আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। ছোটবাবু—মাধব—কামান ও বন্দুক দাগিয়া একশত উনত্রিশ জন দস্যুকে ভস্মে পরিণত করিয়াছেন।—এবংবিধ নানা কথা গ্রামমধ্যে মুহূর্ত্তে প্রচারিত হইল। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভবিষ্যতে ইতিহাস লিখিবার আশায় এই সকল সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

এ দিকে জমীদার-বাটীর ভগ্নদ্বার সম্মুখে দারোগাবাবু যখন হ্যাটকোট পরিধৃত হইয়া অশ্ব হইতে সদর্পে অবতরণ করিলেন, তখন

গ্রামের যাবতীয় পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণীবৃন্দ স্থানে স্থানে কমিটি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে বর্ষীয়সীরা কতকটা অগ্রসর হইয়া দারোগাবাবুর ঘোড়া ও লাল পাগড়ীওয়ালা দুই চারিজন সিপাহী দেখিয়া লইলেন; এবং তাহারই ইতিহাস নানারূপ কণ্ঠ ও চক্ষুভঙ্গীতে নবীনাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও প্রাচীনা দুই চারিটা ডাকাইতির উপাখ্যানও এতদ্‌সঙ্গে বিবৃত করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এতদ্‌বিষয়ে অসমর্থা হইলেন, তাঁহারা উপন্যাস-লেখকদিগের ন্যায় কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিলেন; এবং অলীকতর ঘটনায় প্রত্যেক নব সংস্করণ পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রবলপ্রতাপ দারোগাবাবু, জমীদারবাবুর বৈঠকখানায় মধ্যাহ্ন ভাস্করতুল্য দীপ্যমান্ হইতে লাগিলেন। তথায় গ্রামের অনেক ভদ্র-লোকই উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই ছিলেন, কিন্তু বড়বাবু—মথুর—ও রাজমোহন ছিলেন না। দারোগাবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া রাজমোহনের অন্বেষণার্থে জনৈক সিপাহীকে প্রেরণ করিলেন। সিপাহী স্বল্পকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, রাজমোহনবাবু পূর্ব্বরাত্রি হইতে বাড়ী আইসেন নাই। দারোগাবাবু গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। দেখাদেখি অনেকেই গম্ভীর হইলেন এবং ভ্রূকুঞ্চনে মনোযোগ প্রদান করিলেন।

চারিজন দস্যু ধৃত হইয়াছিল। নীচের একটা ছোট ঘরে তাহারা আবদ্ধ ছিল। দারোগাবাবু ধূমপানাদি সমাপন করিয়া দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাদের দর্শন করিতে চলিলেন। কতিপয় গ্রহাদিও তাঁহার অনুগমন করিল।

যে দুইজন দস্যু, সনাতনের লগুড়ের আস্বাদন পাইয়াছিল, তাহারা

শয়ান ছিল। অপর দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন দলপতি, অন্যজন তাহার সহচর। শেষোক্ত দুই ব্যক্তির হস্তপদ স্থূল রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ এবং কটিদেশেও মেখলারূপে রজ্জু শোভা পাইতেছিল। যে দুই ব্যক্তি শয়ান ছিল, তাহাদের বন্ধনের কোনও প্রয়োজন ছিল না; কেন না, তাহারা উত্থানশক্তি বিরহিত।

দারোগামহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দস্যুপতিকে তীক্ষ্ণনয়নে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে স্মৃতিশক্তিকে মার্জ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি পুস্তিকা বাহির করিলেন। পুস্তিকার পত্র উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে একস্থানে আসিয়া থামিলেন। পুস্তিকায় যে বিবরণ লিখিত ছিল, তাহা হইতে সম্ভবত দস্যুপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সোল্লাসে কহিলেন, "আজ আমার সুপ্রভাত রঘুনাথ! বহুদিন হইতে তোমার সন্ধান চলিতেছে, কেহ তোমাকে পায় নাই।"

দস্যুপতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "পেয়েছ বটে, কিন্তু ধরে রাখ্‌তে পারবে কি?"

"তা' দেখা যাবে।" বলিয়া দারোগা মহাশয় তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমাণের কোন অভাবই ছিল না। করুণা, সনাতন প্রভৃতি অনেকেই সাক্ষ্য দিল। দারোগাবাবু তাহাদের একে একে নিভৃতে আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাধব বলিলেন, "তাঁহার খুল্লতাতের উইল অপহরণই দস্যুদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।" দারোগাবাবু তচ্ছ্রবণে একটু কৌতূহলী হইলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি কৌতূহল প্রকাশ করিলেন না।

দারোগাবাবু লোকটী নিতান্ত মন্দ নহে এবং কর্ম্মচারী হিসাবেও তিনি অনেক ভাল। মকর্দ্দমার 'কিনারা' বা 'আস্কারা' করিতে অথবা নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে তিনি কখন অযত্ন করিতেন না;

এবং তদ্ধেতু বে-আইনি কিছু করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। জিদ্‌ নামক জিনিষটা তাঁহার কিছু বেশী মাত্রায় ছিল। বর্ত্তমান মকর্দ্দমায় এই জিদ অতি প্রবলভাবে দেখা দিল। তিনি বিপুল উৎসাহের সহিত মাধবকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন ছোটবাবু, আমি মূল আসামীদিগকে ধরিব।"

এবম্বিধ প্রবোধবচনে ছোটবাবু আশ্বাসিত হইয়া দারোগাবাবুর সৎকারে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিলেন, সনাতন সকল ব্যবস্থাই করিয়াছে। মৎস্য, ঘৃত, দুগ্ধ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহৃত হইয়াছে। দারোগাবাবু সদলবলে আহারাদি সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেরাজ-আলমারীর সব নীচের দেরাজটা ভগ্ন ও তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণনয়নে দর্শন করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, গৃহ-বাতায়নের লৌহগরেদার প্রতি নিষ্ফল বল প্রযুক্ত হইয়াছে। বাতায়নের একটা স্থূল লৌহকীলক ভগ্নাবস্থায় সন্নিকটে পতিত রহিয়াছে; এবং বাতায়নের সেই উন্মুক্তস্থানে মনুষ্যদেহ প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া দারোগা বাবু অনুমান করিলেন। অনুমানটা মিথ্যা নহে; কেন না, সেই উন্মুক্ত স্থানের ভিতর দিয়া পলায়নের যে একটা বিপুল চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পার্শ্ববর্ত্তী কীলকগাত্রে রক্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দারোগাবাবু এক নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার খুড়ার উইলখানি সম্ভবত নীচের দেরাজে ছিল?"

মাধব উত্তর করিলেন "হাঁ।"

দারোগা। অপরে তাহা জানিত কি?

মাধব। তাহা আমি ঠিক জানি না।

দারোগা। রাজমোহনবাবু জানিতেন কি ?

মাধব। সম্ভবত জানিতেন।

দারোগা। আপনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না; গোপন করিলে ফল সুবিধাজনক হইবে না। উইলখানি চুরি গিয়াছে কি ?

মাধব। না।

দারোগা। কিরূপে রক্ষা পাইল ?

মাধব। আমি পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়া উহা স্থানান্তরিত করিয়াছি।

দারোগা। কে আপনাকে সংবাদ দিল ?

মাধব। ক্ষমা করিবেন—তাহার পরিচয় আপনাকে দিতে পারিব না।

দারোগা বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন; তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার খুড়ী কোথায় ?"

মাধব। কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে ছিলেন।

দারোগা। এখন কোথায় ?

মাধব। শুনেছি বড় বাড়ীতে।

দারোগা। হুঁ—আপনাকে বলে গেছেন কি ?

মাধব। না।

দারোগা। উইল নিয়ে আপনার খুড়ী কোনও গোলযোগ বাধাবার অভিপ্রায় করেছেন বলে আপনার মনে হয় ?

মাধব। তিনি সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা স্থাপন করে বলেছেন, উইল জাল।

দারোগাবাবুর বদনচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার স্ত্রী কোথায় ?"

মাধব চমকিয়া উঠিলেন; একটু বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন, "আপনার তাহাতে প্রয়োজন ?"

দারোগা। একটু প্রয়োজন আছে, পরে তাহা উপলব্ধি করিবেন।

মাধব। তিনি আমার গৃহে আছেন।

দারোগা। তিনি কি আপনার গৃহে থাকেন ?

মাধব। না।

দারোগা। গত রাত্রিতে সম্ভবত আসিয়া থাকিবেন ?

মাধব। সেটা ঠিক বলিতে পারি না।

দারোগা। আপনি আমার নিকট কথা গোপন করিতেছেন। এটা আপনার পক্ষে অনুচিত হইতেছে; কেন না, আপনার চতুর্দ্দিকে যে চক্রান্তজাল বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা ছিন্ন করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি।

মাধব। তজ্জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, অথবা সঠিক জানি না, তাহা কিরূপে কহিব ?

দারোগা। আপনি সকলই জানেন; জানেন না শুধু, রাজমোহন কত বড় দুর্বৃত্ত। আমি বহুদিন হইতে জানিয়াছি, সে চোরাই মাল লুকাইয়া রাখে এবং দস্যুদিগের নিকট হইতে তাহার অংশ গ্রহণ করে। আমার বিশ্বাস, আপনার বাড়ীর ঘটনাটি তাহারই যোগাযোগে হইয়াছে। রাজ-মোহন ব্যতীত অপর কেহ জানিত না, উইল কোথায় রক্ষিত ছিল, এবং আমার বিশ্বাস, সে ইহা দস্যুদিগকে কহিয়া দিয়াছে।

মাধব। তাহার স্বার্থ ?

দারোগা। অর্থ।

মাধব। কে অর্থ দিবে ?

দারোগা। তাহা এক্ষণে বলিব না।

মাধব। আপনি বোধ হয় আমার খুড়ীকে সন্দেহ করিতেছেন ?

দারোগা। না; আমার ধারণা, তিনি একজন বড় খেলওয়াড়ের হাতে যন্ত্র মাত্র।

মাধব। তবে কি মথুর দাদার কথা বলিতেছেন?

দারোগাবাবু উত্তর না করিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

মাধব বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। দারোগাবাবু গাত্রোত্থান করিয়া একটু হাসির সহিত মুরুব্বি চালে কহিলেন, "আপনার বয়স বেশী নহে—এ দেশেও বড় বেশী থাকেন না; সুতরাং এ দেশের লোকেদের আপনি ভালরূপ চিনেন না। আমি এই জেলাতে জীবন কাটাইলাম, প্রায় সকল বদ্‌মায়েসই আমার নিকট পরিচিত। প্রমাণাভাবে কেবল তাহাদের টানাটানি করিতে পারি না। হাকিমগুলো যে আহাম্মক, নইলে কি রুই কাৎলা ছাড়িয়া চুণো পুঁটির পিছনে ছুটিয়া বেড়াই? যা' হো'ক দেখা যাউক, এবার কি হয়।"

দারোগাবাবু এইরূপে মৎস্য উপঢৌকন দিয়া সদলবলে প্রস্থান করিলেন। অবশ্য দস্যু-চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন। যে দুই ব্যক্তি উত্থানশক্তি-রহিত ছিল, তাহাদের ডুলি করিয়া লইয়া গেলেন এবং যথা-কালে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শরীর ও মনের উপর নানারূপ অত্যাচার প্রযুক্ত মাতঙ্গিনী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সামান্য জ্বর দেখা দিল—গ্রাম্য ডাক্তারই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ফিভার মিক্শ্চারে বাধা মানিল না—উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন দূরবর্ত্তী মহকুমা হইতে একজন এম, বি উপাধিধারী চিকিৎসককে আনান হইল। এই ডাক্তারটি গলদেশে রঙ্গীণ ফিতার ফাঁস লাগাইয়া এবং দেহোপরি হ্যাট-কোট বুট প্রভৃতি চড়াইয়া বিপুল দেহ লইয়া আসিয়া দর্শন দিলেন। তাঁহার আয়ুধ আদিরও কোন অপ্রতুলতা ছিল না।—বামে চঞ্চলা থার্ম্মমিটার, দক্ষিণে দ্বিভুজা ষ্টেথেস্কোপ।

ডাক্তারবাবুর এস্থলে একটু পরিচয় প্রদান না করিলে পাতকগ্রস্ত হইতে হইবে; অতএব কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম। ইনি শুধু ডাক্তারি করেন না—অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও করেন। তদ্ধেতু দুই পয়সা হয় কিনা জানি না; কিন্তু পরশ্রীকাতর বিশ্বনিন্দুকেরা কহিয়া থাকে, বাদী আসামীর গৃহে রোগ না থাকিলেও ডাক্তারবাবুর তথায় ডাক পড়ে এবং চারি টাকার স্থলে আট টাকা দক্ষিণাও প্রাপ্তি হয়। এই হাকিমের নাম ডাক যথেষ্ট আছে। আসামী হইয়া তাঁহার বিচার বেষ্টনীর মধ্যে সহজে কেহ আসিতে চাহিত না; তিনি মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িতেন না—যাহাতে দুই চারিটা সুবিধাজনক মকর্দ্দমা এই হাকিম প্রবরের নিকট আসে তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান্ হইতেন; কেন না,

ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুর কোন ভৃত্যের রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিরঃপীড়া ঘটিলে ডাক্তার বাবু মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হইতেন। এরূপ সজ্জন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত না করিয়া ক্ষুণ্ণ করিলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাপাতকে নিমজ্জিত হইতেন।

এবম্বিধ দ্বিগুণাত্মিক ডাক্তার-হাকিম আসিয়া মাধবের গৃহে দর্শন দিলেন। মাধব তাঁহার বিপুল দেহ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন, রোগিণী সত্বর আরোগ্যলাভ করিবেন। অতীব যত্নসহকারে বৈঠকখানায় বসাইয়া মাধব তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার বাবু তদ্‌প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত কহিলেন, "ও-সব রেখে দিন—রোগী কোথায় চলুন—আমাকে এখনি যেতে হবে—আমার ফাইলে আজ পাঁচটা মকর্দ্দমা।"

ডাক্তার বাবুর সকল কথা শ্রোতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেন না, কথা কয়টা বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল। ইহাতে ডাক্তার বাবুর বিশেষ কোন অপরাধ দৃষ্ট হয় না; দোষ তাঁহার কণ্ঠ-বেষ্টনী কলারের। এই জিনিষটা এত আঁটিয়া ডাক্তার বাবুর গলায় বসিয়াছিল যে, তাঁহার গ্রীবা পরিচালনার শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল—বাক্যাদিও সহজকণ্ঠে উচ্চারিত হইবার উপায় ছিল না। তদ্ধেতু ডাক্তার বাবুর কোনরূপ মনঃপীড়া ছিল না; কেন না, তিনি স্থির জানিতেন যে, এই কণ্ঠবেষ্টনী তাঁহার বদনমণ্ডলের সবিশেষ সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে। এ সম্বন্ধে কোন নবীনা, সম্বন্ধে ডাক্তার বাবুর কেলিকুঞ্চিকা—তাঁহাকে অন্যায়রূপে পরিহাস করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ডাক্তার মহোদয় কহিয়াছিলেন, "হে শ্যালী, এরূপ পরিহাস তোমাদের শোভা পায় না; যদ্ধেতু তোমরা কণ্ঠদেশে 'চিক্' নামা অলঙ্কারের আলিঙ্গন ধারণপূর্ব্বক আড়ষ্ট হইয়া পুত্তলিকাবৎ উপবিষ্ট থাক।"

আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি, এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অদ্যাবধি কলহ চলিতেছে।

ডাক্তার বাবু রোগিণীকে দেখিলেন—যন্ত্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করিলেন—যথেষ্ট পরিমাণে গম্ভীর হইলেন—অধর বিস্তৃত করিয়া সম্ভবমত উল্‌টাইলেন—ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন—অবশেষে মোটা দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রোগিণী কোন উপকার প্রাপ্ত হইলেন না। ডাক্তার বাবু তিন চারি দিন যাতায়াত করিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে মাধব জিলা হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনয়ন করিলেন। সাহেব পরীক্ষান্তে কহিলেন, 'রোগ কঠিন—টাইফয়েড—যত্ন করিলে বাঁচিতে পারেন।' মাধব অনন্যকর্ম্মা হইয়া রোগিণীর শুশ্রূষায় ব্রতী হইলেন।

মাধবের শয্যাগৃহের অতি নিকটে একটী ক্ষুদ্র কক্ষ মাতঙ্গিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বাতাস ও আলো যথেষ্ট। আসবাব পত্র বড় বেশী ছিল না; একখানি ছোট পালঙ্ক, তার উপর অতি কোমল শয্যা। প্রাচীর-গাত্রে একটা বড় ঘড়ি, কয়েকখানা ফ্রেমে আঁটা বিলাতী ছবি; একটা ছোট টেবিল, দুইখানা বসিবার চৌকী বা চেয়ার, একটা সেল্‌ফ্‌ ইত্যাদি ছিল। এতদ্ব্যতীত গৃহের শোভা-বর্দ্ধক আর একটী জিনিষ ছিল,—সেটী শুভ্র শয্যার উপর কমল-মালাবৎ শয্যাশায়িতা মাতঙ্গিনী।

একদা সন্ধ্যাকালে মাতঙ্গিনীর শিয়রে মাধব ও পদতলে হেমাঙ্গিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যমধ্যে এত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বিধাতা যেন তাঁহার নির্ম্মাণ কৌশল জগতকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে অত্যধিক যত্নসহকারে এই দুই ভগিনীকে সৃজন করিয়াছিলেন। দেখিলে মনে হয় দুইখানি প্রতিমাই যেন এক

কারিগরের হস্ত-নির্ম্মিত—যেন এক বৃন্তে দুইটী কমল। তবে একটী প্রস্ফুটিত, অপরটী স্ফুটনোন্মুখ। একের বয়স অষ্টাদশ, অপরের ষোড়শ। প্রথমা পূর্ণযৌবনা, ভাদ্রের ভরা নদী—অপরা বর্দ্ধমানা আষাঢ়ের স্রোতঃস্বিনী। একজন আশাহত পূর্ণিমার শশধর, অপরা সুখআশা-বিগলিতা শুক্ল দশমীর চন্দ্রমা।

মাধব, পূর্ণিমার শশধর প্রতি চাহিয়া নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন। শশধর নিদ্রিত বলিয়াই মাধব অনুমান করিয়াছিলেন; সহসা মাতঙ্গিনী ডাকিয়া উঠিলেন, "মাধব বাবু!"

"কি, মাতঙ্গিনী?"

মাতঙ্গিনীর বদন আরক্তিম হইল, তিনি উত্তর না করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মাধব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌ছ দিদি?"

কণ্ঠ আরও মৃদু, আরও মধুর। মাতঙ্গিনী তথাপি নিরুত্তর রহিলেন। মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুম এসেছে দিদি?"

"না।"

"কি জিজ্ঞাসা করছিলে, বল?"

"খবর কিছু পেয়েছ?"

মাধব বুঝিলেন, মাতঙ্গিনী রাজমোহনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহার বিশেষ কোন সংবাদ মাধব অবগত ছিলেন না। আজিও ডাকাতির তদন্ত পুলিশ হইতে চলিতেছে। দারোগা বাবু তদন্ত করিয়া চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে ইন্‌স্‌পেক্‌টার বাবু তদন্তে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সৎকারার্থে মাধবের গৃহে ছাগ মাংসের অবতারণা হইয়াছিল। উক্ত অবতারণিকার দুই দিন পরে পুলিস সাহেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তখন সেখপাড়ায় পক্ষী-হননের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপে কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিতে আসিয়া হত্যাকার্য্যের বিপুল সহায়তা

করিলেন। আর যিনি যখন আসিয়াছিলেন, তিনি তখন রাজমোহনের অনুসন্ধান লইতে বিরত থাকেন নাই। রাজমোহনের বিরুদ্ধে আপাততঃ কোনও প্রমাণাদি ছিল না, তথাপি তাহাকে এই ডাকাতিতে সংলিপ্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। মাধব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংবাদ মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে গোপন রাখিয়া উত্তর করিলেন,—"না।"

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাসাতেও নাকি সে দিন ডাকাতি হয়েছে?"

মাধব। হাঁ, তবে কিছু নিতে পারে নি।

মাতঙ্গিনী। কেন? কেহ বাধা দিয়েছিল কি?

মাধব। বাধা দিতে কেহই ছিল না।

মাতঙ্গিনী। তবে?

মাধব। তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই কিছু লয় নাই।

মাতঙ্গিনী। তবে ডাকাতিটা কি রকম?

মাধব উত্তর না করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিলেন; কহিলেন, "তোমার ঔষধ খাইবার সময় উত্তীর্ণপ্রায়।"

শয্যা-পদতলে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে ললাট আচ্ছাদন করিয়া হেমাঙ্গিনী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি একটা পাত্রে ঔষধি ঢালিয়া ভগিনীকে সেবন করাইলেন। সেবনান্তে মাতঙ্গিনী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ডাকাতিটা কি রকম?"

মাধব কহিলেন, "আমার মনে হয় ডাকাতির কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা—পুলিসেও তাই বলে।"

মাতঙ্গিনী। না—মিথ্যা নয়—সত্য। কনক আমায় দেখ্‌তে এসেছিল, সে বলেছে সত্য।

মাধ। দেখ্‌ছি তুমি আমার চেয়ে ভাল জান; তবে তুমিই বল না ডাকাতরা কি জন্যে এসেছিল।

মাত। আমার জন্যে।

মাধ। সে কি!

মাত। হাঁ।

মাধ। তোমার সন্ধান নিতে রাজমোহন বাবু হয়ত দুই একজন লোক পাঠিয়েছিলেন, লোকে সেটা বাড়িয়ে—

মাত। না, তা' নয়; আমি কনক ও পিসেসের নিকট যা শুনেছি তা' হতে বুঝেছি ডাকাইতরা আমাকেই নিতে এসেছিল।

মাধ। কথাটায় আমার তেমন শ্রদ্ধা হ'ল না; তুমি কাকে সন্দেহ কর্‌ছ?

মাত। তাহা বলিব, বলিব বলিয়াই কথাটা তুলিয়াছি। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) হেম, একটু জল দে।

মাতঙ্গিনী জলপান করিয়া একটু সুস্থ অনুভব করিলেন। মাধব চৌকী ত্যাগ করিয়া পালঙ্কোপরি মাতঙ্গিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার ললাটের উপর হস্ত রক্ষা করিয়া কহিলেন, "জ্বর বেড়েছে—এখন আর বোকো না।"

মাতঙ্গিনী। বাড়ে বাড়ুক, আমি মরব না; আমার কপালে মৃত্যু নেই, তবে তোমাদের কিছু ভোগাব। যা'ক ও-সব কথা—তোমার খুড়ীর কোন সংবাদ পেলে?

মাধব। শুনেছি তিনি বড় বাড়ীতে আছেন।

মাত। তুমি তাঁকে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছিলে না?

মাধ। হাঁ, কিন্তু আমাদের লোক তাঁর সাক্ষাৎ পায় নি।

মাত। সাক্ষাৎ কর্‌তে দেয় নি বল।

মাধ। কে দেয় নি?

মাত। যে ব্যক্তি তোমার খুড়ীকে উপলক্ষ্য করে উইলের মকর্দ্দমা করেছে।

মাধ। মথুর দাদার কথা বলছ?

মাত। হাঁ, তুমি তাকে চেন না, কিন্তু দেশের লোক তাকে চেনে। তুমি সরল বিশ্বাসে মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে প্রতারিত হও।

দারোগার কথাটা মাধবের মনে পড়িয়া গেল। তিনি একটু আবেগ-ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারও কি বিশ্বাস মথুর দাদার পরিচালনায় আমার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে?"

মাত। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মাধ। আর তোমার বাড়ীর?

মাত। তিনিই মূল; তিনি সে সময় বাড়ীর কর্ত্তাকে কৌশলে সরাইয়া এ কার্য্য করিয়াছিলেন।

মাধ। উদ্দেশ্য? সেখানে ত আর উইল ছিল না।

মাত। তুমি বড় বোকা—রাগ করো না—সরল বিশ্বাসী ব্যক্তি-মাত্রেই একটু নির্ব্বোধ। সে দিন যে সময় নদী হতে জল নিয়ে আমি ঘরে ফিরছিলেম, সে সময় তোমার পাশে কে দাঁড়িয়েছিল?

মাধব। হাঁ, বুঝেছি—আর তোমায় বল্‌তে হবে না। মানুষ এত বড় পিশাচ হ'তে পারে, তা'ত আমি কল্পনাতেও আন্‌তে পারি নি। তুমি যখন সে দিন এসে আমায় বলেছিলে উইল চুরিই দস্যুদের উদ্দেশ্য, তখন আমার মনে হয়েছিল মথুর দাদা এতে সংলিপ্ত আছেন। কিন্তু সেরূপ চিন্তা পোষণ করা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল মনে করে আমি তা' পরে বর্জ্জন করেছিলাম। ছি ছি, আত্মীয় এত বড় শত্রু হয়।

মাত। আত্মীয় কুটুম্বই ত শত্রু হয়; অন্যের লোকের হিংসা করবার

ত কোন দরকার হয় না। আত্মীয়, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে যখন কোন কথা বলিল, তখন জানিবে সেটা মিথ্যে; আত্মীয়, আত্মীয়ের সহিত যখন হৃদ্যতা জানাইল, তখন জানিবে সে ব্যবহার কপট। দেখ মাধব—ছোট বাবু—এই কপট পথ অবলম্বন করিয়াই এখন হইতে তোমাকে বড় বাবুর সঙ্গে চলিতে হইবে।

মাধ। আমি তা' পারিব না—বিষয় আশায়ের লোভে কপটী হইব! ছি!

মাত। সংসারে থাক্‌তে গেলে শঠের সঙ্গে শঠতা কর্‌তে হয়। তোমাকে সতর্ক করবার জন্যেই কথাটা তুল্‌লাম। এখন আমার ঘুম পেয়েছে, কথা কইতে পারছি না।

মাধব, মাতঙ্গিনীর ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, জ্বর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে মাতঙ্গিনীর অবস্থা বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব জীবনের বড় একটা আশা দিতে পারেন নাই। তবে পথঘাট বাঁধিবার চেষ্টা প্রচুর হইয়াছিল—কোনও ত্রুটি হয় নাই। নাড়ী ক্ষীণ ও হিমাঙ্গ হইয়া আসিলে মৃগনাভি, ষ্ট্রীকনাইন প্রভৃতি খাওয়াইতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা হইলেই রোগিণীর পলায়নোন্মুখ প্রাণটা থাকিয়া যাইবে।

রোগিণীর জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষণেকের জন্য জ্ঞানোদয় হয়। তখন তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং মাধবের বদনমণ্ডল নয়নপথে পতিত হইবামাত্র নয়নদ্বয় অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকেন। ক্রমে দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি তৎকালে দুই একটা কথার উত্তর দিতেও সমর্থা হয়েন।

ত্রয়োদশ দিবসের রাত্রি একরূপ কাটিয়া গেল—চতুর্দ্দশ দিবস বুঝি আর কাটে না। রাত্রি একপ্রহরের সময় গ্রামের ডাক্তার জবাব দিয়া প্রস্থান করিলেন। মাধব ক্রন্দনধ্বনি হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রোগিণীর শিয়রে বসিলেন। হেমাঙ্গিনী রোগিণীর পদতলে উষ্ণ তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। মাধবের মাসী হর্ম্ম্যতলে উপবিষ্টা থাকিয়া মধ্যে মধ্যে সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সনাতন দ্বার পথে নিম্নতুণ্ডে দণ্ডায়মান। পাঁচ ছয়জন দাসদাসী গরম জলের বোতল ও আগুনের কড়া লইয়া গৃহবাহিরে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ। এমন সময় এক মনুষ্যমূর্ত্তি দ্বারপথে সনাতনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে তাহাকে চিনিল; মাসী বলিয়া উঠিলেন, "কে, রাজমোহন?"

অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাটা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে যেন তখন নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল। মাধব নড়িয়া বসিলেন; হেমাঙ্গিনী মাথার কাপড় টানিলেন; সনাতন দ্বার ছাড়িল; মাসী সরিয়া পথ দিলেন।

রাজমোহন কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানবিলুপ্তা মাতঙ্গিনীর প্রতি চাহিল। অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; গৃহমধ্যে কে কে আছে তাহা মুহূর্ত্তে দেখিয়া লইল। তাহার হৃদয় মধ্যে কোনরূপ ভীষণ দুঃখ বা কষ্ট

উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। রাজমোহন, মাধবের সমীপস্থ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল "আমি ইহাঁকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

মাধব কথাটা ঠিক বুঝিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন। রাজমোহন পুনরায় কহিল, "আমি ইহাঁকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

মাধব কথাটা এবার উপলব্ধি করিলেন; তিনি উত্তর না করিয়া মুখ ফিরাইলেন। রাজমোহন পুনরায় কহিল, "আমার বেশী সময় নাই —এখনি আমায় যাইতে হইবে—দ্বারে পাল্কী অপেক্ষা করিতেছে।"

মাধবের ইচ্ছা হইল, রাজমোহনের গণ্ডদেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন; তাহাতে তাঁহার হৃদয়বেগ কথঞ্চিৎ শমিত হইতে পারিত। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নির্ব্বন্ধ অনুসারে তিনি সে সুখে বঞ্চিত হইলেন। মাতঙ্গিনী ঠিক সেই সময়ে বিকার ঘোরে ভয়াবহ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মরি মরি কি সুন্দর! চুপ কর—চেঁচিও না—দেখিতে দাও—" তৎক্ষণাৎ আবার ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমায় মেরে ফেল্‌লে—ওই দেখ হাত জ্বলছে—কি ভীষণ—ও কে—" রোগিণী আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রাজমোহন পালঙ্কের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, "আমি এমন ভাবে রোগীকে নিয়ে যাব যে, সে বুঝ্‌তে পারবে না, তাহাকে স্থানান্তরিত করা হচ্চে।"

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কর্ণে উক্ত প্রস্তাব প্রবিষ্ট হইল। সে সময় মাসী-মাতা ভাবিতেছিলেন, মাতঙ্গিনীর মৃত্যু ঘটিলে তিনি কি ভাবে ক্রন্দনাদি করিবেন; হস্তপদাদি কিরূপে বিক্ষেপ করিবেন তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া লইতেছিলেন। তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, যাহারা

নয়নপ্রান্তে অশ্রু আনয়নে অসমর্থা, তাহারা মূর্চ্ছার পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। তিনি সেই পথ গ্রহণ করিবেন কিনা তাহাও চিন্তা করিতেছিলেন ; কিন্তু কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রাজমোহনের প্রস্তাব তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। তিনি সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কণ্ঠ কাঁপাইয়া কহিলেন, "একটু অপেক্ষা কর—আর কতক্ষণই বা ধড়ে প্রাণ আছে।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না—এখনই দেশে যাইব ; এ অঞ্চলে আর আসিব না।"

মাধব মৃদু অথচ ক্রোধতীব্র কণ্ঠে ডাকিলেন, "সনাতন!"

সনাতন কণ্ঠের একটু শব্দ করিয়া উত্তর করিল।

মাধব কোনও আদেশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে মাতঙ্গিনী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন এবং নয়নদ্বয় অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত করিয়া অস্থির দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। কোন দ্রব্যাদি বা মনুষ্যবদন তিনি যে চিনিতে পারিলেন, এরূপ প্রতীতি হইল না। মাধব, তাঁহার পদ্মদলবৎ পাণিতল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহের উত্তাপ কমিয়া আসিতেছে ; তখন তিনি অস্থির হইয়া দাস দাসীকে নানারূপ আদেশ করিতে লাগিলেন। রাজমোহন তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, "মাধববাবু, আমার স্ত্রীর জন্ম আপনি অত কাতর হইতেছেন কেন?"

মাধব কোনরূপ উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে একজন দাসী আসিয়া সনাতনকে কহিল, "বাহিরে দারোগা বাবু এসেছেন—বড় দরকার।"

সকলেই কথাটা শুনিলেন ; কিন্তু রাজমোহন ব্যতীত অপর কেহ এ সংবাদে বিচলিত হইলেন না। রাজমোহন কহিল, "দেখ্‌ছি—এ অবস্থায় রোগিণীকে স্থানান্তরিত করা যুক্তিসঙ্গত নয় ; আমি আজ তবে চলিলাম।"

রাজমোহন মুহূর্ত্তকাল আর অপেক্ষা না করিয়া কক্ষত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া করুণাকে বলিল, "পাল্কী খিড়কী দ্বারে অপেক্ষা করছে, আমাকে খিড়কির পথ দেখিয়ে দেও।"

করুণা খিড়কীর পথে রাজমোহনকে বিদায় করিতে করিতে মৃদুস্বরে কহিল, "এ বাড়ীতে তোমায় যেন আর ঢুকতে না হয়।"

রাজমোহন কথা কয়টা শুনিতে না পাইলেও করুণার করুণভাব অনেকটা উপলব্ধি করিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ করুণা, তোমার বড় দিদি ঠাকরুণ এখানে কবে এসেছেন?"

করুণা নিরুত্তর রহিল। রাজমোহন পুনরপি কহিল, "ডাকাতির কিছু পূর্ব্বে, না?"

করুণা কহিল, "হাঁ।" রাজমোহন প্রস্থান করিল।

এদিকে মাধব দারোগা বাবুকে দর্শন দিতে পারিলেন না—সনাতনকে পাঠাইলেন। সনাতন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দারোগা বাবু সংবাদ পাইয়াছেন, রাজমোহন এতদঞ্চলে পুনরাগমন করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সে সময় তাঁহার গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। আরও কিছু গোপনীয় সংবাদ ছিল; পরদিন সুবিধামত সময়ে আসিয়া দারোগাবাবু, ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এরূপ ভরসা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর মাধব দুইজন দাসীর সাহায্যে মুমূর্ষু রোগিণীর দেহমধ্যে উত্তাপ পরিচালিত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ঘন ঘন উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তিনি জননীর নিকট শুনিয়াছিলেন, বিপদ্‌কালে 'সঙ্কটার স্তোত্র' পাঠ করিলে বিপদ্ দূরীভূত হয়। জননীর বাক্যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এক্ষণে সেই পবিত্র বাক্য তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইবামাত্র তিনি মৃদুস্বরে 'সঙ্কটাস্তোত্র' পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—"সঙ্কটা প্রথমং

নাম, দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা, তৃতীয়ং কামদাপ্রোক্তা, চতুর্থং দুঃখহারিণী, সর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম, ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা, সপ্তমং ভীমনয়না, সর্ব্বরোগ হরাষ্টকং।" হেমাঙ্গিনী উক্ত স্তোত্র বারংবার অতি মৃদুকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন।

মাসী দেখিলেন, এ সময় কিছু না করিলেই নয়। তিনি মাধবকে সাহায্য করিতে উদ্যতা হইলেন; কিন্তু প্রথম উদ্যমেই তিনি গরম জলের বোতলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন সে দিকে বিতথপ্রয়াস হইয়া হেমাঙ্গিনীর আনুকূল্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্তোত্রাদি কিছুই তিনি অবগত ছিলেন না। 'টহলদার'দের দুই একটা গান শুনিয়াছিলেন। স্মৃতি-ভাণ্ডার মন্থন করিয়া দেখিলেন, "শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে"—ছাড়া অন্য কোনও গীত বা স্তোত্র তথায় অবস্থান করিতেছে না। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ সময় নাচানাচির গান স্থান বা অবস্থার উপযোগী হইবে না। তখন তিনি শিব ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া হরিকে ধরিলেন। তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, শব-বাহকেরা 'হরিবোল' দিতে দিতে শব বহিয়া লইয়া যায়। এমন কি, যে মুমূর্ষু তাহাকেও হরিধ্বনি শ্রবণ করায়। অতএব এ ক্ষেত্রে মাতঙ্গিনীকে হরিনাম শ্রবণ করান মহাপুণ্যজনক ও সময়োচিত কার্য্য। এবম্বিধ মীমাংসায় উপনীত হইবামাত্র তিনি শব-বাহকের কণ্ঠ ও ভঙ্গী অনুকরণ করত 'হরিবোল' দিয়া উঠিলেন। গৃহস্থ তাবৎ ব্যক্তি চমকিত হইলেন। মাধব ভ্রূভঙ্গী করিয়া মাসীকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। মাসী তাঁহার অপরাধ বুঝিতে না পারিয়া দ্বিতীয় হরিধ্বনিটা কণ্ঠমধ্যেই সংবরণ করিয়া লইলেন।—যথা, পলাশীক্ষেত্রে নবাব-সৈন্যের উদ্যত কৃপাণ ও উত্থিত চরণ মৃজাফরের আদেশে সংবৃত হইয়াছিল।

যে কারণেই হউক—সঙ্কটা মায়ের কৃপায় অথবা ঔষধ-শক্তি প্রভাবে—যে কারণেই হউক, সে রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল; এবং পরদিন একটু

উন্নতি দৃষ্ট হইল। গ্রাম্য চিকিৎসক আসিয়া স্বীয় ব্যবস্থার প্রচুর প্রশংসাবাদ করিলেন; এবং তিনি চিকিৎসক-জগতে এক অদ্বিতীয় ও ক্ষণজন্মা পুরুষ তাহা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বহু দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন। মাধব তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন চিকিৎসক মানিয়া লইয়া ডাক্তার সাহেবকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

ডাক্তার সাহেব পরদিন আসিয়া রোগিণীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন; অবশেষে কহিলেন, "ভগবৎ কৃপায় রোগিণী এ যাত্রা রক্ষা পাইল। তাঁহার দয়া ভিন্ন পৃথিবীর কোন চিকিৎসকই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।"

তদবধি মাতঙ্গিনী উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। এবং পঞ্চাশৎ দিবসে পথ্য পাইলেন। সেই দিবস অপরাহ্নে শয্যায় শুইয়া মাতঙ্গিনী, মাধবকে কহিলেন, "এখন বিষয় কর্ম্ম দেখ—আমি ত সব লণ্ডভণ্ড করেছি।"

মাধব হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি বিষয়কর্ম্মইত এতদিন দেখ্‌ছিলাম —ঠাকুরদেবতাকে আর কবে ডেকেছি।"

মাসিমাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার জন্যে মা, ভেবে ভেবে আমার মাধবের হাড় দুখানা সার হ'য়েছে; সমস্ত দিনরাত তোমার পাশে বসে কাটিয়েছে। শুক্‌ন মুখে বসে থাকত, ঠাকুর দেবতাকে আর কখন ডাক্‌বে বল। তোমাকে যে মা ফিরে পাব —তুমি যে আবার শুক্তোর ঝোল দিয়ে ভাত খাবে—"

মাসিমাতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া নয়নোপরি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভরসা ছিল, এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা কিঞ্চিৎ অশ্রুস্রুতি ঘটিবে; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় তাঁহার দেহ এত নীরস যে, চক্ষুর্দ্বয় সহজে রসযুক্ত হইতে সম্মত হইল না। তখন তিনি সে পথ পরিত্যাগ

করিয়া ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন ; এবং কহিলেন, "ঠাকুর দেবতার কাছে মা তোমার কল্যাণ-কামনায় কত 'মানত' করেছি। তা' আমি আর কোথায় পাব ?—মাধব দেবে, তবেত পূজো দেব ?"

এইরূপে মাসী-মা এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; কেন না, তাঁহার বাক্যায়ুধ মাধবের কর্ণ-কুহরে প্রবেশলাভ করিল না। তাঁহার হৃদয় তখন আনন্দে পরিপূর্ণ—ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের ন্যায় সলিলোচ্ছ্বাসে কূলে কূলে পূর্ণ।

মাধবের মুখপ্রতি চাহিতেই মাতঙ্গিনী তাহা বুঝিলেন ; তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। মাসী গৃহকর্ম্ম সাধিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। মাধবও উঠিলেন ; তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মাতঙ্গিনী কহিলেন, "একটা কথা আছে, দাঁড়াও—মকর্দ্দমা কবে ?"

মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ মকর্দ্দমা ?—ডাকাতি ?"

মাতঙ্গিনী। হাঁ।

মাধব। তা' ঠিক জানি নে। শুনেছি দলপতি রঘুনাথ জেলখানা হ'তে পলায়ন করেছে।

মাত। কবে পালাল ?

মাধ। সে অনেক দিনের কথা ; তখন তোমার খুব অসুখ। রাজমোহনবাবু একদিন তোমায় দেখতে এসেছিলেন, তা' জান কি ?

মাত। শুনেছি একদিন তিনি আমায় নিতে এসেছিলেন।

মাধ। যে দিন তিনি আসেন, সেইদিন দারোগাবাবু আমায় বলতে এসেছিলেন, রঘুনাথ তা'র অনুচরকে নিয়ে পালিয়েছে।

মাত। আর দুই জন ?

মাধ। তা'রা হাঁসপাতালে বুঝি আজও আছে।

মাত। তা'রা নাকি অপরাধ স্বীকার করেছে?

মাধব একটু বিস্মিত হইয়া মাতঙ্গিনীর মুখপ্রতি চাহিলেন; কহিলেন, "তুমি জানিলে কি প্রকারে?"

মাত। কনক বলেছে।

মাধ। এ সব কথা নিয়ে তোমার মত রোগীর সঙ্গে তা'র আলাপ করা উচিত হয় নি।

মাত। দস্যুদের কে কে সাহায্য করেছে তা'ও নাকি তারা বলেছে?

মাধ। আমি তা' ঠিক জানি না।

মাত। মথুর বাবুর নাম করেছে কি?

মাধ। না; বলেছে যে, তা'কে কেহই দেখে নি।

মাত। ঠিক জান?

মাধ। শুনেছি ত তাই।

মাত। আর কাহারও নাম করেছে বলে শুনেছ?

মাধ। কই, মনে ত পড়ে না।

মাত। তুমি মিথ্যুক।

মাধ। আমি মিথ্যুক নই মাতঙ্গিনী—তোমার প্রাণে অনর্থক ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না।

মাতঙ্গিনী মুখ ফিরাইয়া শুইল—আর বাক্যালাপ করিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দারোগাবাবু কি জানি কেন, রাজমোহনের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন একরারি আসামীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দারোগাবাবু একদিন সহসা রাজমোহনের উত্তরপাড়ার ভবনে আসিয়া দর্শন দিলেন। এবং হস্তে লৌহ অলঙ্কার পরাইয়া তাহাকে রাধাগঞ্জে আনিলেন। দারোগাবাবুর এমনই কৌশল ও অধ্যবসায় যে, স্বল্পকাল মধ্যে দুইজন ভদ্র ব্যক্তি আসিয়া সাক্ষ্য দিলেন, রাজমোহন, দস্যুপতির সহিত ঘটনার দুইদিন পূর্ব্বে গোপনে দস্যুতা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল। শুধু তাই নয়, দারোগাবাবুর সাহচর্য্যের এমনই প্রভাব যে, একরাত্রির মধ্যে রাজমোহনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল; সে, হাকিমের সম্মুখে সকল অপরাধ স্বীকার করিতে সম্মত হইল। গ্রামের মন্দলোকেরা রাষ্ট্র করিল, থানার সন্নিহিত পথ হইতে উক্ত নিশিতে প্রহারের শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। সে সব অশ্রদ্ধেয় ও অলীক কথায় কোনও ভদ্রব্যক্তি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

তাহার কয়েক দিবস পরে সদর মোকাম হরিগঞ্জে ডাকাতি মকর্দ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল। মাধব ও তাঁহার ভৃত্যাদিকে সাক্ষ্য দিতে আসিতে হইল। সনাতনের আসিবার কোনও প্রয়োজন হইল না; কেন না, সে যষ্টি গাছটিও হস্তে গ্রহণ করে নাই। মাধব দুইখানা বড় নৌকায় সদল বলে উঠিয়া দুর্গা নাম স্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি

একদিন অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিবস প্রভাতে হরিগঞ্জের ঘাটে মাধবের বজরা লাগিল।

নৌকা ঘাটে লাগিতে না লাগিতে তাঁহার মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় মহাশয় দর্শন দিলেন; এবং নমস্কারান্তে কৃত্রিম দন্তরাজি বিকশিত করিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিদাস বাবুর এ স্থলে কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে গ্রন্থের অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা; অতএব নিম্নে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

হরিদাস বাবুর বয়স কত, তাহা ঠিক করিয়া বলা দুরূহ ব্যাপার। তিনি কখন বলেন বাষট্টি, আবার স্থান বিশেষে বলেন চুয়াত্তর; সন্ধ্যার পর কখন কখন চল্লিশ বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কেশ বহুরূপী নামধেয় জীবের ন্যায় কখন শুভ্র, কখন কৃষ্ণ, কখন বা পিঙ্গল। তিনি ব্যবসায়ে মোক্তার, কিন্তু নানা কারণে ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু বুদ্ধি-শক্তি ও অর্থোপার্জ্জন ক্ষমতায় তত্তুল্য ব্যক্তি সমুদয় সহরে ছিল না। একদা এক দুরন্ত সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে জিলাতে আসিয়াছিলেন। তিনি নালিসের দরখাস্ত লইতে বড়ই নারাজ। মোক্তার বাবুরা দরখাস্ত লইয়া আসিলে তিনি তাহাদের গালি দিয়া বিতাড়িত করিতেন। গালিটা তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পাইতেন বটে, কিন্তু উদরের আহার্য্য কিছুই জুটিত না। সকলে পরামর্শ করিয়া হরিদাস বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তিনিও এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিয়া তিনি একদিন বেলা এগারটার সময় একটা সুদীর্ঘ বংশ লইয়া কাছারিতে গমন করিলেন; তবে প্রবেশ পথে না গিয়া ময়দানে বাতায়ন-সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এ দিকে দরখাস্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন, এবং চিরন্তন প্রথা অনুসারে মোক্তার

বাবুদের প্রচুর পরিমাণে বাক্য-সুধা পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব যখন এবম্বিধ সুখাদ্য ভোজ্য পরিবেষণে ব্যস্ত, তখন অকস্মাৎ বাতায়ন-পথে একবংশও দৃষ্ট হইল। বংশ ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া স্থির হইলেন। বংশ বিনা আভরণে আইসেন নাই,—তাঁহার শিরোদেশে একখানি দরখাস্ত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া দোদুল্যমান অবস্থায় বৃদ্ধের বিতায়মান শুভ্র শ্মশ্রু রাজির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। সাহেব তদ্দৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কোন্ হ্যায়," "কোন্ হ্যায়।" দুর হইতে উত্তর আসিল,—"দরখাস্ত হ্যায়।" সাহেব আদেশ করিলেন,—"উস্‌কো পাকাড়কে লে আও।" হরিদাস বাবুর পলায়নের ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তিনি অচিরে সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলেন। তাঁহার শুভ্রকেশ-বিমণ্ডিত পক্ক আম্রের ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া সাহেব সম্ভবত একটু প্রীত হইলেন। অঙ্গুলি সঙ্কেতে বংশ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেয়া হ্যায়?" হরিদাস বাবু নির্ব্বিকার চিত্তে কহিলেন,—"হুজুর, এঠো বাঙ্গ্‌লা দেশকো বাঁশ হ্যায়। আপ্‌কা পাশ্ হাম আস্‌লে গালি খাতা হ্যায়, তাই ইস্‌কো ভেজ দিয়া—যেৎনা খুসী ইস্‌কো গালি দিজিয়ে, আর হামার দরখাস্ত লিজিয়ে।" সাহেব—প্রকৃত ইংরাজের প্রকৃতিই এইরূপ—প্রীত হইলেন; এবং তদবধি শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন।

একদা একজন ধনসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রাম্য পঞ্চায়তি প্রাপ্তি আশায় হরিদাস বাবুকে মুরব্বি ধরিয়াছিল। হরিদাস বাবু যাবতীয় দন্ত উন্মীলন পূর্ব্বক সশব্দ হাস্য সহকারে কহিলেন, "আরে পাগ্‌লা, সে কি সোজা কথা! খোদ্ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যতীত সে চাকুরী আর কেহ দিতে পারে না।" ধনী ব্যক্তি ছাড়িলেন না, হরিদাস বাবুর হাতে পঞ্চাশটী টাকা গুঁজিয়া দিলেন। হরিদাস বাবু টাকাটা ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সর মধ্যে তুলিয়া,

টাকা জিনিষটা যে অতি তুচ্ছ, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা প্রদান করত সাহেবকে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ধনী ব্যক্তি আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে পদপ্রার্থী দেখিলেন, তাঁহার গ্রামস্থ পঞ্চায়তের গরু ছাগল থালা বাটী নিলাম হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, চাকরির ত্রুটিতে সরকার বাহাদুরের হুকুমে পঞ্চায়তের এইরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পদপ্রার্থী ধনী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সদর মোকাম অভিমুখে ধাবিত হইলেন; এবং হরিদাস বাবুর চরণ-প্রান্তে ঘর্ম্মবিস্রুত অবস্থায় পতিত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, রক্ষা করুন, আমি আর পঞ্চায়তীর প্রার্থী নই।" তৎকালে হরিদাস বাবুর মুষ্টি মধ্যে একটা লেখনী ছিল; তিনি তাহা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাতিশয় বিরক্তি সহকারে কহিলেন,—"বল কি! এই মাত্র যে আমি সাহেবকে ধরে তোমার চাকরি স্থির করে আসছি! এখন আর উপায় নেই—তোমাকে পঞ্চায়তি করতেই হবে।" পদপ্রার্থী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আর পঞ্চাশটী রৌপ্য মুদ্রা হরিদাস বাবুর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক চাকরির দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ইহা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন হইবে না যে, হরিদাস বাবু তাহার চাকরির জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই।

হরিদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে; কিন্তু লোক মুখে তদ্ সমুদয় এরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সে সকল লিপি-বদ্ধ করিয়া এই সত্য ঘটনা মূলক উপন্যাসকে কলঙ্কিত করিতে বাসনা করি না। হরিদাস বাবুর দুইটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি কোনও ব্যক্তির পশ্চাতে তাহার নিন্দা করিতেন না এবং কেহ তাঁহার উপকার করিলে তিনি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতেন না।

এক সময়ে হরিদাস বাবু সুদীর্ঘ কাল রোগ শয্যায় আবদ্ধ ছিলেন।

রোগান্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার যে কয়েক জন মক্কেল ছিল, তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাঁহার যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা চিকিৎসায় ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া ভগবৎ কৃপা ভিক্ষার্থে পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশ পানে চাহিলেন। অসীম দয়ার সাগর তখন মাধবের পিতাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি হরিদাস বাবুকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তদবধি হরিদাস অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের সহিত মাধবের পিতার, পরে মাধবের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

হরিদাস বাবু যথাকালে মাধবকে সঙ্গে লইয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইলেন। ডিপুটী-বাবু নব্য যুবক; তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি চক্ষুর উপর চশমা নামক দুইখানা দৃষ্টি-যন্ত্র ধারণ করিয়াছেন। আইনের সূক্ষ্মাবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এইরূপ যন্ত্রের নাকি বিশেষ প্রয়োজন। সে কালের হাকিমেরা মূর্খ ও অযোগ্য ছিলেন—আইনের স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ বিধায় আসামীদের মুক্তি দান করিতেন এবং হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত স্বদেশবাসীকে জেলখানায় প্রেরণ করিতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। একবার একজন সেকালের হাকিমের নিকট একজন তস্করের বিচার হইতেছিল। প্রকাশ যে, সে একদা নিশীথে কোনও দোকান হইতে দুই সের তণ্ডুল চুরি করিয়াছিল। তখন দেশে বড় অন্নকষ্ট—তাহার স্ত্রী পুত্র দুই দিন হইতে অনাহারে ছিল—নিজে পীড়িত, উপার্জ্জনে অক্ষম। অনশনকাতর বালকবালিকার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া সে দুই সের তণ্ডুল অপহরণ করিয়াছিল। আরও লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা লয় নাই। হাকিম সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া বড়ই বিচলিত হইলেন এবং চক্ষু মুছিয়া অপরাধীকে একদিনের মেয়াদ দিলেন। অপরাধী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কে তাহাকে

এক বস্তা চাউল পাঠাইয়া দিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিল, হাকিমেরই এই কাজ।

এ সব দুর্ব্বলচিত্ত বুড়া হাকিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই চিতাধোতবারিপ্রেক্ষণার্দ্র ভূমিতে নবীন হাকিমদিগের জন্ম। আমরা যে নবীন হাকিমের কথা বলিতেছিলাম, তিনি যদিও বাঙ্গালী, তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন না। তবে এ অনভিজ্ঞতা রাজকার্য্যের অন্তরায় হইত না; উকীল বাবুরা স্থান বিশেষে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া দিয়া হাকিমের বিশেষ সাহায্য করিতেন। হাকিম বিলাতে গমন করেন নাই, কিন্তু ইউরোপ প্রদেশের মানচিত্র দেখিয়াছেন এবং দুইবার দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

সে যাই হউক, হাকিম প্রবর যথাকালে আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন এবং পুত্র-শোকাতুর পিতার ন্যায় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমবেত উকীল মোক্তারের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

প্রথমেই ছোট মকর্দ্দমার ডাক হইল। সিপাহী একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোককে আনিয়া কাষ্ঠ-বন্ধনীর মধ্যে তুলিল। হাকিম তাহার অপরাধ জিজ্ঞাসা করিলে কোর্ট বাবু কহিলেন, "এই ব্যক্তি গত রাত্রে কুৎসিত স্থানে মদ্যাদি পান করিয়া রাস্তায় হাল্লা করিতেছিল। ইহা এই ব্যক্তির প্রথম অপরাধ নহে, পূর্ব্বেও কয়েক বার এইরূপ অপরাধে ইহার দণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

হাকিম। এই ব্যক্তি করে কি?

কোর্ট-বাবু। আজ্ঞে, ইনি স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক।

হাকিম। সম্পাদক পদের উপযুক্তই বটে। দেশের লোক কেন যে এমন দুশ্চরিত্রের কাগজ পড়ে তা' আমি বুঝতে পারি না। ইচ্ছা

ছিল একে রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে চাবুক লাগাতে ; তা' এবার সেটা না করে এক হপ্তার জন্যে,জেলে দিলুম।

এইরূপ আরও দুইটা মকর্দ্দমা সারিয়া হাকিম ডাকাতি মকর্দ্দমার তলব দিলেন। তিন জন আসামী আসিয়া এই কাষ্ঠ-বেষ্টনীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। এই তিন জনের মধ্যে একজন রাজমোহন।

কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর মাধবের ডাক পড়িল। সরকার পক্ষ হইতে মাধবকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনার বাড়ীতে ১৫ই চৈত্র তারিখে ডাকাতি হয়েছে ?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। কে কে ডাকাতি করেছে ?

উত্তর। তা' জানি না ; তবে এই দু'জন (কাষ্ঠ-বন্ধনীর মধ্যে অবস্থিত দস্যুদ্বয়কে দেখাইয়া) যে, দলে ছিল, সেটা ঠিক্ বল্‌তে পারি।

প্রশ্ন। ঠিক চিনিতেছেন ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। রাজমোহনকে সাহায্যকারী বলে আপনার মনে হয় কি ?

উত্তর। না।

এই উত্তর, কেহ প্রত্যাশা করেন নাই। সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন ; এমন কি রাজমোহনও মুহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া মাধবের প্রতি চাহিলেন। সরকার হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"আপনার খুড়ার উইলের অবস্থিতি স্থান রাজমোহন জানিত ?"

উত্তর। না।

প্রশ্ন। রাজমোহন আপনার আত্মীয় ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। বেতন ভুক্ ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। সে আপনার বাটীতে থাকে ?

উত্তর। না, তিনি তাঁর বাসায় থাকেন, তবে কখন কখন আমার বাড়ীতেও এসে থাকেন।

প্রশ্ন। ঘটনার দিন কোথায় ছিল ?

মাধব দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমারই গৃহে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলেন।"

বিচারক, দারোগা প্রভৃতি সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজমোহন স্তম্ভিত হইয়া মাধবের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। সরকার হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল। মাধব পূর্ব্বানুরূপ উত্তর করিয়া কহিলেন,—"রাজমোহনবাবু আমার পরমাত্মীয়, তিনি কখন আমার বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। ঘটনার দিন রাত্রিতে তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ওই দুই জন দস্যু যখন আমায় প্রহারোদ্যত হয়, তখন রাজমোহন বাবু তাহাদের ভূপতিত করিয়া আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

হাকিম এতগুলা কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাক্ষী কি বলছে?" সরকারী উকীল ইংরাজীতে কথাটা বুঝাইয়া দিলেন।

হাকিম কহিলেন, "তবেত লোকটা নির্দ্দোষ আছে।" হরিদাস বাবু কহিলেন, "হুজুর, একদম্ নির্দ্দোষ হ্যায়।"

তৎপরে মাধবের ভৃত্যবর্গ আসিয়া মাধবের উক্তি-অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিল। অতঃপর হাকিমের আদেশে রাজমোহন মুক্তি লাভ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজমোহন কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া অধোবদনে চিন্তাকুল হৃদয়ে বিচার-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। জেলখানায় যাইতে হইবে ইহাই সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; অতঃপর সে যে মুক্তিলাভ করিয়া অসীম অস্থিরতার মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হইবে, এটা সে ভাবিয়া রাখিবার অবসর পায় নাই। তা' ছাড়া তা'র মনের ভিতরও কেমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল। এই সকল অপ্রত্যাশিত নানাকারণে রাজমোহন কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করিল; অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া বিচার গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষতলে উপবেশন করিল।

রাজমোহন যখন ভ্রূদ্বয় যথাসম্ভব উত্তোলন পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তখন হরিদাস রায় মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। তিনি কহিলেন, "আপনাকে গোটা সহরটা খুঁজে বেড়াচ্ছি—কেবল খোঁয়াড়ে যাইনি; সেখানে আপনার থাকা আপাততঃ সম্ভব নয়, মনে করে, যাই নি।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "মহাশয়ের অনুগ্রহ যথেষ্ট।"

হরিদাস। হাকিম যথার্থ বিচার করেছেন; আপনার ন্যায় সাধু ব্যক্তিকে দারোগা ব্যাটা অনর্থক এই কষ্ট দিল। যা' হো'ক মহাশয় এখন কোথায় যাচ্ছেন?

রাজ। তাহা স্থির করি নাই।

হরি। বেশ করেছেন, স্থির না করাই ভাল। পাথেয় আছে কি?

রাজ। না।

হরি। আরও ভাল; আমি কিছু এনেছি, গ্রহণ করুন।

হরিদাস পশ্চাতে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া রাজমোহনকে দিলেন। রাজমোহন একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া মুদ্রা কয়টী গ্রহণ করিলেন। হরিদাস প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কিছু দূর গিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং চাপকানের গুপ্তস্থান হইতে আরও পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া কহিলেন, "নিমখ্‌হারামীতে কাজ নাই, যাহা দিতে দিয়াছেন, তাহা দিলাম।"

রাজমোহন। কে দিতে দিয়েছেন?

হরিদাস। কে আবার? বাবু—মাধব বাবু। দুনিয়াতে আবার মানুষ কে আছে? এক ছিলেন রামকানাই বাবু, এখন আছেন তাঁর পুত্র মাধব বাবু।

এবার টাকা লইতে রাজমোহন একটু ইতস্ততঃ করিল। হরিদাস বাবু কহিলেন, "এখন বাবা, সরে পড়—কি জানি যদি দারোগাটা এসে আবার তোমায় ধরে; তোমার কীর্ত্তিত বড় সামান্য নয়।"

পরমহিতৈষী দারোগার নামে রাজমোহনের আতঙ্ক উপস্থিত হইল; সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা কয়টী লইয়া প্রস্থান করিল। বাজারে গিয়া একখানা ধুতি ও উত্তরীয় ক্রয় করিল; পরে ঘাটে আসিয়া একখানা ডিঙ্গি ভাড়া করিল; এবং রাধাগঞ্জ অভিমুখে ছুটিল।

যে পথ অতিক্রম করিতে মাধবের প্রায় দুইদিবস অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজমোহন সেই পথ ক্ষুদ্র নৌকায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করিল। যখন রাধাগঞ্জে পঁহুছিল, তখন রাত্রি গভীর। গ্রাম সুষুপ্ত,

চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাজমোহন তথাপি নৌকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূলে উঠিল। মধুমতী তীর হইতে তাহার গৃহ বড় বেশী দূর হইবে না; কিন্তু পথ অতি-বিকুণ্ঠিত ও তমসাচ্ছাদিত। রাজমোহন তদ্ধেতু ধীরে ধীরে সাবধানতাসহকারে পদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল। পথে দুই চারিটা শৃগাল কুকুর ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাহারা বিবিধ সুর আলাপ পূর্ব্বক অভ্যাগতকে সম্বর্দ্ধনা করিল। রাজমোহন তদ্‌প্রতি মনোযোগী না হইয়া পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। পথ কনকের গৃহপার্শ্ব দিয়া বাহিত হইয়াছে। রাজমোহন যখন তন্নিকটবর্ত্তী হইল, তখন মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি তাহার কর্ণাগত হইল; তাহার প্রতীতি হইল, দুই ব্যক্তি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছে। রাজমোহনবাবু তখন কর্ণোত্তলন পূর্ব্বক পথের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—সতর্ক পদে আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, দুইটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি কনকের গৃহবাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া আলাপ করিতেছে; একটী স্ত্রীলোক, অপরটী পুরুষ। রাজমোহন শুনিলেন, রমণী কহিতেছে, "তা' আমি কি কর্‌ব? আমার ত কোন ত্রুটি হয় নি। দুই বোণের পেটে আঁকুসি দিলেম, তা' হইল কোথা আছে কেউ কইতে পার্‌লে না। এখন আমার টাকা মার্‌লে চল্‌বে কেন?"

পুরুষ কহিল, "কাজ হাসিল্ করলে টাকা দেবার কথা ছিল।"

রমণী একটু উত্তেজিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তা' বল্‌লে এখন চল্‌বে না। মায়ে ঝিয়ে সমস্ত সাঁঝের বেলাটা পড়ে রইলুম, এখন বল কিনা কাজ ফাঁসিল না হ'লে পাবি নে! ও-সব আমার কাছে চল্‌বে না—ভালয় ভালয় দেবে ত দাও, নইলে—"

পুরুষ। নইলে কিরে মাগী?

রমণী। মাগী? আমি মাগী? তোর বাপ্ মাগী, তোর মা মাগী, তোর চোদ্দপুরুষ মাগী—

পুরুষ। আচ্ছা তাই হ'ল; এখন কি কর্‌তে চাস্, তাই বল্।

রমণী। আমার টাকা না দিলে সকলকে বলে দেব, বড়বাবু হুইল চুরি কর্‌তে আমায় পাঠিয়েছিল।

পুরুষ। গাঁয়ের বাঁস ওঠাতে চাস্ ত বলিস্।

রমণী। ওরে বাপরে! মগের মুলুক কি না!

পুরুষ। তোর ঘরে আগুন লাগালে কে ঠেকায়?

রমণী এ যুক্তি অকাট্য মনে করিল; কিন্তু নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা অকাট্য যুক্তির সম্মুখেও যেমন মস্তক নমিত বা সুর নরম না করিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়া তর্ক করিতে থাকেন, রমণীও তেমনই অন্য পথ অবলম্বন করিয়া কহিল, "দেখ বাপু, অধর্ম্ম করো না—আমার টাকা আমায় দাও।"

আত্মগোপনে আর প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া রাজমোহন অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বর্ণ তেমন উজ্জ্বল ছিল না। তাঁহার কটিতটে উত্তরীয় খানি, মন্দরপর্ব্বত-কটীতে বাসুকীবৎ আবদ্ধ ছিল। অনাবৃত বক্ষ ও উদরের বর্ণজ্যোতিঃ অন্ধকারের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল না। কনকের মাতা দেখিল, একটা তমিস্রস্তূপ তমস্বিনীর মধ্যে অগ্রসর হইতেছে। তিনি আর কালক্ষেপ না করিয়া পলায়মানা হইলেন। পুরুষটিও তাঁহার দৃষ্টান্ত যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু ভিন্নদিকে। রাজমোহন তদ্দৃষ্টে তাঁহার দেহকে চালিত করিয়া পলায়মান পুরুষের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পথের দুরবস্থা ও অন্ধকারের গাঢ়তা প্রযুক্ত উভয়েই দ্রুত পদ চালনায় সুবিধা পাইতেছিলেন না। রাজমোহনের আর একটা অসুবিধা ঘটিয়া-

ছিল। তাঁহার বিপুল মাংসস্তূপ দেহোপরি সংলগ্ন থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল; অগ্রগামী পলায়মান ব্যক্তির এতদ্ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা ছিল—তাহার দেহ বলিষ্ঠ, কিন্তু মাংস-স্তূপে পীড়িত নহে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় ভাগ্যদেবী কঠিন দণ্ডহস্তে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া রাজমোহনের ভাগ্য-চক্র অন্ধকারময় পথে প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন; তিনি এক্ষণে সেই পথে রাজমোহনের সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। পথের উপর একটা নিরাশ্রয় সারমেয় শয়ান ছিল, অগ্রগামী ব্যক্তি তাহা অনবগত ছিলেন; তিনি তাহার উদরোপরি সজোরে পদক্ষেপ করিবামাত্র কুক্কুর মহাচীৎকার করিয়া উঠিল এবং অত্যাচারী ব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হইলেন। কুক্কুর চীৎকার করিয়া জানাইল,—তুমি অকারণ আমায় পীড়ন কর কেন? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই। পীড়ক কহিল—পীড়ন করে থাকি করেছি, তাই বলে তুমি প্রতিবাদ কর কেন? যাই হউক, রাজমোহন এই সুযোগে সারমেয়দলনকারীর সমীপবর্ত্তী হইলেন।

ভূশায়ী ব্যক্তির হস্তে একটা ক্ষুদ্র যষ্টি ছিল; সে তাহা দৃঢ়হস্তে ধারণপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজমোহন তদ্দৃষ্টে কহিলেন, "মারামারির কোনও প্রয়োজন নাই—একটা আপোষে মীমাংসা হইবার আপত্তি কি?"

সম্বোধিত ব্যক্তি তখন সহর্ষে কহিয়া উঠিল, "কে, রাজমোহনবাবু?"

রাজমোহন এইরূপে অভিহিত হইয়া চমৎকৃত হইলেন। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া বক্তার বদন নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অন্ধকারের গাঢ়তা প্রযুক্ত তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। পূর্ব্ববক্তা পুনরপি কহিলেন, "চিনিতে পারিলে না? আমি রঘুনাথ।"

রাজমোহন তখন আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দস্যুপতির বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পথের দুইধারে বৃক্ষাদি থাকায় অন্ধকারটা সে স্থানে

গাঢ়তর হইয়াছিল। তথাপি রাজমোহন, দস্যুপতির বদন নিরীক্ষণ করিতে নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের হস্ত ধারণ করিল এবং নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিয়া নিজের গৃহে আসিল।

গৃহ জনশূন্য, আবর্জ্জনাময়। রাজমোহন তাঁহার মদালাপিনী পিসী ও পুত্রবতী ভগিনীকে বহুপূর্ব্বে গোপনে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। গৃহের দ্বারে দ্বারে তালা ছিল; কিন্তু পাড়ার সুশীল ব্যক্তিরা তালাগুলি খুলিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছেন এবং দ্রব্যাদি পাছে নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া সে সকল নিজ নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন ও নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতেছেন। রাজমোহন দীপ জ্বালিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অন্ধকারময় দাবায় উপবেশন করিলেন এবং কটিতট হইতে উত্তরীয় উন্মোচন করত গাত্রের ঘর্ম্মাদি মার্জ্জনা করিলেন। রঘুনাথ তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে বড় এখানে? আমারই মত অবস্থা নাকি?"

রাজমোহন। না, খালাস পেয়েছি।

রঘুনাথ। সে কি! কিরূপে ঘটিল?

অন্ধকারের মধ্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রাজমোহন উত্তর করিলেন, "মাধব বাবুর দয়ায়।"

দস্যু কৌতূহলী হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল; রাজমোহন সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া অবশেষে কহিলেন, "মাধববাবুর দয়া আমার অসহ্য। তাঁর অনুগ্রহ না লইয়া আমি জেলে যাইতে পারিতাম, কিন্তু তথায় বাস করিতে আমার দুইটী আপত্তি।

রঘুনাথ। আপত্তি দুইটা কি?

রাজ। শুনিয়াছি জেলখানাটা বড় গরম; সেখানে যদি কেহ পাখার বাতাস করে—

রঘু। তা' করবে না, হাকিমগুলোর সে ভদ্রতা নেই। দ্বিতীয় আপত্তিটা কি?

রাজ। আমার স্ত্রী।

রঘু। সে সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি। ভরসা করি আপত্তি দুইটা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রাজ। হাঁ।

রঘু। তবে আমাদের কাজে লাগ।

রাজ। লাগিতে পারি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

রঘু। প্রস্তাবটা কি?

রাজ। কথাটা মথুরবাবুর নিকট হইতে লইব।

দস্যুরাজ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিল; তৎপরে কহিল, "কাল এমনই সময়ে এইখানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

রাজ। কাল এখানে আমি থাকিব না।

রঘু। কোথায় যাইবে?

রাজ। আমার স্ত্রীকে লইয়া দেশে যাইব।

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল। রাজমোহন তাহা অন্ধকার মধ্যে লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। দস্যু-রাজ জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেশে যাও, তবে আমাদের কাজে লাগিবে কি প্রকারে?"

রাজমোহন। তোমাদের কাজ লইয়া কথা, অতএব জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?

দস্যুপতি। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি আসিতেছি।

রঘুনাথ প্রস্থান করিল। রাজমোহন বুঝিলেন, দস্যুপতি কোথায় গেলেন। প্রায় দুই দণ্ড পরে রঘুনাথ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে এস।"

রাজমোহন উঠিলেন। উভয়ে নিশব্দে পথ অতিবাহিত করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে বড়বাবুর উদ্যান-বাটীতে সমুপস্থিত হইল। ফটকের নিকট রাজমোহনকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দস্যুপতি উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজমোহন অতি সতর্ক পদে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং একটা বাতায়নের ধারে আসিয়া কর্ণোত্তলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। দুই ব্যক্তি চুপি চুপি কথা কহিতেছে, এরূপ তাঁহার প্রতীতি লইল; কিন্তু তাহাদের কথোপকথনের ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। ক্ষণপরে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় গৃহাভ্যন্তর ত্যাগ করত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজমোহন তখন শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি অপরকে কহিতেছে, "এখন ওকে চটিও না—আগে কাজটা আদায় করি।"

অপর ব্যক্তি উত্তর করিল, "হুজুর যেমন আদেশ করবেন তেমনই হবে।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "এখন যাও তাকে নিয়ে এস।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ফটকের দিকে প্রস্থান করিল। রাজমোহন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রথম ব্যক্তির সমীপস্থ হইলেন। তিনি একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

রাজমোহন উত্তর করিলেন, "আমি রাজমোহন, বড়বাবু! আপনারই আদেশে এখানে এসেছি; কিন্তু কথাবার্ত্তার পক্ষে এ স্থানটা তেমন সুবিধাজনক নয়—ঘাটের উপর আসুন।"

বড়-বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজমোহনের অনুবর্ত্তী হইলেন। পুষ্করিণীর মুক্ত ঘাটের উপর বসিয়া রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "বড়-বাবু সম্ভবত মহাভারত পাঠ করেন নাই।"

মথুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা কেন?"

রাজমোহন। মহাভারত পঠিত থাকিলে আপনি বল প্রকাশ

না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, যেখানে বল প্রয়োগে ফল না হয়, সেখানে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আপনার রঘু ডাকাত দুই কুড়ি লোকের সাহায্যে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই, তাহা আমি একাকী সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত।

মথুর। উত্তম, তুমি কার্য্যভার গ্রহণ কর।

রাজ। কিন্তু অপরের যোগাযোগে আমি কার্য্য করিতে পারিব না; বিশ্বাস হয়, ভার দিন; না হয়, রঘুকে ধরুন।

মথু। রঘুনাথ বহুদিন হইতে আমার কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তুমি কখন কর নাই। তুমি কতদূর সফল হইবে জানি না—

রাজ। সফল না হই, পয়সা দিবেন কেন? আমি ত বলছি না, সব টাকাটা এখনি আমাকে দিতে হবে।

মথু। তোমার সর্ত্ত কি?

রাজ। এক মাসের মধ্যে উইলখানি আপনার হাতে দিব, তখন দুই হাজার টাকা গুণিয়া লইব। এক্ষণে আমার হাত খরচের কারণ একশতখানি চাই।

মথু। টাকাটা কিছু জিয়াদা হইতেছে।

রাজ। কাজটাও এক্ষণে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামী সতর্ক—উইল স্থানান্তরিত।

মথু। কোথায় সরিয়েছে?

রাজ। তাহা সন্ধান লইতে হইবে।

মথু। টাকাটা কিছু কম করিয়া লও।

রাজ। আমি দর-দস্তুর করি না, রঘুনাথ তাহা জানে; আপনার ইচ্ছা হয় দিবেন, না হয় রঘুনাথকে ভার দিবেন।

বলিয়া রাজমোহন গাত্রোত্থান করিলেন। মথুরবাবু তখন কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

রাজ। ভালই করলেন। এই ডাকাতগুলোর মত নিমখ্‌হারাম আর নেই; দু'টো চড় পিঠে পড়্‌লেই সব কবুল করে ব'সে। এখন তবে উঠ্‌লাম; হাত খরচের টাকাটা লোক দিয়ে আজই পাঠিয়ে দিবেন।

মথু। তুমি কোথায় থাক্‌বে?

রাজ। নিজের ঘরে।

মথু। বেশ—যাও।

বীজ বপণ করিয়া ভাগ্য-দেবী অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে মাধবের প্রেরিত জনৈক ভৃত্য আসিয়া পুরমহিলা-দিগকে সংবাদ দিল, রাজমোহন নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাহার হস্তে মাতঙ্গিনীর শিরোনামাঙ্কিত একখানা পত্রও মাধব প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে দুই-ছত্র মাত্র লেখা ছিল। মাতঙ্গিনী পাঠ করিলেন,—

"দিদি, রাজদ্বারে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহনবাবু মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আমি সত্বর যাইতেছি। মাধব।"

পত্র পাঠান্তে মাতঙ্গিনী মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, "বিচার ঠিক হয় নাই; কিন্তু মাধব আমার উপায় করিয়া দিলেন—নিজের সত্য-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া

আমার উপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু—কিন্তু তিনি আমার উপায় করিতেছেন, না, দিন্ দিন্ আমায় নিরুপায় করিয়া তুলিতেছেন ?"

মাতঙ্গিনীর হৃদয় কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি পত্রখানা কনিষ্ঠা ভগিনীর অঙ্কোপরি ফেলিয়া দিয়া একটু নির্জ্জনতা লাভের আশায় স্বীয় কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সম্মুখে দেখিলেন, রাজমোহন দ্বারপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মাতঙ্গিনী কেমন একটু চমকিয়া উঠিলেন। এমন সময় তাঁহার মাসী-মা ও করুণা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজমোহন যথাসম্ভব মস্তক আনত করিয়া মাসীমাতাকে একটা প্রণাম করিলেন। ইত্যবসরে মাতঙ্গিনী অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আবৃত করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হেমাঙ্গিনী কহিলেন,—"কি হয়েছে, দিদি ?"

মাতঙ্গিনী কোনরূপ প্রত্যুত্তর না করিয়া উৎকর্ণ হইয়া মাসীমাতার কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মাসী তখন ক্রন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কহিতেছিলেন, "তা' কি হয়! মাতু এখনও সারে নি, এখন সে কোথায় যাবে ? আর দু'দিন থাক্—"

রাজমোহন উত্তর করিলেন, "সে সব হ'বে না আমি এখনই নিয়ে যাব।"

করুণার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; সে কহিল,—"নিয়ে যাব, বল্লেই ত আর যাওয়া হ'ল না; আগে বাবু আসুন, হুকুম দিন, তা'র পর নিয়ে যাবেন। এখন বাইরে বসুন গে—"

রাজমোহন তথাপি কহিলেন,—"না, আমি এখনই নিয়ে যাব।"

করুণা সুর চড়াইল, কহিল,—"আপনি বাইরে যান্, মেয়েদের কাছে বক্‌বক্ করবেন না।"

সনাতন ক্ষণপূর্ব্বে তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু এতাবৎ বাঙ্নিষ্পত্তি করে নাই। এক্ষণে কহিল,—"আপনি বাইরে আসুন।"

এটা আহ্বান নয়—আদেশ। রাজমোহন তাহা বুঝিলেন। তিনি তর্জ্জন করিবেন, কি পলায়ন করিবেন তাহা মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা' হ'লে কি আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পাব না?"

মাসী কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী মাতঙ্গিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং করুণার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি যাব—মাসীকে বাধা দিতে নিষেধ কর।"

মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও মাতঙ্গিনীর বাক্যনিচয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তচ্ছ্রবণে রাজমোহনের বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল। করুণা তাহার তাম্বুলরঞ্জিত অধরকে সম্পূর্ণভাবে উল্‌টাইয়া ফেলিল। সনাতন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মাসী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া কহিলেন,—"যা'র জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।" বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার দেহখানি লইয়া অদৃশ্য হইলেন।

পথ পরিষ্কার দেখিয়া রাজমোহন কহিলেন,—"তবে প্রস্তুত হও।"

প্রস্তুত হইবার বিশেষ কোনও আড়ম্বর প্রয়োজন হইল না,—আরেক হেমাঙ্গিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ।

কনীনিকা কহিলেন,—"দিদি, যাচ্ছ কেন?"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন,—"আমি কি চিরদিন এখানে থাকব?"

কনীয়সী অগ্রজার চরণ দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, দিদি হ্যাঁ।"

জ্যেষ্ঠা মৃদু হাস্যের সহিত কহিলেন,—"তুই আজও ছেলে মানুষ, কিছু বুঝিস্ নে।"

মাতঙ্গিনী প্রস্থানোদ্যতা হইলেন, তদ্দৃষ্টে হেমাঙ্গিনী জ্যেষ্ঠার চরণোপরি পতিতা হইয়া মৃদুস্বরে অনেক কান্নাকাটি করিলেন। কিন্তু কিছুতেই মাতঙ্গিনীর সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিল না,—তিনি প্রস্থান করিলেন।

রাজমোহন কোথায় অবস্থান করিতে মানস করিয়াছেন, মাতঙ্গিনী তাহা অবগত ছিলেন না ও অবগত হইবার জন্য কোনরূপ কৌতূহলও প্রদর্শন করেন নাই। যখন দেখিলেন, রাজমোহন তাঁহাকে রাধাগঞ্জের জনশূন্য গৃহে আনয়ন করিলেন, তখন তিনি একটু বিষণ্ণ হইলেন। রাধাগঞ্জে অবস্থান করিতে তাঁহার অভিলাষ নাই। এ স্থান হইতে দূরে—বহুদূরে অপসৃত হইবার জন্য কেমন একটা ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়মধ্যে সঞ্জাত হইয়াছে। তিনি রাজমোহনকে কহিলেন,—"আমি দেশে যাইব।"

"কেন?"

"এখানে থাকিতে আমার মন সরিতেছে না।"

"বেশ তাই হবে। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে আমরা যাত্রা করিব।"

অপরাহ্নে কনক আসিয়া মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, তুই নাকি দেশে যাবি?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন,—"সেইরূপ স্থির হয়েছে।"

কনক। কেন, আমাদের অপরাধ?

মাত। তোমাদের আবার অপরাধ কি দিদি?

কন। তবে যাচ্ছিস্ কেন?

মাত। এখানে বড় চোর ডাকাতের ভয়।

কন। আর তোর কি নেবে? সর্ব্বস্বত গেছে।

মাতঙ্গিনী ত্রস্তনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত মৃদুস্বরে কহিলেন,"চুপ্"।

সঙ্গিনী কণ্ঠ সংযত করিয়া কহিলেন, "ঘরে একবার ডাকাতি হয়ে গেলে সকল দ্বারই বলশূন্য হ'য়ে যায়। তখন যতই কেন চেষ্টা কর না, যেখানেই কেন যাওনা, দস্যুর কবল হ'তে আর নিস্তার নাই।"

কথাটা মাতঙ্গিনীর ভাল লাগিল না, তিনি নিরুত্তরে অবস্থান করিলেন। কনক তখন অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া মাতঙ্গিনীর অধরে ও নয়নে হাসি ফুটাইয়া তুলিল। বৃক্ষচ্ছায়া ক্রমে দীর্ঘতর হইতে লাগিল; ম্লায়মান রবিকর ক্রমে বৃক্ষচূড়ে উঠিল, অবশেষে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

মাতঙ্গিনী গৃহে দীপ জ্বালিতে উঠিলেন। কনক কহিল,—"তবে আমাদের জীবনে এই কি শেষ দেখা?"

মাতঙ্গিনী। আমার মন বলিতেছে আবার এখানে আমায় আসিতে হইবে।

কনক। আবার তেমনি করে জল আন্‌তে যাবি, কেমন?

মাতঙ্গিনী। মরণ আর কি! জল আনাইত কাল হল।

সন্ধ্যার কিছু পরে রাজমোহন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। পাড়ার লোকেরা জানিল, রাজমোহন সস্ত্রীক নিজের দেশে গেল। কিন্তু রাজমোহন এরূপ কার্য্য করিলেন না। তিনি প্রত্যূষে হরিগঞ্জে পঁহুছিয়া নদীতীরে এক নির্জ্জনস্থানে একটী ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইলেন। ঘরখানি খড়ের। মাতঙ্গিনীকে তথায় আনিয়া কহিলেন, "এই স্থানে এখন আমাদের কিছুদিন থাকিতে হইবে।"

মাতঙ্গিনী। কেন, দেশে যাওয়া হবে না?

রাজমোহন। আপাততঃ তথায় তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

মাতঙ্গিনী আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মাধবের ভাগ্যে তাঁহার খুল্লতাত-পত্নীর দর্শন লাভ ঘটিল না। এমন কি মাধবের প্রেরিত দাস-দাসীরাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। মথুরবাবু তাঁহাকে স্বীয়-গৃহে এমত সতর্কভাবে রক্ষা করিয়াছেন যে, বাহিরের কাক পক্ষীরাও তাঁহার দর্শন পাইত না। মাধবের দাসীরা এইরূপে বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিতে আসিতে উভয় সংসার মধ্যে একটা মনোমালিন্যের ব্যবধান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ছোট বাড়ীর দাসীরা প্রতিশোধ লইবার মানসে বড় বাড়ীর দাসীদিগকে অপমানাদি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সকল তুচ্ছ ঘটনা নানারূপে অলঙ্কৃত হইয়া মথুরের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। মথুর বুঝিয়া দেখিলেন, উভয় গৃহমধ্যে সদ্ভাব সংরক্ষিত হওয়া কঠিন। সদ্ভাব রক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজনও তিনি দেখিলেন না; কেননা উইলের মকর্দ্দমায় মাধব পরাস্ত হইলে তাঁহাকে পথের ভিখারী বা তত্তুল্য একটা কিছু হইতে হইবে। তবু তিনি নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে মাধবের গৃহে বারেক দর্শন দিলেন। দর্শনের সময়টা কৌশল সহকারে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল; মাধব যে সময় সদর জিলায় ডাকাতি মকর্দ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে ব্যাপৃত, মথুর সেই সময়টা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া মাধবের গৃহে আগমনান্তর দর্শন দিলেন; এবং মাধব গৃহে নাই শুনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। এবম্বিধ স্নেহ ও আত্মীয়তাতেও মাধবের হৃদয় বিচলিত হইল না,—তিনি মথুরের গৃহে

পদার্পণ করিলেন না। ঘটনাক্রমে পথে উভয়ের মধ্যে একদা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল; মাধব মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্যপথে গমন করিয়াছিলেন।

তদবধি প্রকাশ্যরূপে উভয়ের সংসারমধ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল। গোপন করিবার আর কোনও প্রয়োজন না থাকায় মথুরের কর্ম্মচারিবৃন্দ ও উকীল মোক্তার ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে উইলের মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। আজিও মকর্দ্দমার শুনানী আরম্ভ হয় নাই; মথুরের উকীল পুনঃ পুনঃ সময় লইতেছিলেন। সম্ভবতঃ উইলখানি হস্তগত না হইলে মথুর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছিলেন না। তিনি রাজমোহনের নিকট প্রতিদিন লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন। রাজমোহন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—উইল কোথায় আছে তাহার সন্ধান পাইয়াছি এবং সত্বর তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব,এরূপ ভরসা করি।

যে ব্যক্তি মথুরের পক্ষ হইতে প্রতিদিন রাজমোহনের নিকট যাতায়াত করিত, তাহার নাম বিশ্বনাথ। সে ব্যক্তি মথুরের প্রসাদজীবী অনুচর, নিবাস রাধাগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী কোনও এক ক্ষুদ্র গ্রামে। তাহার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে; দেহ দুর্ব্বল, আকৃতি খর্ব্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগত; মাথায় কেশের উপর বিচিত্র প্রণালী; গুম্ফ বড় একটা উঠে নাই, যাহা উঠিয়াছে তাহা লইয়াই মধ্যে মধ্যে বড় একটা টানাটানি পড়িয়া যায়। বর্ণ তাম্রবৎ; গ্রীবার অংশটা কিছু কম পড়িয়া গিয়াছে এবং বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার চিবুকটা দেহ হইতে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। নাসিকাও উক্ত পথাবলম্বী হইবে এইরূপ বাঞ্ছা জানাইয়াছে। এইসকল সুশোভন আয়ুধ পরিধৃত হইয়া বিশ্বনাথ অতি গম্ভীর ও সতর্কভাবে পথে ঘাটে বিচরণ করিতেন—তাঁহার আশঙ্কা পাছে তাঁহার কন্দর্প-লাঞ্ছিত রূপ দর্শন করিয়া কুললক্ষ্মীরা গৃহত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করেন।

এই মহা রূপবান্ ব্যক্তি আপাততঃ হারগঞ্জে অবস্থান করিয়া উইলের মকর্দ্দমা তদ্বির করিতেছেন। তদ্বিরের প্রধান অঙ্গ, উইল সংগ্রহ; তা' সে দিকে তাঁহার প্রতিভা স্ফুরণের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছিল না।

বিশ্বনাথ কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছে জনৈক ছদ্মবেশী ভদ্রব্যক্তি গুপ্তভাবে তাহাকে সর্ব্বক্ষণ অনুসরণ করিতেছে। বিশ্বনাথ যখন বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজমোহনের কুটীর অভিমুখে গমন করে, তখন এই ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিতে থাকে, আবার যখন গৃহাভিমুখ হয়, তখন ছদ্মবেশিন্ পুনরায় তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে। যে কোন সময় হউক, বিশ্বনাথ গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেই এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া তাহার পশ্চাৎ গ্রহণ করে। বিশ্বনাথ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িল এবং দিবালোকে রাজমোহনের গৃহে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিল।

রাজমোহন কিন্তু এতদ্ সম্বন্ধে বড়ই নির্ব্বিকার ছিলেন। তাঁহার কেহ পশ্চাদনুসরণ করিতেছে কিনা, তাহা তিনি কখন ফিরিয়াও দেখেন নাই। তিনি গৃহ হইতে দিবাভাগে কদাচিৎ নিষ্ক্রান্ত হইতেন। বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইলে, তবে তিনি স্বল্পকালের জন্য গৃহত্যাগ করিতেন; নতুবা গৃহ-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু গভীর নিশীথে মাতঙ্গিনী যখন নিদ্রাভিভূতা থাকিতেন, তখন তিনি কুটীর-দ্বারে তালা লাগাইয়া প্রতি রাত্রিতে কোথায় গমন করিতেন এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। তাঁহার দাসদাসী ছিল না। তিনি নিজে নদী হইতে জল বহন করিয়া আনিতেন। মাতঙ্গিনীকে গৃহ-বাহিরে কদাপি আসিতে দিতেন না।

মাতঙ্গিনীর কুটীরখানি ক্ষুদ্র—একখানি মাত্র শয়নঘর। এ ছাড়া পাকশালা ছিল। কুটীরখানি ক্ষুদ্র হইলেও মাতঙ্গিনী তথায় বাস করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাতায়ন-নিম্নে বেগবতী নদী

সদা প্রবাহিতা। মাতঙ্গিনী নদীপানে চাহিয়া থাকিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কত নৌকা, জাহাজ যাতায়াত করিত, মাতঙ্গিনী কৌতূহলী হইয়া তাহা গণনা করিতেন। নৌকা যখন কূলের নিকট দিয়া বহিয়া যাইত, মাতঙ্গিনী তখন পলকশূন্য নয়নে আরোহীদের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। যখন দেখিতেন তাহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার পরিচিত নহে, তখন একটা আরাম, একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন; কিন্তু হৃদয়ের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে একটা আঘাতও পাইতেন। নদীতে তুফান উঠিলে মাতঙ্গিনী ভীতা হইয়া পড়িতেন; নৌকাগুলি একে একে কূলে লাগাইলে তিনি কিঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিতেন। যদি দৈবাৎ কোন তরণী কূলে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করত পথ বহিয়া চলিত, তাহা হইলে মাতঙ্গিনী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া চুপিচুপি বলিতেন, "হে তরি, কূলে এস—শীঘ্র এস—ওই দেখ তোমার পিছনে ঢেউ, পাশে ঢেউ, সম্মুখে ঢেউ—তুমি কূলে এস, তরি!" যদি কোন তরণী মাতঙ্গিনীর উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া ফেনস্তূপ ভেদ করতঃ শীকর-কণা বিকীর্ণ করিতে করিতে হেলিয়া দুলিয়া ডুবিয়া উঠিয়া গমন করিত, তখন মাতঙ্গিনী নিস্পন্দবক্ষে যুক্তকরে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কহিতেন, "ভগবন্, উচ্ছৃঙ্খল বিপন্নকে রক্ষা কর।"

একদিন রাত্রিশেষে ঝড় উঠিল। ঝড়ের বেগ তত ভীষণ না হইলেও তাহার শব্দে মাতঙ্গিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। অন্ধকার-ক্রোড়ে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পবনদেব বহুবিধ কণ্ঠে গর্জ্জন করিতেছিলেন। উচ্ছ্বাসে মাতঙ্গিনী কেমন একটু ভীত হইলেন; শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। অনুভবে বুঝিলেন, রাজমোহন শয্যায় নাই। ইহা অনুভূত হইবামাত্র মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন; কম্পিত হস্তে পুনঃ পুনঃ দীপ জ্বালিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। তখন তিনি পালঙ্ক হইতে

অবতরণপূর্ব্বক দ্বারসমীপে সতর্ক চরণে অগ্রসর হইলেন। ঘরের দুইটা দ্বার ছিল; একটা বাহিরের দিকে, অপরটা পাকশালার সম্মুখস্থ উঠানের উপর। মাতঙ্গিনী ভিতরের দ্বার খুলিলেন। চতুর্দ্দিক্ অচ্ছিদ্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। মাতঙ্গিনীর মনে হইল, ভিতরের চেয়ে বাহিরের অন্ধকার গাঢ়তর। তিনি ঝটিতি দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে যে দ্বার, তদ্‌সমীপে আগমন করিলেন; এবং দ্বারপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। দ্বারের অপর পৃষ্ঠে একটু বারান্দা; রাজমোহন এইস্থানে মাদুর বিস্তার করতঃ বিশ্বনাথকে অভ্যর্থনা করিতেন। এই বারান্দার সম্মুখে একটু খোলা মাঠ, তা'র পর রাস্তা। মাতঙ্গিনী যখন দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া থাকিয়াও মনুষ্যের উপস্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি অর্গলে হস্তার্পণ করিলেন। বুঝিলেন, অর্গল মুক্ত; দ্বার টানিয়া অনুভব করিলেন, বাহির হইতে তাহা শিকলবদ্ধ। মাতঙ্গিনী ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমজ্জিতা হইলেন।

ক্ষণপরে বাহিরে শিকলের শব্দ হইল। মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, রাজমোহন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি তখন শয্যায় শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভিভূতার ন্যায় রহিলেন। রাজমোহন ধীর পদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

পরদিবস রাত্রিতে মাতঙ্গিনী সতর্ক রহিলেন। তিনি ছল করিয়া সুষুপ্তি সুস্থিরের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। মধ্য রাত্রিতে রাজমোহন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দীপ জ্বালিয়া দেখিলেন, মাতঙ্গিনী নিদ্রাভিভূতা। তখন তিনি কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন। মাতঙ্গিনীর অনুমান হইল, তালাও বন্ধ হইল।

তৃতীয় দিবস রাত্রিতেও মাতঙ্গিনী দেখিলেন, রাজমোহন পূর্ব্ববৎ

গৃহত্যাগ করিলেন। স্ত্রী আশঙ্কা করিলেন, স্বামী কোনরূপ অবৈধ কার্য্যে ব্রতী হইয়া হরিগঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্যটা কি, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না; কিন্তু সেটা যে মাধবের পক্ষে কল্যাণকর নহে, ইহা মাতঙ্গিনী স্থির করিলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ যখন বারান্দায় উপবেশন করণান্তর মৃদুকণ্ঠে রাজমোহনের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, তখন মাতঙ্গিনী দ্বারপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা এতই সতর্ক যে, দুই চারিটা অসংলগ্ন কথা ছাড়া আর কিছুই মাতঙ্গিনীর শ্রুতিগোচর হইল না। একবার শুনিলেন, বিশ্বনাথ বলিতেছে, 'উইল'; আর একবার শুনিলেন, রাজমোহন কহিতেছেন, "আজ যা' হয়।" অবশেষে মাতঙ্গিনীর কর্ণগোচর হইল, রাজমোহন কহিতেছেন, 'কাল সকালে আসিও।' মাতঙ্গিনী চিন্তিত হৃদয়ে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণপরে রাজমোহন আসিয়া কহিলেন, "আমি একবার বাজারে যাইব—কপাটটা বন্ধ করিয়া দাও।"

রাজমোহন প্রস্থান করিলেন। মাতঙ্গিনী উন্মুক্ত দ্বার সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্ধকারময় নদীপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, নদীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মৃত্যু ঘটিলে একটী সুখকরী চিন্তা, আরামদায়িনী স্মৃতি জীবনের সহিত বিলুপ্ত হইবে, ইহা মাতঙ্গিনী সহ্য করিতে পারিলেন না। মৃত্যু অপেক্ষা জীবনটা সুখময়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া মাতঙ্গিনী দ্বার বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় দ্বার পার্শ্ব হইতে কে ডাকিল, "মা!"

সম্বোধিতা চমকিতা হইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। আগন্তুক কহিল,—

"মা, আগে আমার একটু পরিচয় দিই, তা'হলে আপনি নির্ভয় হইবেন। আমার নাম গৌরহরি, নিবাস রাধাগঞ্জ হইতে এক দিবসের পথ, মথুর আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। দলীল জাল করিয়া, বিষয় সম্পত্তি লইয়াছে, ডাকাতি করিয়া স্ত্রীকে লইয়াছে, ঘর জ্বালাইয়া দিয়া আমাকে আশ্রয়শূন্য করিয়াছে। তদবধি আমি তাহার শত্রু, অলক্ষ্যে আমি তাহার পিছে পিছে ঘুরিতেছি। মাধব বাবুর বাড়ীতে ডাকাতি হয়, মথুরের চক্রান্তে। আমি সে দিন লাঠি ধরিয়া মথুরের দলকে কিঞ্চিৎ বাধা দিয়াছিলাম। আমি জানি আপনি মাধব বাবুর হিতৈষিণী, তাই আপনাকে বলিতে সাহস পাইতেছি, মাধব বাবুর খুড়ার উইলখানি সরাইবার চেষ্টা চলিতেছে—"

মাতঙ্গিনী ক্ষণকালের জন্য স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইল কোথায় আছে ?"

গৌরহরি কহিল, "মাধব বাবুর উকীল ললিতচন্দ্র নন্দীর কাছে।"

এমন সময় দূরে সম্মুখের পথে মনুষ্যপদ শব্দ শ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী অনুমান করিলেন, রাজমোহন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি ঝটিতি দ্বার বন্ধ করিয়া রন্ধনশালা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গৌরহরি অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উকীল ললিতচন্দ্রের গৃহে আজ সন্ধ্যায় একটা বড় গোছের ভোজ চলিয়াছে। তিনি সচরাচর এরূপ ভোজ দিয়া থাকেন, এটা কেহ যেন মনে না করেন। স্বার্থ না থাকিলে তিনি একটী পয়সাও ব্যয় করেন না। তাঁহার চরিত্র বিবিধরূপে কলুষিত, অথচ তিনি নিজের তহবিল হইতে একটী পয়সা লইয়াও প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় ব্যয় করিতেন না। মক্কেল বা বন্ধুবান্ধবদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক তিনি সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি পরের গৃহে নিঃসঙ্কোচে আহার করিয়া বেড়ান, কিন্তু নিজের গৃহে কখন কাহাকেও আহ্বান করেন না। লোকে বলিত, তাঁহার চক্ষু আছে, কিন্তু চক্ষুর আবরণ নাই; হৃদ্‌পিণ্ড আছে, কিন্তু হৃদয় নাই।

তবে আজ যে তিনি এই বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার একটা বিশেষ কারণ ছিল। অনেক স্থানীয় হাকিম স্থানান্তরে বদলী হইয়া যাইতেছেন; তাঁহার বিদায় উপলক্ষে আজ এই অনুষ্ঠান। ললিতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় হইবে বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ব্যয় অপেক্ষা লাভটাই বেশী; কেন না, একদিকে কয়েকটা রজতমুদ্রা, অপরদিকে জাতি ও প্রতিপত্তি।

ললিতচন্দ্র জাতিতে ছোট; ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাঁহার গৃহে অন্নজল গ্রহণ করেন না। হাকিমরা অনেকেই বিদেশে জাতি বিচার করেন না;—একটা নিমন্ত্রণ পাইলেই 'হুজুর' 'হুজুর' শব্দটা বারংবার শুনিবার অভি-

প্রায়ে ছুটিয়া আসেন। তাঁহাদের অনুজীবীরা তখন আর থাকিতে পারেন না,—জাতি-মাহাত্ম্য সহসা বিস্মৃত হইয়া মহাজনের পন্থা অনুসরণ করেন। মানব-চরিত্রের এ গূঢ় রহস্য ললিতচন্দ্রের নিকট অবিদিত ছিল না। তিনি হাকিম ও হাকিম-সমাজের অনুগ্রাহকদের মহাভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিত সুধীজন ললিতচন্দ্রের গৃহে আসিয়া পদার্পণ করিলেন এবং প্রত্যেক পলায় গ্রাসের সহিত ললিতচন্দ্রকে জাতিনামক বৃক্ষশাখায় উত্তোলন করিতে লাগিলেন।

প্রতিপত্তি লাভেও ললিতচন্দ্র নিরাশ হইলেন না। বিচারপ্রার্থীরা যখন শুনিল যে, হাকিমবৃন্দ ললিতচন্দ্রের গৃহে আহারাদি করিয়াছেন, তখন অনেকেই কাছায় টাকা বাঁধিয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে ছুটিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ললিতচন্দ্রের হিসাবে কোনরূপ ভুল হয় নাই।

তাঁহার গৃহখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইষ্টক-নির্ম্মিত ও দ্বিতল; নীচে দুইটী ছোট ঘর, উপরেও তাই। তা' ছাড়া কয়েক খানা চালা ঘর ছিল। ললিতচন্দ্র ও তাঁহার পিতৃপুরুষ পূর্ব্বে কখন ইষ্টকের গৃহে বাস করেন নাই; এক্ষণে তাহাতে বাস করিতে পাইয়া ললিতচন্দ্র গর্ব্বেতে অর্দ্ধ-মুদ্রাধিকারী ভেকবৎ স্ফীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কহিয়া থাকেন, তিনি আরও দশ বিশখানা ইটের বাড়ী নির্ম্মাণ করিবেন।

গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের জন্য নিম্নতলটা ছাড়িয়া দিতে হইল। কাগজপত্র বাক্স পেটরা নীচের একটা চালাঘরে স্থানান্তরিত করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের জন্য স্থান করা হইল। মাধবের খুড়ার উইলখানা একটা পেটরার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এই চালাঘরে নীত হইল।

ভোজের ব্যাপার সমাধা হইতে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইল। গৃহে দীপের পর দীপ—প্রভাত আগমনে নক্ষত্রতুল্য—নির্ব্বাপিত হইয়া

আসিতে লাগিল। মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত কোলাহলের পরিবর্ত্তে কদলীপত্র-লেহন-ব্যাপৃত শৃগাল কুক্কুরের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। পথে মনুষ্য চলাচল বিরল হইল। এমন সময় একটী কৃষ্ণকায় মনুষ্যমূর্ত্তি কৃষ্ণবসনে সমাচ্ছাদিত হইয়া ললিতচন্দ্রের গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষতলে দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ পরে গৃহমধ্য হইতে একব্যক্তি বাহিরে আসিল এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তির সহিত সম্মিলিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি, গৃহকর্ত্তার উড়িয়া ভৃত্য—নাম নিমাই। প্রথম ব্যক্তি আমাদের পরিচিত রাজমোহন।

উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল কর্ণে কর্ণে পরামর্শ চলিল। তৎপরে উভয়ে বৃক্ষতল ছাড়িয়া চালাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজমোহন দ্বার বন্ধ করত দীপ জ্বালিল। নিমাই প্রহরার্থে দ্বারে রহিল। স্বল্পকালমধ্যে রাজমোহন কার্য্য সমাধা করিয়া বাহিরে আসিল এবং নিমাইয়ের হাতে পাঁচটী টাকা গুণিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে বিশ্বনাথ আসিয়া রাজমোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল ?"

রাজমোহন বিজ্ঞতার সহিত উত্তর করিলেন, "হবে আবার কি ? যে কাজে আমি লাগি, সে কাজ হাসিল্ করে ছাড়ি।"

বিশ্ব। উইল তবে পেয়েছ ?

রাজ। নিশ্চয়।

বিশ্ব। কই, দেখি ;

রাজ। আগে তোমাদের টাকাটা দেখি।

বিশ্ব। টাকা আমার কাছে নেই।

রাজ। উইলও আমার কাছে নেই।

বিশ্ব। কথাটা ঠিক বুঝলে না ; আমি বল্‌ছি না উইলখানা আমায় দেও। আমি একবার দেখ্‌তে চাই, কাগজখানা ঠিক কি না।

রাজ। এ কথাটা মন্দ নয় ; কিন্তু টাকাটা কবে পাইব ?

বিশ্ব। বাবু আসিলে দিব।

রাজ। তিনি কবে আসিবেন ?

বিশ্ব। আজ কাল। মকর্দ্দমা তিনদিন বাদে উঠিবে ; হাকিম আর সময় দিবেন না কহিয়াছেন। উভয় পক্ষকেই এবার আসিতে হইবে।

রাজমোহন তখন উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মাতঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহাকে কার্য্যান্তরে পাকশালায় প্রেরণ করিয়া রাজমোহন গুপ্তস্থান হইতে উইলখানি বাহির করিলেন। তৎপরে উঠানে কিছুকাল ঘুরিয়া, হাত পায়ে কিঞ্চিৎ মাটী মাখিয়া বিশ্বনাথের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন। রাজমোহন চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে উইলখানা বাহির করিতে করিতে কহিলেন, "মাটীর নীচে পুঁতে রেখেছিলাম, কি জানি যদি কেহ চুরি ডাকাতি করে।"

এটা মিথ্যা কথা ; কিন্তু বিশ্বনাথ তাহা বুঝিল না ; সে ভাবিল, "রাজমোহন বড় হুঁসিয়ার—ছলেবলে ইহার কাছে কিছুই করিতে পারিব না।"

উইল দেখিয়া বিশ্বনাথ প্রস্থান করিল।

রাজমোহন সমস্ত দিবস গৃহের বাহির হইলেন না। উইলের

প্রহরায় অথবা পথে বাহির হইলে নিমাই উড়ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্তদিন গৃহে অবস্থান করিলেন। নিমাই তাঁহাকে চিনে না; এখন তাহাকে চেনা দেওয়াটা ঠিক হইবে না—কি জানি পুলিস যদি উইলচুরি অপরাধে নিমাইকে লইয়া টানাটানি করে। রাজমোহন স্থির করিয়াছিলেন, তিনি আর গৃহবাহির হইবেন না; টাকাটা পাইলেই মাতঙ্গিনীসহ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর মাতঙ্গিনী কহিলেন, "ঘরে তেল নুন বাড়ন্ত।"

রাজমোহন। সে কি! কাল রাতে যে আমি তেল নুন এনে দিয়েছি।

মাত। নুনের সরায় তেলের ভাঁড় পড়ে গেছে।

রাজ। এ রকম পড়ে কেন? বলি, এ রকম পড়ে কেন?

মাত। বিড়ালে হয়ত ফেলে থাক্‌বে।

রাজ। বিড়াল আস্‌তে দেও কেন? তোমার জ্বালায় কি আমি ফতুর হ'ব?

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন। তিনি হয়ত ভাবিতেছিলেন, স্বামীর সহিত প্রতারণা করিয়া ভাল করেন নাই; অথবা হয়ত চিন্তা করিতে-ছিলেন, বিড়ালের নামে বৃথা দোষারোপ করা উচিত হয় নাই। বঙ্গদেশীয় হিন্দুরমণীদিগের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মার্জ্জারের প্রতি মিথ্যা কলঙ্কারোপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। মাতঙ্গিনী সুনিশ্চিত জানিতেন, বিড়ালের দ্বারা অপচয়ের কার্য্যটা সংসাধিত হয় নাই। মাতঙ্গিনী স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক তৈলের ভাণ্ড লবণের পাত্রের উপর ঢালিয়াছেন। এক্ষণে দ্বারপার্শ্বে সরিয়া গিয়া অবনত বদনে কহিলেন, "থাক্, একবেলা না হয় নুন তেল নাই হ'ল।"

রাজমোহন কণ্ঠ বিকৃত করিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি ত বললে নাই হ'ল; এখন আমার চলে কি প্রকারে? তোমার মাথাটা খেয়ে কি রাত কাটাব?"

মাতঙ্গিনী জানিতেন তাঁহার স্বামীর কথার উত্তর না করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন। উত্তর করিলেও নিস্তার নাই। হিন্দুরমণী কোমল মৃত্তিকা, স্বামী কুম্ভকার—যেমন গড়িবে স্ত্রী তেমনই হইবে। মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, "না হয়, আজ আমার মাথাটা খাইয়াই থাকিও।"

এবম্বিধ ভোজনের আয়োজনে প্রলুব্ধ না হইয়া রাজমোহন কহিলেন, "তবে দরজাটা বন্ধ কর, আমি চট্ করে বাজার হতে ঘুরে আসি।" গাত্রবস্ত্র লইতে লইতে রাজমোহন বলিলেন, "এ হতভাগা দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি।—এ রকম করে আর থাকা যায় না।"

রাজমোহন প্রস্থান করিবামাত্র মাতঙ্গিনী দ্বার বন্ধ করিলেন; এবং ত্বরিতপদে পালঙ্কের উপর উঠিয়া চালের স্থানবিশেষে খড়ের ভিতর হাত দিলেন। এই গুপ্তস্থানে মাধবের খুড়ার উইল রক্ষিত ছিল। তিনি তাহা বাহির করিয়া লইয়া দীপালোকে কিয়দংশ পাঠ করিলেন। উইলের স্থানে স্থানে মাধবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও দেখিলেন; পরে ভাবিলেন, "এখন এখানি লইয়া কি করিব? কে মাধবের নিকট দিয়া আসিবে?"

অকস্মাৎ গৌরহরিকে স্মরণ হইল; পরক্ষণেই ভাবিলেন, "কিন্তু তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? কিন্তু এ অবস্থায় তাহাকে বিশ্বাস না করিলে চলে কই? লোকটাকে প্রতারক বলিয়া মনে হয় না।" মাতঙ্গিনী চিন্তামগ্ন হইলেন। মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল; করাঘাতের সহিত ব্যস্তকণ্ঠে কে ডাকিল, "মা"!

মাতঙ্গিনী উইলখানি বস্ত্রাভ্যন্তরে রক্ষা করিয়া দ্বারসমীপে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

বাহিরের ব্যক্তি উত্তর করিল, "আপনার পুত্র গৌরহরি।"

মাতঙ্গিনী দ্বার খুলিতে সাহস পাইলেন না—অর্গলে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গৌরহরি দ্বারের অপর পৃষ্ঠ হইতে কহিল, "মা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে—উইল চুরি গিয়াছে; মথুর এবার দেশের রাজা হ'ল।"

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন। গৌরহরি কহিল, "এখন আমি চলিলাম, মা—রাজমোহন এখনি হয়ত আসিয়া পড়িবে। সহরে হুলস্থূল—চারিদিকে পুলিস—"

মাতঙ্গিনী দেখিলেন, বৃথা লজ্জা ও সঙ্কোচ করিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না। তিনি দ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, "আপনি উইল পাইলে মাধব বাবুকে দিয়া আসিতে পারেন?"

"নিশ্চয় পারি; যদি সে জন্যে প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত।"

"উইল গ্রহণ করুন।"

"মা, তুমি উইল পেয়েছ?"

"বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না—পালান; মা কালী আপনার সহায় হউন।"

মাতঙ্গিনী গৌরহরির হস্তে উইল প্রদান করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যায় অনতিপূর্ব্বে রাজমোহন গৃহে বসিয়া গবাক্ষ পথে দেখিলেন, একখানি বড় বজরা নদীবক্ষে ধীরে ধীরে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া হরিগঞ্জের ঘাটে লাগিল। বজরা খানি নয়ন পথে পড়িবা মাত্র রাজমোহন চিনিলেন, মথুর বাবুর বজরা। তাঁহার মন অনেকটা সুস্থির হইল। তিনি জানিতেন এই বজরা খানি তাঁহার জন্য দুই সহস্র মুদ্রা বহন করিয়া আনিতেছে; আর এতগুলি টাকার রাজা মথুরমোহন টাকা গুলি দিবার জন্য হাত তুলিয়া আসিতেছেন। এই টাকা প্রাপ্তিমাত্র রাজমোহন আর কালবিলম্ব না করিয়া মাতঙ্গিনী-সহ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। রাজমোহন তদভিপ্রায়ে পূর্ব্ব হইতে একখানি নৌকা স্থির করিয়া রাখিতে সচেষ্টিত হইলেন। বিশেষ চেষ্টার কিছুই প্রয়োজন হইল না,—অনতিকাল পরেই একখানি ছোট নৌকা কূল বহিয়া যাইতেছিল। তাহাতে একজন বৃদ্ধ মাঝি ছাড়া দ্বিতীয় আরোহী ছিল না। রাজমোহন মাঝিকে ডাকিয়া শিবগঞ্জের ভাড়া স্থির করিলেন। মাঝি অদূরে নৌকা লাগাইয়া আহারাদির চেষ্টা করিতে লাগিল।

শিবগঞ্জ, কলিকাতা যাইবার পথের উপর। হরিগঞ্জ হইতে রাধা-গঞ্জে যাইতে হইলে যে নদীপথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহার মাঝামাঝি রাস্তা হইতে একটা খাল বাহির হইয়া গিয়াছে। এই খাল, শিবশা নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। শিবশার উপকূলে বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান শিবগঞ্জ। রাজমোহন মানস করিয়াছিলেন, শিবগঞ্জ হইতে দ্বিতীয় নৌকা

গ্রহণান্তর কলিকাতায় আসিবেন। কিন্তু রাজমোহনের চিরবৈরী ভাগ্য-দেবী নির্ম্মম দণ্ড-হস্তে নদী-উপকূলে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় বিশ্বনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, মথুর বাবু সদরে শুভাগমন করিয়াছেন এবং তিনি রাজমোহনকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজমোহন তদবস্থায় বিশ্বনাথের সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিশ্বনাথ কহিল, "উইল খানা সঙ্গে লইয়া যাইতে কহিয়া দিয়াছেন।"

রাজমোহন উত্তর করিলেন, "সে কাজটা সম্ভবপর নয়—কাগজ পত্র নিয়ে রাস্তা হাঁটা হাঁটি আমি কোন কালেই পছন্দ করি না।"

বিশ্বনাথ। বুঝিয়াছি তুমি আমাদের বিশ্বাস করিতেছ না। ভাবিতেছ, তোমাকে আমাদের আয়ত্বে পাইয়া টাকা না দিয়া তাড়াইয়া দিব।

রাজ। আমি কি ভাবিতেছি, না ভাবিতেছি, তাহা অনুমান করিয়া লইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি এক হাতে টাকা লইব, অপর হাতে দলীল দিব।

বিশ্ব। বেশ, কর্ত্তাকে তাহাই জানাইব।

বিশ্বনাথ প্রস্থান করিল; এবং দুই তিন দণ্ড পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজমোহনকে কহিল, "টাকা আনিয়াছি উইল দাও।"

রাজমোহন কোনরূপ উত্তর না করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক পরিক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্ধকার ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, কেহ কোথাও লুক্কায়িত আছে কি না। কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র তখনও গগনে সমুদিত হয় নাই; তবে অন্ধকার তত গাঢ় নয়। সেই অস্পষ্ট আলোকে যতদূর মনুষ্যনয়ন দর্শনে সমর্থ, ততদূর পর্য্যন্ত রাজমোহন

নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, সন্দেহজনক কোন বস্তু বা জীব নাই। তখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্বনাথকে কহিলেন, "কত টাকা আনিয়াছ?"

"দুই হাজার।"

"কই দেখি।"

বিশ্বনাথ গামছায় বাঁধা এক গোছা নোট দেখাইল। সতর্ক রাজমোহন কহিলেন, "গামছাটা খোল।" বিশ্বনাথ বাঁধন খুলিয়া নোট দেখাইল। রাজমোহন নয়ন দ্বারা পরিমাপ করিয়া দেখিলেন, দুই হাজার টাকার নোট হইতে পারে। তখন তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পালঙ্কোপরি উঠিয়া গুপ্ত স্থানে উইলের অন্বেষণ করিলেন। উইল পাওয়া গেল না। রাজমোহন ক্ষিপ্রহস্তে চালের খড় টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন; শয্যা পালঙ্ক খড়ে ভরিয়া গেল, তবু উইল পাওয়া গেল না। তখন তিনি একটু চিন্তা করিলেন; চিন্তান্তে পালঙ্ক হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নামিয়া রন্ধনশালা অভিমুখে রুদ্র মূর্ত্তিতে ধাবিত হইলেন। মাতঙ্গিনী তখন চুলায় জ্বাল ঠেলিয়া মৃন্ময় পাত্রে অন্নপাক করিতেছিলেন; সম্ভবত তিনি রাজমোহনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু যখন সেই রুদ্রমূর্ত্তি দ্বার পথে দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড নিস্পন্দ হইল। রাজমোহন ডাকিলেন, "মাতঙ্গিনি!"

এরূপ সম্ভাষণ কখন শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া মাতঙ্গিনী স্মরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আনায়াবদ্ধা হরিণীর ন্যায় ভীত, কাতরনয়নে রাজমোহনের প্রতি উত্তরস্বরূপ চাহিলেন। রাজমোহন ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উইল কোথায় মাতঙ্গিনি?"

মাতঙ্গিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না—উত্তর করিবার শক্তি তাঁহার বড় ছিল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজমোহন মৃদু

অথচ সমুদ্র গর্জ্জনবৎ কণ্ঠে কহিলেন, "মাতঙ্গিনি, তুমি মাধবকে ভালবাস।"

মাতঙ্গিনীর সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। মর্ম্মস্থানে কি যেন একটা লুকান ছিল, রাজমোহন সহসা তাহাতে হাত দিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। তাঁহার নয়নে যে ভয় ও কাতরতা ইতিপূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল। তিনি কহিলেন, "কে আত্মীয় স্বজনকে ভাল না বাসে? কিন্তু তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি যাচিয়া তোমার সঙ্গে আসিয়াছি।"

রাজমোহন। তুমিও ভুলিয়া যাইতেছ মাতঙ্গিনী, তুমি নিশীথ রাত্রে আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া মাধবের কল্যাণ কামনায় তাহার গৃহে একাকিনী গমন করিয়াছ।

মাত। দস্যুহস্ত হইতে আমার ভগিনীর মান ও প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।

রাজ। ভগিনীর নয়, ভগিনী-পতির। আর আজ তাহারই কল্যাণ কামনায় উইল চুরি করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছ। মাতঙ্গিনী, তোমাকে আমি বড় স্নেহ করিতাম। টাকা আমার বড় প্রিয়; কিন্তু সেই টাকার উপরেও তোমাকে স্থান দিয়াছিলাম। আজ মাতঙ্গিনী, দুই-ই গেল—স্নেহ, অর্থ দুই-ই গেল।

মাতঙ্গিনী চুল্লীর সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। রাজমোহন পুনরায় কহিলেন, "কিন্তু তুমি যে মাতঙ্গিনী, মাধবের উপভোগ্যা হইয়া সংসারে জীবিত থাকিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না—আজ তোমার শেষ দিন।"

মাতঙ্গিনী, রাজমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কহিলেন, "আমিও আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তবে তুমি খুন করিয়া কেন বিপদে পড়িবে, আমি নিজেই আত্মহত্যা করিতেছি।"

রাজমোহন দন্ত বিকসিত করিয়া হাসিয়া উঠিল। যে টুকু ধৈর্য্য বা আত্মসংযম ও ভাষার সংযম ছিল তাহা তিরোহিত হইল; কহিল,—"না, না, তা হ'বে না হারামজাদী। তোকে স্বহস্তে মারবার সুখ হ'তে আমি বঞ্চিত হ'তে পারি নে—আমি তোকে বড় ভালবাস্‌তাম।"

রাজমোহন দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। মাতঙ্গিনী ইতিপূর্ব্বে যে সাহসে বুক বাঁধিয়াছিলেন, তাহা মৃত্যু সম্মুখে অন্তর্হিত হইল। তিনি ভীতিচিত্তে চুল্লার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইলেন। রাজমোহন দক্ষিণ চরণ উত্তোলন করিল, মাতঙ্গিনীর দেহ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—রাজমোহনের চরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চুল্লীর উপর আঘাত করিল। চুল্লী ভাঙ্গিয়া গেল—অন্নপাত্র ভূমিসাৎ হইল এবং অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নের কিয়দংশ মাতঙ্গিনীর চরণোপরি নিক্ষিপ্ত হইল। মাতঙ্গিনী যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া উঠিলেন। রাজমোহন প্রহরার্থে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনীর করুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি প্রহারকের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহার উদ্যত হস্ত শূন্য পথে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রহিল।

এমন সময় বাহির হইতে বিশ্বনাথ ডাকিল, "রাজমোহন বাবু, শীঘ্র আইসেন।"

রাজমোহন উত্তর দিল না। বিশ্বনাথ পুনরপি কহিল, "ঝগড়া পুরে করব্যান, এহন কাগজ দ্যান, টাহা লয়েন।"

রাজমোহনের উদ্যত হস্ত নমিত হইল। সহসা তাহার মাথার ভিতর একটা কি চিন্তা প্রবেশ করিল। রাজমোহন মুহূর্ত্তমধ্যে রন্ধনশালা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিল।

বিশ্বনাথ বাহিরে যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে মৃন্ময় পাত্রে একটা দীপ জ্বলিতেছিল; তৈলাভাব প্রযুক্ত এক্ষণে তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ। সেই

মৃদু আলোকোজ্জল স্থানে বসিয়া বিশ্বনাথ একটু উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, বাহিরের গাছ পালা যেন অন্ধকার হইতে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ঘরের আলো নিবাইতে আসিতেছে। রাজমোহনকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরে আশ্বস্ত হইল, কহিল, "কতটা মাটীর নীচে কাগজখান্ পুঁইতে রাখ্ছিলেন ?"

রাজমোহন কোনও উত্তর না করিয়া সহসা বিশ্বনাথের উপর পতিত হইল এবং তাহার কণ্ঠদেশ দুই হস্তে সবলে বেষ্টন করিয়া বক্ষের উপর জানু দিয়া উঠিল। ক্ষীণ দুর্ব্বল বিশ্বনাথ জীবন রক্ষার্থে বড় বেশী চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না,—মত্ত হস্তীর প্রমত্ত আলিঙ্গনে সত্বর গতায়ু হইল।

রাজমোহন তখন বিশ্বনাথের জীবনশূন্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বস্ত্র মধ্যে নোটের তাড়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার বাহুমূল কে করদ্বারা ধারণ করিল,—নরঘ্ন দস্যুকে প্রতিরোধ করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোমল লতিকা কোন্ কালে মত্ত মাতঙ্গের গতিরোধ করিতে সমর্থ ? রাজমোহনের তখন সংজ্ঞা বিলুপ্ত, সে মৃণালের স্পর্শানুভব করিল না; নোট সহ গামছাখানি যখন তাহার হস্তগত হইল, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বে দেখিল, মাতঙ্গিনী দণ্ডায়মান; কহিল, "তুমি এখানে ?"

রাজমোহন, মাতঙ্গিনীর হস্ত মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিল। নরঘাতীর করস্পর্শে মাতঙ্গিনীর দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্থির সৌদামিনীর ন্যায় অন্ধকার মধ্যে দণ্ডায়মানা রহিলেন। সে উজ্জল আলোক রাজমোহন সহ্য করিতে পারিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিল। চক্ষুর ভিতরেও সে তীব্র আলোক ফুটিয়া উঠিল। সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে রাজমোহন সঙ্কুচিত হইয়া তাহার হস্ত ত্যাগ করিল।

উভয়ে যখন নৌকায় উঠিলেন, তখন পশ্চিম আকাশে নিবিড় মেঘ সমুদিত হইয়াছে। মাঝি কহিল, "বাবু, পচ্ছিমে ম্যাঘ হইছে।"

রাজমোহন উত্তর করিল, "আরে ম্যাঘে কি কর্‌বে? নৌকা ছেড়ে দে।"

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার অত্যল্পকাল পরে গৌরহরি, রাজমোহনের গৃহ-সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। গৃহের কুত্রাপি যে দীপ জ্বলিতেছে এমত বোধ হইল না। গৌরহরি ধীরে ধীরে অন্ধকার মধ্যে অগ্রসর হইয়া দাবার ধারে উপনীত হইল। গৃহ যেন কেমন অস্বাভাবিকরূপে নিস্তব্ধ। গৌরহরির অন্তরে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। দাবার উপর নিঃশব্দে উঠিল; সম্মুখেই দেখিল, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে শয়ান রহিয়াছে। গৌরহরি আত্মগোপন করিবার অভিপ্রায়ে দাবা হইতে বাহিরে নামিয়া আসিল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিল, শায়িত ব্যক্তি কোনরূপ অঙ্গচালনা করিল না—তাহার নিশ্বাসের শব্দও শ্রুত হইল না। গৌরহরি তখন পুনরায় দাবায় উঠিল। কক্ষদ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল দ্বার উন্মুক্ত, কক্ষ অন্ধকারময়। অনুভবে বুঝিল, তাহা মনুষ্যশূন্য। গৌর-হরি ফিরিয়া শায়িত ব্যক্তির প্রতি চাহিল—তাহার পদতলে উপবেশন করিল; সহসা তাহার মনে উদিত হইল, তাহার সম্মুখে একটা জীবন-

শূন্য দেহ পতিত রহিয়াছে। গৌরহরির প্রত্যেক রোমরন্ধ্র কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

গৌরহরি আর তথায় অপেক্ষা করিল না, ক্ষিপ্রচরণে পলায়ন করিল। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তাহার গতি মন্দীভূত হইল—অবশেষে স্থির হইল। পথমধ্যে দাঁড়াইয়া গৌরহরি কি ভাবিল; পরে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল, মৃতদেহ পূর্ব্ববৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছে। তাহাকে ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া আনিয়া উন্মুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিল, এবং তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার বদন উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল। নক্ষত্রদীপ্তালোকে গৌরহরি তাহাকে সহজেই চিনিল। চিনিবামাত্র তাহার মুখের উপর একটা পৈশাচিক আনন্দের হাসি প্রকটিত হইল। সে তথায় আর বৃথা কালাতিপাত না করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

রন্ধনশালায় একটা ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। গৌরহরি তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ রজ্জু সংগ্রহ করিল। গৃহকোণে একটা বারিপূর্ণ মৃন্ময় কলস পড়িয়াছিল, গৌরহরি তাহাও লইল। রজ্জু ও কলস নদীকূলে রাখিয়া আসিয়া বিশ্বনাথের মৃতদেহ বাহু মধ্যে গ্রহণ করিল এবং স্বল্প আয়াসে নদীকূলে বহিয়া লইয়া চলিল। কলসীর পার্শ্বে শব রক্ষা করিয়া তাহার চরণে দড়ি বাঁধিল। অবশেষ রজ্জুর একাংশ স্বীয় হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিয়া কলসী সহ জলে নামিল।

স্রোত তাড়নে তিনটা জিনিস ভাসিয়া চলিল—গৌরহরি ও তাহার বক্ষনিম্নে ভাসমান কলস এবং কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রজ্জুবদ্ধ মৃতদেহ। কূলে নৌকার ভিড়; গৌরহরি কূল ছাড়িয়া গভীর জলের উপর দিয়া চলিল। অন্ধকার পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল; আকাশের পশ্চিম প্রান্তে যে নিবিড় মেঘ পূর্ব্ব হইতে সঞ্চারিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহা বিপুলাকার

ধারণ করতঃ সমুদয় পশ্চিমাকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। অনেক তারকা-সুন্দরী ভয়ে ভীতা হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা অত্যধিক সাহসিনী, তাঁহারাই শুধু অনাবৃত বদনে স্বচ্ছ স্থির নীলাকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। গৌরহরি সেই ক্ষীণালোকে আপন গন্তব্য পথ দেখিয়া লইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক মৃতদেহ টানিয়া লইয়া চলিল।

মথুর বাবুর বজরা বাঁধাঘাটের সন্নিকটে অপেক্ষা করিতেছিল। বজরার পশ্চাদ্ভাগ গভীর জলে, সম্মুখভাগ ঘাটের সিঁড়ি হইতে কিছু দূরে। বজরার একটা কামরায় আলো জ্বালিতেছিল। গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকায় দূর হইতে আলোটা দেখা যাইতেছিল। গৌরহরি এই বজরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। যখন তন্নিকটবর্ত্তী হইল, তখন একবার তীক্ষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিল। নিকটে অন্য কোন নৌকা দৃষ্ট হইল না; বজরার ছাদে মাঝিমাল্লাও দেখা গেল না—সম্ভবত তাহারা আহারান্তে নিদ্রাদেবীর সাধনায় ব্যস্ত ছিল। গবাক্ষপথে আলোকমণ্ডলীর মধ্যে মথুরকে দেখা গেল। গৌরহরি নিঃশব্দে সন্তরণ পূর্ব্বক বজরার পশ্চাদ্দেশে উপনীত হইল। গৌর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভাশায় নৌকার হাল ধরিল। পরে মৃতের অঙ্গ হইতে বসন উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহার একাংশ কলস-মুখে, অপরাংশ শবের কণ্ঠে বাঁধিল। গৌর-হরির হস্তমধ্যে রজ্জুর একপ্রান্ত নিহিত ছিল, সেই প্রান্ত এক্ষণে হালের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। এ জন্য গৌরহরিকে কিছু সময়ের জন্য জলনিম্নে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

কার্য্য সমাধা করিয়া গৌরহরি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল; এবং কিয়দ্দূর স্রোতানুকূলে গিয়া অবশেষে তীরে উঠিল। যে স্থানে উঠিল, সে স্থান হইতে তাহার বাসা বড় বেশী দূর নয়। গৌরহরি বাসায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল এবং মেঘে সমস্ত আকাশ

ভরিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে কোন রকমে পথ অতি-বাহিত করিয়া গৃহে পঁহুছিল। দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ জ্বালিল এবং সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিল।

পত্র লেখা শেষ হইলে গৌরহরি দেখিল, আকাশ ভাঙ্গিয়া বারিপাত হইতেছে। গৃহ মধ্যেও মুক্ত বাতায়ন পথে বৃষ্টি আসিতেছে; কিন্তু গৌর-হরি লিপিলিখনে এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, এ সকল বৃত্তান্ত অনবগত ছিল। একবার দ্বার খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল; বিদ্যুদ্দাম ব্যতীত আর কিছুই তাহার নয়নগোচর হইল না। গৌরহরি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং শুষ্ক বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সিক্ত বস্ত্র পুনঃগ্রহণ করিল। তৎপরে দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পত্রখানি মুঠার ভিতর লইয়া গৃহ ত্যাগ করিল।

পথে যাইতে যাইতে গৌরহরি কতবার পড়িল, উঠিল; কতবার বিপথে গিয়া পথ হারাইল; তথাপি সে নিরস্ত হইল না। তিন চারি দণ্ড পরে সে তাহার গন্তব্য স্থান কোতওয়ালীতে উপনীত হইল। তথায় কক্ষমধ্যে একজন সিপাহী গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকিয়া পাহারা দিতেছিল। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত, গৃহ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। দ্বিতীয় মনুষ্যমূর্ত্তি গৌরহরির নয়নগোচর হইল না। প্রহরীকে উঠাইয়া পত্র-খানা দিবে কিনা গৌরহরি একটু চিন্তা করিল। তাহার আশঙ্কা হইল, নিদ্রাভঙ্গের অপরাধে প্রহরী তাহাকে নির্য্যাতনও করিতে পারে। তখন সে অন্য উপায় না দেখিয়া প্রহরীর পাগড়ীর একপ্রান্তে পত্রখানা গুঁজিয়া দিল।

শেষ রাত্রিতে পাহারা বদ্‌লীর সময় সিপাহী দেখিল, তাহার পাগ্‌ড়ীতে একখানি পত্র রহিয়াছে। সে "কেয়া হুয়া" "কেয়া হুয়া"-রবে পত্রখানিকে অভ্যর্থনা করিল; এবং নিশি প্রভাতে কোতওয়ালের হস্তে প্রদান করিল। কোতওয়াল পত্র পাঠ করিলেন;—

"বাঁধাঘাটে একখানি বজরা বাঁধা আছেক। সেখানি রাধাগঞ্জের জমীদার মথুর বাবুর হইবার লাগে। তিনি অন্ত রোজ ইহনে আগমন করছেন। ফাঁড়ির ঘড়িতে যহন পাহারা বদলীর ঘণ্টা বাজবার লাগে; তহন মথুর বাবু তাঁহার গোমস্তা বিশ্বনাথকে গর্দ্দান টিপি মারিছেক। লাস মজকুর সরাইতে এহনও সম্মত হয়েন নাই—হাইলে বাঁধা থাকিতে পারেক। হুজুরের তদন্তে সকলি মালুম হইবেক।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজমোহনের নৌকার মাঝি যখন দেখিল, পশ্চিমাকাশে বিপুল মেঘাড়ম্বর হইতেছে, তখন সে কহিল, "কর্ত্তা বড্ডি ম্যাঘ হইছে।"

তাহার কথার কেহই উত্তর দিল না। আরোহীদ্বয় নিজ নিজ হৃদয়-বাঁথক চিন্তাভারে পীড়িত হইয়া স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ক্ষণ-কাল এইভাবে অতীত হইবার পর সহসা মাতঙ্গিনী আচ্ছাদকের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন।

রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাও?"

মাতঙ্গিনী উত্তর প্রদান না করিয়া বাহিরে বসিলেন।

রাজমোহন পুনরপি কহিল, "বাহিরে কেন?—ভিতরে এস।"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "না।"

রাজমোহন বাহিরে উঠিয়া আসিল। সে সন্দেহ করিল, মাতঙ্গিনী আত্মহত্যা মানসে বাহিরে আসিয়াছেন। রাজমোহন তাঁহার পার্শ্বে

উপবেশন করিল। মাতঙ্গিনী নদী পানে মুখ ফিরাইয়া ধারের দিকে সরিয়া বসিলেন।

মাতঙ্গিনী প্রতিমুহূর্ত্তে জীবন দুর্ব্বহ অনুভব করিতেছিলেন। অনুক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে জাগিতেছিল, নরঘ্ন তাঁহার হৃদ্‌বিহারী—তিনি নরঘ্নের পাণিগৃহিতী। এই মর্ম্মব্যথক চিন্তা তাঁহাকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল।

রাজমোহন ডাকিল, "মাতঙ্গিনী!"

মাতঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন; ধারের দিকে যতটা সরিয়া যাওয়া যায় ততটা সরিলেন। মাঝি হাঁকিয়া উঠিল, "না এক ক্যাৎ হইছে কর্ত্তা!"

রাজমোহন অপর পার্শ্বে সরিয়া বসিল, কিন্তু মাতঙ্গিনীর বস্ত্রাঞ্চল হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিল। মাতঙ্গিনী তাহা পছন্দ না করিয়া অঞ্চল আকর্ষণ করিলেন।

রাজমোহন কহিল, "তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না—"

মাতঙ্গিনী অঞ্চল পুনঃ আকর্ষণ করিলেন। রাজমোহন কহিল, "আর আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই মাতঙ্গিনী—আমি শপথ করিতেছি, জীবনে তোমার প্রতি আর কখন অত্যাচার করিব না।"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, "তোমাতে আমাতে একত্রে অবস্থান আর সম্ভবপর নহে।"

রাজমোহন ঈষৎ রুষ্ট হইল। ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "মাতঙ্গিনী, আমি চুরি করি, ডাকাতি করি, সে তোমার জন্য; আমি খুন করি, অধর্ম্মাচরণ করি, সেও তোমার জন্য। মাতঙ্গিনী—"

মাতঙ্গিনী উত্তর না দিয়া বস্ত্রাঞ্চল সবলে আকর্ষণ করিল। রাজমোহন, মাতঙ্গিনীর স্কন্ধোপরি হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক কহিল, "তোমাকে আমি কিছুতেই মরিতে দিব না মাতঙ্গিনী—"

রাজমোহনের করস্পর্শে মাতঙ্গিনীর সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

তাঁহার মনে হইল, যেন নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহার অঙ্গ দাহ করিল। তিনি সঙ্কুচিত হইয়া হস্তস্পর্শ হইতে বিমুক্ত হইবার প্রয়াস পাইলেন। রাজমোহন কহিল, "শুন মাতঙ্গিনী, আমার টাকা কড়ি যা' কিছু, সকলি তোমার জন্য, তোমাকে সুখে রাখিবার অভিপ্রায়ে—তোমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে—"

মাতঙ্গিনী। তোমার অভিপ্রায় উদ্দেশ্যে বজ্রাঘাত হউক—আমি মরিব।

রাজমোহন। কেন মরিবে মাতঙ্গিনী? ভগবানের কাছে কাঁদিলে ক্ষমা পাওয়া যায়, তোমার কাছে কি অপরাধের ক্ষমা নাই?

মাতঙ্গিনী। তুমি স্বামী, কিন্তু তোমাকে আমি কখন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারিব না; অতএব আমি মরিব।

এমন সময় সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। একটা যেন কৃষ্ণকায়া বিকটাকারা দানবী অগ্নিময় নয়নে অনলোৎপাত করিতে করিতে ভীষণ গর্জ্জন সহকারে পশ্চিম আকাশপ্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিপুল কেশ দ্বারা সমস্ত গগন সমাচ্ছন্ন করিল। রাজমোহন চমকিয়া উঠিল; তীব্র স্বরে কহিল, "মাঝি, কূলে লাগাও।"

"কূল ঠাওর হচ্ছি নে কর্ত্তা, বড্ডি আঁধার।"

বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার চির অনুগামী তরঙ্গ গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র তরণী, বায়ু-স্পর্শে ক্ষণপূর্ব্বে মাতঙ্গিনী যেরূপ রাজমোহনের করস্পর্শে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল। রাজমোহন উৎকণ্ঠা-তীব্র স্বরে পুনরায় কহিল, "মাঝি, কূলে লাগাও।"

মাঝি কহিল, "তহনিত কইছিলেম কর্ত্তা, ঝড় উঠ্‌ছে; তা' তুমি ত শুন্‌লা না, এহন কূলে লাগাতে কইছ—এহন কূলে কেম্‌নি লাগাই কও।"

সহসা আকাশ পৃথিবী আলোকিত করিয়া বিজলী চমকিয়া উঠিল। তদালোকে রাজমোহন দেখিল, কূল বড় বেশী দূর নয়—আর সেই কূলের নিকটে একখানা বড় বজরা স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছে। মাতঙ্গিনীও তাহা দেখিলেন। বজরাখানি দেখিবামাত্র তিনি তাহা মাধবের বজরা বলিয়া চিনিলেন। যে বিদ্যুৎ আকাশে খেলিতেছিল, সেইরূপ একটা বিদ্যুৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোমধ্যে চমকিয়া গেল। যে নিবিড় মেঘ ইতিপূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত হইয়া তাঁহার গন্তব্যপথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার দূরীভূত হইল,—তিনি তাঁহার পথ দেখিতে পাইলেন, ভাবিলেন, "ছি ছি! আমি করছিলাম কি! আত্মহত্যা! মাধব যে আত্মঘাতীকে ঘৃণা করে—দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি মাত্রেই যে তাহার ঘৃণার ও দয়ার পাত্র।" কিন্তু তিনি চিন্তা করিবার বড় বেশী অবসর পাইলেন না—ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল—পবনদেবও প্রতিযোগিতা মানসে হুহুঙ্কার রবে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাবধান কর্ত্তা, না বুঝি আর থাহে না।" রাজমোহন, মাতঙ্গিনীর অঞ্চল ছাড়িয়া নৌকা আবরকের মধ্যে প্রবেশ করিল; তথায় নোটের তাড়া একখানা গামছায় বাঁধা ছিল। রাজমোহন তাহা গ্রহণ-মানসে হস্ত প্রসারণ করিল; এমন সময় ক্ষুদ্র-তরণী দুলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণে ডুবিয়া গেল।

ক্ষণকালপরে রাজমোহন কূলের সমীপবর্ত্তী হইয়া বজরা ধরিল এবং চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাতঙ্গিনী এসেছ?"

বজরার আরোহীরা চমকিয়া উঠিল। গবাক্ষ নিচয় রুদ্ধ ছিল, তথাপি রাজমোহনের চীৎকার আরোহীদের কর্ণগোচর হইল। একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল; কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল, নৌকারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

রাজমোহন বক্তাকে চিনিল; কহিল, "মাধববাবু, মাতঙ্গিনী এসেছে?"

মাধব কহিলেন, "মাতঙ্গিনী? তিনি কোথায়?"

রাজমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বজরা ছাড়িয়া দিল এবং গভীর জলের দিকে সন্তরণপূর্ব্বক অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "মাতঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, কোথা তুমি?"

মাধব মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া চিন্তা করিলেন। পরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "নিকটে একটী স্ত্রীলোক ডুবেছে—যে তাহাকে রক্ষা কর্‌তে পারবে তাহাকে আমি একশ' টাকা দেব।"

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে তিনি গবাক্ষ পথ দিয়া নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সনাতনও লম্ফত্যাগ করিল; তদ্‌পশ্চাতে কয়েকজন মাঝি-মাল্লাও নদীতে পড়িল।

অন্ধকার নদী—পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ—অতিকোপন বায়ুর হুঙ্কার; মাধব আত্মজীবনের কোনরূপ চিন্তা না করিয়া নদী-বক্ষে পড়িলেন। কিন্তু কোথায় মাতঙ্গিনী? নিজের জীবন বিপন্ন করিলেই কি মাতঙ্গিনীকে পাওয়া যাইবে? অন্ধকারমধ্যে ফেণমালা পরিবৃত হইয়া মাধব চিন্তা করিলেন, "এ অনন্ত অন্ধকারমধ্যে কোথায় মাতঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইব? কিন্তু সে রূপ-জ্যোতিঃ অন্ধকারত লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না—ফুটিয়া উঠিবে—মেঘমধ্যে বিজলীর ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে।" মাধবের মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন তাঁহার মনে হইল যে, সে বদন নিবিড় কেশদাম কর্ত্তৃক সমাচ্ছাদিত হইলে আরত সে বর্ণজ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে না, তখনই তাঁহার উৎসাহ নিবিয়া গেল। সহসা তাঁহার পদতল মনুষ্যদেহ স্পৃষ্ট হইল। মাধব চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মাতঙ্গিনী?"

"না, আমি সনাতন।"

"তুমি এসেছ সনাতন? বেশ, কিন্তু আমার কাছে কেন?—অন্যস্থানে মাতঙ্গিনীকে খোঁজ।"

সনাতন একটু পশ্চাতে গেল, কিন্তু নিকটেই রহিল। এতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, এইবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, বিদ্যুৎ-স্ফুরণে এতক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল, এইবার তাহাও অসম্ভব হইল। মাধবের উৎসাহ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইল। তিনি ভাবিলেন, "মাতঙ্গিনী হয়ত এতক্ষণ জীবিত নাই। যদিও তিনি সন্তরণে সুদক্ষ, এমন কি আমার বাড়ীর সকল স্ত্রীলোকই তাঁহার নিকট প্রতিযোগিতায় পরাস্ত, তথাপি তিনি যে এই উত্তাল-তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া কূলে পঁহুছিতে সমর্থ হইবেন, ইহা সম্ভবপর নয়।"

মাধব ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—তাঁহার হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল। এমন সময় তাঁহার পদতল পুনরায় মনুষ্যদেহ স্পৃষ্ট হইল। তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কে মাতঙ্গিনী?"

"না, আমি সনাতন।"

"এখনও তুমি আমার সঙ্গে! যাও, মাতঙ্গিনীর অনুসন্ধান কর গে।"

"আপনি আমার পৃষ্ঠে ভর দিন।"

"না, না, সনাতন, আমি বেশ সবল আছি—তুমি যাও—মাতঙ্গিনীর অনুসন্ধানে যাও। আমরা জীবিত থাকিতে একটা স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরিবে!"

সনাতন আজ্ঞা পালন করিল না—সঙ্গেই রহিল। মাধব বিরক্ত হইলেন। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশের অবসর পাইলেন না—এক বিপুলদেহ তরঙ্গ আসিয়া মাধবকে জড়াইয়া ধরিয়া দূরে লইয়া গিয়া ফেলিল। যতক্ষণ বল ছিল, ততক্ষণ তিনি তরঙ্গশিরে ভাসিতেছিলেন। বলশূন্য হইয়া

এক্ষণে তিনি তরঙ্গ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ আহত হইতে লাগিলেন; অবশেষে নদী-সৈকতে প্রক্ষিপ্ত হইলেন।

মাধব বলশূন্য দেহ লইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তপদ শৈত্য ও দুর্ব্বলতায় কম্পিত হইতেছিল, তথাপি তিনি মাতঙ্গিনীর অন্বেষণার্থে পুনরায় নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সৌদামিনী ধরণীবক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তদালোকে মাধব দেখিলেন, সন্নিকটে পুলিনোপরি এক মনুষ্যমূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে। তিনি ক্ষিপ্রচরণে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বদন অবনত করিয়া দেখিলেন, ছিন্ন বিদ্যুল্লতার ন্যায় মাতঙ্গিনীর দেহ বালুকাভূমে শায়িত রহিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "সনাতন, সনাতন, মাতঙ্গিনীকে পেয়েছি।"

সনাতন নিকটেই ছিল—ছুটিয়া আসিল। তখন উভয়ে মাতঙ্গিনীর চৈতন্যশূন্য দেহ উঠাইয়া লইয়া বজরা অভিমুখে চলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বনাথের প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া নিশাশেষে মথুরমোহন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রভাতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন, পুলীশের সিপাহীরা তাঁহার বজরা বেষ্টন করিয়াছে। কোতওয়াল সাহেব কয়েকজন সিপাহীসহ দুইখানা ডিঙ্গিতে আরোহণপূর্ব্বক বজরার পশ্চাতে অবস্থান করিতেছিলেন। ধীবর ডাকিতে লোক ছুটিয়াছিল, কোতওয়াল তাঁহারই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। এই কোতওয়াল কিছুকালপূর্ব্বে রাধাগঞ্জের দারোগা

ছিলেন; এক্ষণে সদরে কোতওয়ালরূপে আসিয়াছেন। মথুরমোহন তাঁহার সুপরিচিত। এই সুপরিচিত অত্যাচারী জমীদারকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার বাসনা কোতওয়াল সাহেব বহুকাল হইতে হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এতাবৎ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।

বজরার ছাদে উঠিয়া মথুর, কোতওয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি, দারোগাবাবু! আমার বজরা ঘিরেছেন কেন?"

মৃদুমধুর হাসিয়া কোতওয়াল উত্তর করিলেন, "বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, বড়-বাবু! এখন উপায়?"

অবিলম্বে কয়েকজন ধীবর আসিয়া পঁহুছিল। কোতওয়াল সাহেবের উপদেশানুসারে তাহারা বজরার তলদেশে শবের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। হালে রজ্জুর ছিন্নাংশ পাওয়া গেল, কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া গেল না। কোতওয়ালের বদন বিশুষ্ক হইল। ধীবরেরা জলতলে ডুবিয়া নদীগর্ভ অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথায় শব? তখন আরও কয়েকজন ধীবর আহূত হইল। তাহারা জালক্ষেপ করত অনেকটা দূর ব্যাপিয়া নদীতল অন্বেষণ করিল। স্বল্পকাল মধ্যে কোতওয়াল সাহেব ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্ত হইলেন; তখন উল্লাসে, গর্ব্বে স্ফীত হইয়া বজরার উপর জাঁকিয়া বসিলেন।

মৃতদেহ দেখিবামাত্র মথুর চমকিয়া উঠিলেন; সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে একে মার্‌লে, দারোগাবাবু?"

দারোগা উত্তর করিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, মড়াটাকে জিজ্ঞাসা করি।"

ব্যাপারটা কি মথুর বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মথুরের বদন বিষণ্ণ হইল—তাঁহার সকল আশা ভঙ্গ হইল। তিনি কখন ভাবিলেন, মাধবের লোক হয়ত বিশ্বনাথকে মারিয়া উইল কাড়িয়া লইয়াছে;

আবার কখন মনে উদয় হইল, মাধবের আত্মীয় রাজমোহন হয়ত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বিশ্বনাথকে হত্যা করিয়াছে। তিনি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কোতওয়ালের তদন্ত শেষ হইতে দুইপ্রহর বেলা অতীত হইল। তখন তিনি লাস থানায় চালান দিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু ল্যাস বহিবে কে ? ডোম সংগ্রহার্থে সিপাহী ছুটিল। মথুরকেও চালান দিবার হুকুম হইল। মথুর কহিল, "সে কি, আমাকে কেন ?"

কোতওয়াল সাহেব ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন, "রাজদ্বারে আপনার নিমন্ত্রণ—আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

মথুর বিস্মিত হইল। তাহার মন, উইল সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া এতই বিচঞ্চল ছিল যে, কোতওয়ালের তদন্তের প্রতি মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। তদন্ত শেষ হইয়া গেলেও সে বুঝিল না যে, তাহাকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইতেছে এবং কৌশল ও ধমকাদির দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

ঘাটে ও তটে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। ভদ্রাভদ্র অনেকেই ছিলেন,—তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন। মথুরের উকীল মোক্তার আসিয়াছিলেন বাবুর নিকট হইতে অর্থ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, কোতওয়াল সাহেব সেই জনসঙ্ঘের সম্মুখে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মথুরের করযুগলে লৌহবলয় পরাইলেন, তখন তাঁহারা বেগভরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আমাদের পরিচিত হরিদাস বাবু দেশমাহাত্ম্য বিস্মৃত না হইয়া উপরি-উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন ; কিন্তু তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, এ ঘটনা হইতে দুই পয়সা উপার্জ্জিত হওয়া অসম্ভব

নহে। তিনি যখন দেখিলেন, মথুর সিপাহী পরিবেষ্টিত হইয়া নগ্নপদে চলিয়াছেন, তখন তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। কোতওয়াল সাহেব কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইয়া পাদুকার প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে সগর্ব্বে চলিয়াছেন; এবং পথপার্শ্ববর্ত্তী গৃহবাসিনীরা তাঁহাকে দেখিতেছে কি না, ইহাও তিনি অপাঙ্গে দেখিয়া লইতেছেন। হরিদাস বাবুর পশ্চাতে এক দল বালক বালিকা চলিয়াছিল; তাহাদের অধিকাংশই দিগম্বর বা তত্তুল্য কিছু। তাহারা কোতওয়াল সাহেব বা বন্দী মথুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল না—তাহাদের দ্রষ্টব্য পদার্থ সিপাহীর লাল পাগ্‌ড়ী। কেহ কেহ বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আম্র ভোজনে কায় মন অর্পণ করিয়াছিল; আবার কেহ বা লম্ফনাদিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; কেহ কেহ যে কলহ করিতেছিল না এমত কথা বলা যায় না। হরিদাস বাবু এই সকল সুজন বালকবৃন্দের সাহচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইলেন এবং বন্দীর সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন মথুর বাবু, আমি আপনাকে খালাস করিব। আপাততঃ জামিনের দরখাস্ত করিতেছি।" পরে অন্তরীক্ষের দিকে নেত্র-পাত করিয়া কহিলেন, "ওরে, পঞ্চাশ টাকার একখানা ষ্ট্যাম্প্‌ কাগজ নিয়ে আয়।"

মথুর অপ্যায়িত হইলেন। বিপন্ন হওয়া অবধি তাঁহাকে কেহ একটা সহানুভূতির কথা বলে নাই—তদ্দেশবাসীর স্বভাব চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া তিনি তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রত্যাশাও করেন নাই। এক্ষণে হরিদাস-প্রমুখাৎ আশা-ভরসার কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কহিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন, হরিদাস বাবু, আপনাকে একশ' বিঘা ভুঁই নিষ্কর দেব।"

হরি। এ আবার বেশী কথা কি! আপনি হলেন রাজতুল্য ব্যক্তি।

মথুর। আমার কেউ নাই হরিদাস বাবু! এক ছিল মাধব—

হরি। ভয় কি, আমি আছি।

মথুর। যা' কিছু প্রয়োজন আপনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করুন—বজরায় অনেক টাকা আছে—চাবি লউন—কোমর হ'তে খুলে লউন—

হরি। না, না, থাক্।

হরিদাস বাবু বড় মুস্কিলে পড়িলেন ; কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে তিনি আর বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। মথুর বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে চাবি দিতে না চাহিলে তিনি মথুরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু যখন সে তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তখন তিনি আর কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে পারেন না। হরিদাস বাবু মহাদুঃখিত হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, "না, না, থাক্।"

দলবল লইয়া কোতওয়াল সাহেব সত্বর থানায় উপস্থিত হইলেন। তখন হরিদাস বাবু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হাতকড়ি খুলিয়া লইতে হুকুম হউক, কোতওয়াল সাহেব!"

কোতওয়াল স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সম্মুখে হাজত ঘর ও জেলখানা ; পার্শ্বে তক্তাপোষের উপর ঢালা বিছানা, তদুপরি মুন্সি ও ছোট বাবু একটী একটী বাক্স কোলে করিয়া উপবিষ্ট। দুই একজন উকীল মোক্তার ছাড়া থানা ঘরে অপর কেহ প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। কোতওয়াল তামাক দিতে আদেশ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে হরিদাস বাবুর কথার উত্তর করিলেন, "দিতেছি হরিদাস বাবু, আগে লক্ষ্মীকে ঘরে তুলি।"

আসামীর হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া তাহাকে হাজত ঘরে আবদ্ধ করা হইল। হাজতে আর একজন আসামী ছিল,—সে আমাদের পরিচিত নিমাই উড়ে। প্রহারের প্রতাপে নিমাই উইল-চুরি স্বীকার করিয়াছে।

কিন্তু এ কার্য্যে তাহার উৎসাহদাতা কে, তাহা সে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজমোহনের পরিচয় নিমাই অবগত ছিল না। তাহার টাকা খাইয়াছে ও অন্ধকার রাত্রিতে তাহাকে দুই চারি বার দেখিয়াছে, এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে নিমাই সমর্থ হইয়াছে। উকীল ললিত বাবু তথাপি নিরস্ত হয়েন নাই,—কখন ভয়, কখন বা প্রলোভন দেখাইয়া নিমাইয়ের মস্তক মধ্যে একটা ঝড় তুলিয়াছিলেন। এখনও হাজত ঘরের দ্বার-সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিমাইকে নানা মতে বুঝাইতেছিলেন। নিমাই অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইয়া বসনাংশে বদন আবৃত করত এক্ষণে ক্রন্দনই সার করিয়াছিল।

নিমাই যখন বুঝিল, মথুর বাবু তাহার সঙ্গী হইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তখন সে একটু তৃপ্তিলাভ করিল। বসনান্তরাল হইতে বদন মুক্ত করিয়া নয়নাশ্রু মোক্ষণ করিল; এবং বিশেষ কৌতূহলের সহিত মথুর বাবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মথুর কোমরের ঘুন্‌সি হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া হরিদাস বাবুকে দিল; কহিল, "আপনি মুক্তহস্তে ব্যয় করুন হরিদাস বাবু, কিন্তু আমাকে রক্ষা করুন।"

হরিদাস চাবি লইলেন, কিন্তু নড়িলেন না; কহিলেন, "আপনার উকীলের হাতে চাবি দিন্; আমি কখন আপনার কাজ করিনি—আমায় বিশ্বাস করবেন না।"

মথুর। আপনি অনেক দিন হ'তে আমাদের বংশের কাজ করে আস্‌চেন—আপনি আপাততঃ চাবি রাখুন, পরে আমার নায়েবকে দেবেন।

হরিদাস। না, না, আমি চাবি নিতে পারব না।

হরিদাস বাবু চাবি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন; এমন সময়

তথায় রাজমোহন ত্রস্তভাবে আসিয়া হরিদাস বাবুর পিরাণ ধরিয়া টানিল। তাহার পরিধানে একখানি ধুতি মাত্র। নগ্নপদ, নগ্নদেহ, বিশৃঙ্খল কেশ, কর্দ্দমবিলেপিত অঙ্গ—তাহাকে দেখিলেই যেন উন্মাদ ব'লয়া ভ্রম হয়।

রাজমোহন কিরূপে এ সময় কোতওয়ালীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার একটু পরিচয় প্রয়োজন। আমরা শেষ তাহাকে দেখিয়াছি, সে মাতঙ্গিনীকে নদী-বক্ষে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। জলে স্থলে যখন তাহাকে পাইল না, তখন সে আত্মজীবন রক্ষার্থে চেষ্টান্বিত হইল; সবিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও নদীকূল তাহার ন্যায় সন্তরণ-পটু ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য। একস্থানে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া রাজমোহন আপন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। কোমরে হাত দিয়া দেখিল, গামছায় বাঁধা নোটের তাড়া কাপড়ের নীচে ঠিক আছে। স্বল্পকাল পরে ঝড় বৃষ্টি থামিল—আকাশ মেঘমুক্ত হইল—কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ আকাশের গায় চুপি চুপি উঠিল। রাজমোহন তীক্ষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নদীর অপর পারে যেখানে মাধবের বজরা-খানি বাঁধা ছিল, সেখানে বজরা আর নাই, দেখিল। রাজমোহন উঠিয়া একটু অগ্রসর হইল, কিন্তু বজরা কোথাও দৃষ্ট হইল না। তদ্পরিবর্ত্তে একখানি নৌকা দেখিল। রাজমোহন যে পারে ছিল, সেই পারেই এই নৌকাখানি বাঁধা ছিল। কূল বহিয়া নৌকার কাছে গেল; দেখিল, সেখানি তাহারই নৌকা—মাঝি তন্মধ্যে নির্ব্বিকার চিত্তে শয়ান রহিয়াছে।

অরুণোদয় হইতে না হইতে রাজমোহন সেই নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক হরিগঞ্জ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নদগর্ভ ও নদীকূল তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে রাজমোহন চলিল। মাতঙ্গিনীর দেহ কুত্রাপি

দৃষ্ট হইল না; কিন্তু মাধবের বজরার সহিত পথমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। বজরা তখন স্থির নাই—বেগের সহিত বহিয়া চলিয়াছে। রাজমোহন ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল, মাতঙ্গিনীকে জীবিতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে—ছোটবাবু তাঁহাকে একখানা পান্‌সিতে উঠাইয়া লইয়া হরিগঞ্জ অভিমুখে পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছেন—সনাতনও সঙ্গে গিয়াছে।

এতদ্‌শ্রবণে রাজমোহন যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিল, এরূপ বলিতে পারি না। তাহার ভ্রূদ্বয় আপন হইতেই কুঞ্চিত হইয়া আসিল। রাগটা আপাততঃ মাঝির উপর গিয়াই পড়িল; সে কেন নৌকা ডুবিতে দিল? রসনেন্দ্রিয়ে বজ্রনিনাদ করিতে করিতে রাজমোহন পথ অতিবাহিত করিয়া চলিল।

হরিগঞ্জে পঁহুছিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইল, কিন্তু মাধবের সন্ধান কুত্রাপি পাইল না। তখন রাজমোহন ভাবিল, হরিদাস বাবু, মাধবের সংবাদ অবগত থাকিতে পারেন। তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে রাজমোহন অবশেষে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিদাস বাবুকে দেখিতে পাইয়া রাজমোহন সোৎসাহে কহিল, "এঁই যে হরিদাস বাবু! আপনাকে সকল স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। মাধব বাবু কোথায়?"

হরিদাস। মাধব বাবু? তা' ত জানি না।

রাজমোহন। তিনি বজরা ছাড়িয়া পান্‌সিতে আসিয়াছেন; সঙ্গে—

এমন সময় নিমাই উড়ে কহিয়া উঠিল, "অবধান্ হজুর; এই মনুষ্য কাগজ লইছে—মুকে ছাড়ি দাও।"

কথা কয়টা কোতওয়াল সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। নিমাইয়ের বাক্য

অবধানান্তে কোতওয়াল মাথা তুলিয়া রাজমোহনের পানে চাহিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি ঝটিতি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; এবং রাজমোহনের সমীপবর্ত্তী হইয়া সহাস্যে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আরে, এ যে আমার পুরাতন বন্ধু—এস এস বঁধু এস, তোমার বিরহে আমরা জর জর—ওরে বঁধুকে আদর আপ্যায়ন কর্—"

একজন জমাদার হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজমোহনের করযুগে লৌহবলয় পরাইল।

হরিদাস বাবু কাসকুসুমশুভ্র মস্তকে হস্ত বিমর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "ভায়া আমার সকল শুভ কর্ম্মেই আছেন। কিন্তু বাবা, তোমার মত নিমখ্‌হারাম আমার এতটা বয়সেও দেখি নাই। এবার যদি মাধব বাবু তোমার মত নচ্ছারকে রক্ষা করেন, তা' হ'লে তাঁর কাজে আমি ইস্তফা দিব।"

কোতওয়াল সাহেব উত্তর করিলেন, "এবার আর মাধব বাবুকে রক্ষা করিতে হইবে না; শত মাধব চন্দ্র—"

এমন সময় বাহিরের জনতা ভেদ করিয়া মাধব বাবু স্বয়ং থানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহের যাবতীয় ব্যক্তি কেমন যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জলমগ্ন ব্যক্তির কিরূপে চৈতন্যোৎপাদন করিতে হয় মাধব তাহা ইংরাজী পুস্তক পাঠে কিছু কিছু জানিয়াছিলেন; কিন্তু মাতঙ্গিনীর জ্ঞান শূন্য অবস্থা দর্শনে মাধব এমত বিকল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে সকল শিক্ষাদি তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিল না। অশিক্ষিত সনাতন, দেশীয় প্রক্রিয়া দ্বারা অবিলম্বে মাতঙ্গিনীর চৈতন্য বিধান করিল। মাতঙ্গিনী চৈতন্য লাভ করিয়াও নির্জীবের ন্যায় মাধবের শয্যোপরি পতিত রহিলেন। সনাতন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা গলাধঃ হইল না—সৃক্কণী বহিয়া পতিত হইল। তখন মাধব, সনাতনের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি দ্রুতগামী পান্‌সী ভাড়া করিলেন; এবং মাতঙ্গিনীকে লইয়া হরিগঞ্জে আসিলেন।

তখন প্রভাত হইয়াছে। সহরের এক প্রান্তে নির্জ্জন স্থানে নৌকা লাগাইয়া মাধব, সনাতনকে সহরে প্রেরণ করিলেন। সনাতন চিকিৎসক লইয়া সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিল। চিকিৎসক দেখিলেন, রোগিণীর উদরে তখনও কিঞ্চিৎ জল রহিয়াছে; গম্ভীরভাবে কহিলেন, "চিকিৎসা এক্ষণে সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।" মাধব প্রচুর পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; তখন চিকিৎসক অনন্যকর্ম্ম হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পূর্ব্বে মাতঙ্গিনী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন

এবং অবগুণ্ঠনে বদন সমাচ্ছাদিত করিয়া দেখাইলেন চন্দ্রমা কিরূপে রাহুর কবলমধ্যে লুক্কায়িত হয়। চিকিৎসক একশত খানি রজতমুদ্রা গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন এবং মনে মনে মাতঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এইরূপ তুমি প্রত্যহ ডুবিও, আর আমার কাছে চিকিৎসার্থে আসিও।"

স্বল্পকাল মধ্যে মাধবের বজরা দূরে দৃষ্ট হইল। তখন তাঁহার পান্‌সি কূল ত্যাগ করিয়া বজরার উদ্দেশে চলিল; এবং অনতিবিলম্বে বজরার গায়ে গিয়া ভিড়িল। মাধব তখন মাতঙ্গিনীসহ বজরায় উঠিলেন। পান্‌সির মাঝি বিদায় চাহিল; মাধব তাহাকে যাহা দিয়া বিদায় করিলেন, তাহা সে একমাস খাটিয়াও উপার্জ্জন করিতে সমর্থ নহে।

অচিরে বজ্‌রা বাঁধা ঘাটে গিয়া লাগিল। তখন মথুরের লোকজনেরা পরামর্শ করিয়া মাধবের দর্শনাভিলাষী হইয়া দাঁড়াইল। মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?"

লোকজনেরা তখন বড় বাবুর বিপদের বার্ত্তা মাধবের গোচরে নিবেদন করিল। মাধব তচ্ছ্রবণে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে কোতওয়ালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে দুইজন দ্বারবান লইলেন; সনাতনকে লইলেন না—তাহাকে রোগিণীর পরিচর্য্যার্থে রাখিয়া গেলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে এক ব্যক্তি নমস্কার করিয়া মাধবকে কহিল, "রাজমোহন বাবুর স্ত্রী আপনাকে একখানি কাগজ দিতে দিয়াছেন।"

মাধব হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক কাগজ গ্রহণ করিলেন। আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, সেখানি তাঁহার পিতৃব্যের উইল। বিস্মিত হইয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আজ্ঞে, আমার নাম গৌরহরি, তদ্ভিন্ন আমার অন্য পরিচয় আপাততঃ নাই।"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে গৌরহরি প্রস্থান করিল এবং সত্বর অদৃশ্য হইল।

মাধব কোতওয়ালীতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই দেখিলেন, রাজমোহন বন্ধনাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

কোতওয়াল সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একখানা কাষ্ঠাসন টানিয়া দিয়া মাধবকে অভ্যর্থনা করিলেন। মাধব সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি দারোগা বাবু?"

দারোগাবাবু হাস্যরসে মুখখানিকে সঞ্জীবিত করিয়া কহিলেন, "এ যাত্রা আপনি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

"তবু ব্যাপারটা কি শুনি।"

কোতওয়াল সাহেব তখন উইল চুরির পরিচয় দিলেন এবং কিরূপ অকাট্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন। মাধব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি আপনারা সকলে স্বপ্ন দেখেন। উইলত আমার কাছে—চুরি গেল কি প্রকারে?"

বলিয়া তিনি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে উইল বাহির করিয়া দারোগার নাকের উপর ধরিলেন। ললিতচন্দ্র ও হরিদাস বাবু বিস্ফারিত চক্ষুসহ অগ্রসর হইয়া উইল দেখিতে লাগিলেন। উইল দৃষ্টে ললিতচন্দ্রের বায়স-বিনিন্দিত বর্ণও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি সোৎসাহে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এইত সে উইল।"

কোতওয়ালের বদন মলিন হইয়া গেল। হরিদাসবাবু ধৈবতে সুর

চড়াইয়া হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "একটা মাধবচন্দ্র কি করিতে পারে আগে দেখুন, তারপর শত মাধবচন্দ্রের কথা তুলিবেন, দারোগাবাবু!"

কোতওয়াল সাহেব স্বহস্তে রাজমোহনের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া কহিলেন, "যাহার হৃদয় আছে, হরিদাস বাবু, সে সব করিতে পারে। আমার মত ব্যক্তি যে কাহাকেও জগতে শ্রদ্ধা করিয়া চলে না, সে ও মাধব বাবুকে সম্মান করে।"

ললিতচন্দ্র। দুঃখের বিষয় তিনি আত্মপর চিনিতে পারিলেন না।

কোতওয়াল। ভুল বুঝিয়াছেন, উকীল বাবু, ভুল বুঝিয়াছেন; মাধব বাবু আত্মপর খুব চিনেন। এই উইল চুরির ঘটনা সত্য—তিনি জানেন, কে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে এই উইল চুরি করিয়াছে। জানিয়া শুনিয়াও তিনি যে তাঁহার মহা শত্রুকে ক্ষমা ও রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এইটিই তাঁহার মহত্ত্ব। এ মহত্ত্ব আপনার ন্যায় লোকেরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না।

রাজমোহনের মুখ খানি যে বৈশাখী মেঘ তুল্য গম্ভীর হইয়াছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "উইল খানা একবার দেখি, মাধব বাবু!"

মাধব উইল দেখাইলেন। রাজমোহন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা আপনি কোথায় পাইলেন?"

মাধব। তাহা আপনার জানিবার প্রয়োজন নাই।

রাজমোহন। হুঁ; মাতঙ্গিনী কোথায়?

মাধব। সে সব কথা পরে হইবে। এখানে এখন আমার একটু কাজ আছে, আপনি অপেক্ষা করিতে পারেন।

কোতওয়াল সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি কাজ মাধব বাবু? আপনাকে যে ভয় হয়।"

মাধব সহসা কোন উত্তর না করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হরিদাস বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে আসনে বসাইয়া নিজে একটা ভগ্নপ্রায় মোড়া টানিয়া লইয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। হরিদাস বাবুর নয়ন সজল হইয়া উঠিল; তিনি কহিলেন, "আজকাল এরূপ সম্মান বুড়াদের প্রতি কেহ দেখায় না, দারোগা বাবু!"

কোতওয়াল সাহেব একটু লজ্জিত হইলেন। তিনি আর আসন গ্রহণ করিলেন না—দণ্ডায়মান রহিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি আদেশ মাধব বাবু?"

মাধব। বড় বাবুর অপরাধ কি?

কোতওয়াল সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এ ক্ষেত্রে আপনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

মাধব একটু ভাবিয়া কহিলেন, "দারোগাবাবু, আপনাকে আমি অনেকদিন হইতে চিনি ও জানি। আপনি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, আপনার গৃহের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যদি কেহ এক পুঁটুলি গহণা পুঁতিয়া রাখিয়া যায়, তাহা হইলে কি আপনি চোর হইবেন? উন্মুক্ত নদীগর্ভে অন্ধকার সাহায্যে কেহ যদি মথুরবাবুর বজরার তলে মৃতদেহ বাঁধিয়া রাখিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি কি হত্যাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন? ছি, আপনার নিকট এ বিচার আমি প্রত্যাশা করি নাই।"

কোতওয়াল। প্রমাণ আছে, মাধববাবু, প্রমাণ আছে।

মাধব। ক্ষমা করিবেন, আপনাদের সংগৃহীত প্রমাণের উপর আমার ততটা আস্থা নাই। আপনি আপাততঃ মথুরবাবুকে জামিনে খালাস দিন্।

কোত। এ সকল অপরাধে জামিন নাই।

মাধব। তদন্ত যখনই শেষ হয় নাই, তখন আপনি ইচ্ছা করিলেই জামিন লইতে পারেন। আমি পঁচিশ হাজার টাকা জামিন দিতেছি—নিরাপরাধকে কষ্ট দিবেন না, মানী ব্যক্তির মান নষ্ট করিবেন না।

কোত। কিরূপে জানিলেন মথুরমোহন নিরপরাধ?

মাধব। আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা তিনি নিরপরাধ। আপনিও জানেন—

কোত। না, আমি কিছুই জানি না। আমরা সঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় আসামীর বিচার করিয়া থাকি। যিনি রাজমোহনের মুরুব্বি, দস্যুপতি রঘুনাথের সহচর, তিনি নরঘাতক হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

মাধব। এসব ত আপনার কল্পনার কথা।

কোত। প্রমাণও আছে।

মাধব। প্রমাণ আপনি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ধমকের দ্বারা যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাও দায়রায় টিকিবে না; হাজার লোক আসিয়া আসামীর তরফে সাক্ষ্য দিবে, সে নিরপরাধ। তবে কেন মিছামিছি একটা ভদ্রবংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেছেন, আর আপনি নিজেও অপযশ ও অশান্তি আহরণ করিয়া আনিতেছেন।

কোতওয়াল নিরুত্তর রহিলেন; যুক্তিটা তাঁহার প্রাণে লাগিল। বুঝিয়া দেখিলেন, প্রমাণ তিনি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কৌঁসিলির ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। তা' ছাড়া মাধবচন্দ্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে মকর্দ্দমা অচিরে ফাঁসিয়া যাইবে। মাধব পুনরায় কহিলেন, "আপনি ক্ষণপূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, আমার হৃদয় আছে; সততা না থাকিলে হৃদয় থাকিতে পারে না। যদি ইহা প্রকৃতই আপনার অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি

কি? আমি মথুর বাবুর কারণ আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জামিন রাখিতেছি, আমি নিজেও জামিন হইতেছি; তাঁহাতেও বিশ্বাস না হয়, মথুর বাবুকে মুক্তি দিয়া আমাকে নজরবন্দী রাখুন।"

গৃহের যাবতীয় ব্যক্তি চমৎকৃত হইলেন। হরিদাস বাবু সজল নয়নে কহিলেন, "দেবতার পুত্র দেবতাই হয়। স্বর্গীয় কর্ত্তা পরের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, আর আজ তুমি বাবা, পরের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছ। আশী বৎসর বয়সে যাহা দেখি নাই, তুমি আজ তাহা দেখাইলে। আর কি বলিব বাবা, এই বুড়ার অন্তরের আশীর্ব্বাদ, তুমি যেন এই রকমই চিরদিন থাক।"

কোতওয়াল সাহেব অগ্রসর হইয়া মাধবের দক্ষিণ হস্ত খানি নিজের হস্তদ্বয় মধ্যে গ্রহণ করিলেন, কহিলেন, "আপনার নিকট আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি—"

হাজত ঘর হইতে মথুরমোহন কহিলেন, "আমিও ভাই, তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি—আমায় ক্ষমা কর।"

কোতওয়াল কহিলেন, "মাধব বাবু, আপনি জামিন নামায় দস্তখত করুন, আমি মথুরমোহনকে আপনার অনুরোধে মুক্তি দিতেছি।" পরে জমাদারের প্রতি আদেশ করিলেন, "জমাদার, হাজত ঘর খুলিয়া দাও—দুইজনকেই ছাড়িয়া দাও।"

মথুরমোহন মুক্তি লাভ করিয়া একটু কুণ্ঠিত ভাবে মাধবের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরিদাস বাবুর নয়নে তখনও জল; তিনি বস্ত্র প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন; "কোতওয়াল সাহেব, আপনার লক্ষ্মীরা যে ঘর খালি করিয়া চলিল।"

কোতওয়াল সহাস্যে উত্তর করিলেন, "বিষ্ণু-আগমনে তাঁহারা সলজ্জ হইয়া প্রস্থান করিলেন।"

মাধব হাসিতে হাসিতে কক্ষত্যাগ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে মথুর ও রাজমোহন অপরাধীর ন্যায় চলিলেন। কোতওয়াল, হরিদাস প্রভৃতি মাধবের সম্বর্দ্ধনার্থে তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিলেন। তাঁহারা সকলে বাহিরে রোয়াকের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ডোমেরা শব বহিয়া আনিয়া রোয়াকের নীচে প্রাঙ্গণে রক্ষা করিল। সকলেই তদ্‌প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রাজমোহন তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহার মুখের পরিবর্ত্তিত ভাব কোতওয়াল সাহেবের নয়নাকর্ষণ করিল। তিনি রাজমোহনের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "এ দেহ কাহার, চিনিতে পার রাজমোহন?"

সম্বোধিত ব্যক্তি রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল; এবং হস্তদ্বারা নয়ন আবৃত করিয়া কহিল, "না—না—আমি কিছু জানি না।" তাহার কটির বসন শিথিল হইয়া পড়িল। কোতওয়াল দেখিলেন, তাহার পরিহিত বস্ত্রের নীচে এক খানা গামছা কোমর বেষ্টন করিয়া বাঁধা রহিয়াছে। তাঁহার ইঙ্গিত পাইবামাত্র জমাদার অগ্রসর হইয়া গামছা খানি খুলিয়া লইল। রাজমোহন কোনরূপ আপত্তি করিল না—আপত্তি করিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না।

মথুর অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "দেখুন দেখি, গামছায় কি আছে? আমার দুই হাজার টাকার নোট বিশ্বনাথের কাছে ছিল।"

গামছা খুলিয়া গুণিয়া দেখা গেল, দুই হাজার টাকার নোট ঠিক রহিয়াছে। দুই এক খানা নোটের পিঠে মথুরমোহনের স্বাক্ষরও রহিয়াছে দেখা গেল। হরিদাস বাবু কহিলেন, "হাঁ বাবা রাজমোহন, তুমি এতটা এগিয়ে পড়েছ? বেশ বাবা, বেশ। তা' একটা ধাপে পা তুললে আর একটা ধাপের দিকে পা ত আপনিই এগিয়ে পড়ে।"

কথা কয়টা রাজমোহনের কাণে গেল কি না জানি না; সে কহিল,

"তোমারই নোট মথুর বাবু, তুমি লও—আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি—"

কোতওয়াল। কি স্বীকার করিতেছ?

রাজ। আগে আমাকে এ স্থান হইতে সরিয়ে লও, অথবা ঐ টাকে—ঐ দেহটাকে স্থানান্তরিত কর।

কোত। করিতেছি—আগে বল।

রাজ। আমি বিশ্বনাথকে মারিয়াছি—টাকার লোভে তাহাকে মারিয়াছি।

এইরূপ একটা উক্তি অনেকেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন; তবু তাহা শুনিবামাত্র সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। রাজমোহন বলিতে লাগিল, "আমি মাধব বাবুর খুড়ার উইল চুরি করিয়া গৃহে গুপ্ত স্থানে রক্ষা করিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী তাহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া উইল খানি অপহরণ করিয়াছিল এবং মাধব বাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। গত রাত্রিতে বিশ্বনাথ যখন উইলের মূল্য দুই হাজার টাকা লইয়া আমার কাছে আসিল, তখন আমি উইল খুঁজিয়া পাইলাম না। স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া ধরিলাম—তাহাকে পদাঘাত করিলাম—তাহার অঙ্গ আগুনে পোড়াইয়া দিলাম; অবশেষে—"

মাধব আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না—দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাধব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, উইলের মকর্দ্দমা কারণ তাঁহাকে কিছু দিন এক্ষণে সদর মোকামে অবস্থান করিতে হইবে। এই দীর্ঘ কাল মাতঙ্গিনী তাঁহার সাহচর্য্যে একাকিনী বাস করিতে পারেন না। অতঃপর তিনি হরিদাস বাবুর সাহায্যে দুইজন দাসী সংগ্রহ করিলেন এবং মাতঙ্গিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। তিনি নিজের বৃহৎ বজরা খানি মাতঙ্গিনীর ব্যবহারার্থে ছাড়িয়া দিয়া একখানি নাতি বৃহৎ বজরা ভাড়া লইলেন এবং তাহাতে স্বয়ং অবস্থান করিতে লাগিলেন। দুইখানি বজরা সহরের প্রান্তভাগে নির্জন স্থানে পাশাপাশি বাঁধা রহিল।

মথুর তাঁহার বজরায় মাধবকে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধব সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। মথুর নানাবিধ উপায়ে মাধবের মনস্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল—শৃগালের সেবা গ্রহণ করিতে সিংহের প্রবৃত্তি হয় নাই।

পরদিবস উইলের মকর্দ্দমা আপীল আদালতে উঠিল। মাধব সদলে বলে যথা সময়ে আদালতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু অপর পক্ষের কাহাকেও দেখা গেল না। মথুর বাবু অদৃশ্য; তিনি পূর্ব্ব রাত্রিতেই গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ললিতচন্দ্র সুযোগ পাইয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরিদাস বাবুও ছাড়িলেন না, দুই চারি কথা বলিবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু ললিতচন্দ্র তখন উনপঞ্চাশৎ

পবনে বহিতেছিল—বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সে ঝঞ্ঝা-প্রবাহে বিলীন হইয়া গেল। হাকিমের তখন একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসিয়াছিল, ললিত-বাবুর চীৎকারে তাঁহার এবম্বিধ নৈমিত্তিক কার্য্যে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটায় তিনি পুনঃ পুনঃ ললিতচন্দ্রকে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগি-লেন এবং কহিলেন, অপর পক্ষ যখন নিরুদ্দেশ তখন তাঁহার বক্তৃতার কোন প্রয়োজনই আর নাই। কিন্তু ললিতচন্দ্র তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিবার এবম্বিধ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; কেন না, তখন তাঁহার অনেকগুলি মক্কেল আদালতে উপস্থিত ছিল। অবশেষে অন্যান্য উকীলেরা তাঁহাকে কোমর ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।

উইলের মকর্দ্দমায় মাধব সম্পূর্ণ রূপে জয়লাভ করিয়া রাধাগঞ্জ প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। হরিদাস বাবু বিদায় লইতে আসিয়া কহিলেন, "হাকিমের সমক্ষে রাজমোহন অপরাধ স্বীকার করেছে।"

মাধব। তা'র নামোল্লেখ আর কর্‌বেন না।

হরিদাস। তা' হলে মকর্দ্দমার তদ্বির করব না?

মাধব। না।

হরিদাস বাবু নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। মাধবও নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। দুইখানি বজরা একত্রে চলিল। দাসীরা মাতঙ্গিনীকে রাধা-গঞ্জে পঁহুছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

অনুকূল স্রোত ও বাতাস পাইয়া বজরা অতি বেগে চলিল এবং পর দিবস অপরাহ্ণে রাধাগঞ্জে পঁহুছিল। মাতঙ্গিনী আসিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী শয্যা-শায়িতা। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুয়ে কেন হেম, তোর কি অসুখ করেছে?"

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন; কহিলেন "কে দিদি এসেছ? তবে আর আমার অসুখ নেই।"

মাতঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে রে?"

হেমাঙ্গিনী উত্তর না করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন; এবং অগ্রজার চরণের উপর পতিতা হইয়া মাথা কুটিতে কুটিতে কহিলেন, "দিদি, আর তোমায় ছেড়ে দেব না।"

অগ্রজা কনিয়সীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তুই পাগল।"

হেম। অন্ধকারে আলো চাইলে কি লোকে পাগল হয়? তুমি যে আমাদের ঘরের আলো।

মাত। আর তুই বুঝি এই সুন্দর মুখখানা নিয়ে অন্ধকার?

হেম। দিদি আমি ত আর ছোট নেই।

মাত। তুই কি খুব বড় হয়েছিস্?

হেম। হাঁ দিদি, এই দেখ না।

বলিয়া তিনি পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচু হইয়া দাঁড়াইলেন। অন্য সময় হইলে মাতঙ্গিনী হাসিয়া ফেলিতেন, কিন্তু এক্ষণে হাসি আসিল না। মাতঙ্গিনী বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ পূর্ব্বক নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে গুপ্ত কথা লুক্কায়িত ছিল, তাহা হেমাঙ্গিনী, বালিকা হইলেও জানিতে পারিয়াছে; শুধু তাঁহার হৃদয়ের কথা নয়, আর এক জনের হৃদয়াভ্যন্তরেও উঁকি মারিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছে, এরূপ মাতঙ্গিনী বুঝিলেন। ক্ষণ-কাল চিন্তার পর তিনি কহিলেন, "হেম, আর এখানে থাকব না—মার কাছে যাব।"

হেম। ঈস্! আমি যেতে দিলে ত।

মাত। ছেলে মানুষী করিস্ না হেম।

হেম। হাঁ দিদি, রাজমোহন বাবু কোথায়?

মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "জানি না।"

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইলেন; বুঝিলেন, ভিতরে কি একটা আছে; কিন্তু সে সংবাদ মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারিবেন না বুঝিলেন। তখন তদ্‌সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নাদি না করিয়া কহিলেন, "দেখ দিদি, আমি তোমাকে ঠিক কথা বলে দিচ্ছি,—তুমি যদি যাও, আমি তোমার পায়ে রক্ত গঙ্গা হ'য়ে মরব।"

এমন সময় লুণ্ঠিতাঞ্চলা মাসীমাতা ও অসিতা করুণা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাসীমাতা কহিলেন, "বাছা আমার, তুমি নাকি জলে ডুবে গিয়েছিলে? আহা দেখি।"

মাতঙ্গিনীর আলুলায়িত কুন্তল মধ্যে মাসীমাতা অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "চুল গুলো এখনও ভিজে রয়েছে—এই চুলের কাঁড়ি।"

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিলেন, "সে যে অনেক দিন হয়ে গেছে মাসিমা! চুল কবে শুকিয়েছে।

মাসী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন, "নদীগুলা রাজ্যির জল নিয়ে ছুটেছে, হতভাগাদের জ্বালায় কেউ যেন চাপ করবে না—নৌকায় চড়বে না।"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, "আমি ত মরি নি, মাসি মা, তবে আর নদীকে গাল দেও কেন?"

মাসী। তুমি যেন সাঁতার জান, তাই কোন রকমে বেঁচে গেছ; আমি হ'লে কি হত বল দেখি?

করুণা। হ'ত আর কি? ডুবে যেতে—হাঙ্গর কুমীরে খেত।

মাসী-মাতা এরূপ পরিণামের কথা শুনিয়া বড়ই অপ্রসন্না হইলেন ক্রোধের সহিত কহিলেন, "তোকে হাঙ্গর কুমীরে খাক্—"

এমন সময় কনক ও তাহার জননী আসিয়া দর্শন দিলেন।

অভ্যাগতদ্বয় হয় ত অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মাতঙ্গিনী গাত্রোত্থান করিলেন এবং কনকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। জননীও, কন্যা ও মাতঙ্গিনীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মথুর বাবু স্বয়ং কিছু প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অনুচরেরা হরিগঞ্জের আদ্যন্ত ঘটনা অতি স্বল্পকাল মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র করিল; কিন্তু অতি সাবধানতা সহকারে—পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিল, কথাটা যেন কোনমতে প্রকাশ না পায়। অতএব কথাটা প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। দুই এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামের সকলেই জানিল, রাজমোহন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহাও কেহ কেহ শুনিল যেঁ, তাহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থান করিতে রহিম মোল্লা দেখিয়া আসিয়াছে। করিম মাঝির নিকট কেহ কেহ শুনিয়াছে যে, রাজমোহনের কবর ও শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া তাহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

এ সকল সংবাদ কনক ও তাহার মাতার নিকট যথাকালে পঁহুছিল। কনকপ্রসূতি তচ্ছ্রবণে গ্রীবা ও চক্ষুভঙ্গী দ্বারা বিস্ময়াদি প্রকাশ করিলেন; এবং উক্ত সংবাদ অন্যত্র প্রচার করিবার বাসনা এতই বলবতী হইল যে, তাঁহার উদর মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক শব্দ আরম্ভ হইল। দুই চারি জন প্রতিবেশিনীর নিকট রুদ্ধকণ্ঠে সংবাদটা প্রচার করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ

শান্তি অনুভব করিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার পরিচিতাদিগের মধ্যে বড় একটা কেহই সংবাদটা অনবগত নহেন; তখন তিনি মাতঙ্গিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে যখন জননীর শ্রুতিগোচর হইল, ছোটবাবুর বজরা আসিয়া রাধাগঞ্জের ঘাটে লাগিয়াছে; তখন তিনি সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মাতঙ্গিনীর সাক্ষাতভিলাষে কন্যাসহ যাত্রা করিলেন। জননী পথ মধ্যে স্থির করিয়া লইলেন যে, তিনি মাতঙ্গিনীর বৈধব্যহেতু প্রচুর পরিমাণে অশ্রু বর্ষণ করিবেন এবং পুলিসের লোকেরা কিরূপে নিরীহ ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেয়, তাহারও দুই চারিটা দৃষ্টান্ত বিবৃত করিবেন। কন্যা সংকল্প করিলেন যে, রাজমোহনের অসম্ভাবিত তিরোধানে মাতঙ্গিনী নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবল হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন, ইহা তাঁহাকে অবগত করাইয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রকাশ করিবেন। মাতঙ্গিনী তাঁহাদের বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উপলব্ধি করিলেন, তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে কি মহান্, কি গরিষ্ঠ উদ্দেশ্য সঞ্চালিত হইতেছে; কিন্তু সম্যকভাব উপলব্ধি করিতে তিনি সমর্থা হয়েন নাই, কেন না, রাজমোহন যে ইহ জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা মাতঙ্গিনী অবগত ছিলেন না। তিনি ইহাও অবগত ছিলেন না যে, রাজমোহন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এইটুকু মাত্র সনাতনের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজমোহন চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাধবের কৃপায় ও কৌশলে তিনি অচিরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। হরিগঞ্জে অবস্থানকালে অথবা প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথমধ্যে তিনি মাধবের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহার পরিভিব্যাহারিণী দাসী দুইজন তাহাদের আহার ও বেতন সম্বন্ধীয় ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই অবগত ছিল না। সুতরাং সনাতন-প্রদত্ত সংবাদ ভিন্ন অন্য কোন সংবাদ মাতঙ্গিনী বিদিত ছিলেন না।

তথাপি মাতঙ্গিনী আশঙ্কা করিলেন, কনক ও তাহার জননী তাঁহাকে কোন অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সে সুযোগ প্রদান না করিয়া নিজেই কহিলেন, "তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে কনক দিদি, কিন্তু আজ আমার সময় নাই—তুমি আর একদিন আসিও।"

কনক। কেন না, তোর আবার কাজ কি?

মাতঙ্গিনী। হেমের অসুখ।

এমন সময় কনক-প্রসূতি চক্ষু মুছিতে মুছিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সজল-নয়নে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহস্থ কাহাকেও কাঁদিতে না দেখিয়া উৎসাহ অভাবে আঁখি-বারি সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কাঁদিবেন, কি হাসিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মাঝা-মাঝি একটা ভাব লইয়া কনকের পশ্চাতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নয়ন বারি বর্ষণ করিতে প্রস্তুত, কণ্ঠ চীৎকার করিতে সমুদ্যত; এ দিকে ওষ্ঠদ্বয় হাস্য করিবার জন্য বিযুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছে। তিনি ত্রস্ত নয়নে দেখিয়া লইলেন, মাতঙ্গিনীর বাম প্রকোষ্ঠে সধবার চিহ্ন "লোহ" বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নয়ন ও কণ্ঠকে বিদায় দিয়া দন্ত ও ওষ্ঠকে তলব দিলেন। কিন্তু ললাট সীমন্তক শূন্য! অচিরে দন্ত অন্তর্হিত হইল—জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গো, তোমার কপালে সিঁদুর নেই কেন?"

মাতঙ্গিনী। ধুয়ে গেছে—আমি যে ডুবে গিছলুম, তা' বুঝি জান না?

কনক। ও মা, সত্যি নাকি! তা'র পর?

মাতঙ্গিনী। তা'র পর আর কি; যমের সঙ্গে তুমুল লড়াই করে এখানে চলে এসেছি।

কনক। আর রাজমোহনবাবু?

মাতঙ্গিনী। তিনিও রক্ষা পেয়েছেন।

কনক-জননী। পুলিসে নাকি তা'কে ধরে রেখেছে?

মাতঙ্গিনী। ধরেছিল পরে ছেড়ে দিয়েছে।

কনক-প্রসূতি দেখিলেন, তিনি যে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেল; কেমন যেন একটা নৈরাশ্যের ছায়া তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল। নয়নাদি প্রভৃতি যে চারিটী পদার্থ এতক্ষণ আজ্ঞা অপেক্ষায় সজাগ ছিল, তাহারা এক্ষণে বিদায় লইল। জননী মহাশয়া উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সহানুভূতি প্রদর্শনে তৎপর হইলেন; কহিলেন, "পুলিসের কাণ্ডই এই রকম—চোর ছ্যাঁচোড়, খুনে ডাকাত ধরতে পারে না, কেবল নিরীহ লোক নিয়ে টানা-টানি করে।"

মাতঙ্গিনীর মনে হইতে লাগিল, বক্তৃীর চক্ষু দুইটা যেন জ্বলিতেছে, আর সেই জ্বালাময় চক্ষু দ্বারা সে যেন তাঁহার অন্তস্থল স্পর্শ করিতেছে। তিনি কনকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামীর খবর কিছু পেলে?"

কনক। কুলীনের আবার স্বামী কোথা?

মাতঙ্গিনী। একটা ছিল ত জানি।

কনক। সেটা নাকি দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে—তার কোন বার্ত্তাই নাই।

মাতঙ্গিনী। আবার একটা বিয়ে কর্‌তে গেছে না কি?

কনক। বিয়ে করে রাখ্‌বে কোথা?—ঘর দোর সব পুড়ে গেছে।

কনক-প্রসূতি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক ছিলেন; সহসা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, কথাটা তবে মিছে?"

মাতঙ্গিনী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কথাটা?"

কনক-জননী কহিলেন, "এই জামাইয়ের কথাটা।"

বক্তৃ, রাজমোহনকে জামাই নামে সময় সময় অভিহিত করিত, মাতঙ্গিনী তাহা অবগত ছিলেন। এক্ষণে পুনরায় তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবা মাত্র মাতঙ্গিনীর বদন বৈশাখী মেঘের ন্যায় গম্ভীর হইল। বক্তৃ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "লোকগুলোর মুখে আগুন—জিব খসে যা:ক, পরের ভাল কখন দেখ্‌তে পারে না; বলে কি না, জামাই নাকি খুন করেছে, আর পুলিসে নাকি তাকে ধরে ফাঁসী দিয়েছে।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বক্তৃ কতকটা সোয়াস্তি অনুভব করিলেন এবং তাহার উদরের স্ফীততা ও যন্ত্রণা বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইল। কিন্তু মাতঙ্গিনীর বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে একটা আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল; শশব্যস্তে কহিলেন, "লোকে কি না বলে! এই যে কনকের নামে কত কি কয়েছে; তার অপরাধ কি না সে কুলীনে পড়েছে। তা' তুমি কিছু মনে করো না মা!"

মাতঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কিছু কহিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাসনা দমন করিয়া তিনি দ্বারের উপর নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। কনক কেমন একটা অশান্তি অনুভব করিল; সে তাহার মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কক্ষ বাহিরে আসিল এবং মাতঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আমরা তবে এখন আসি।"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন না। কনক ও তাহার জননী নিঃশব্দে তস্করের ন্যায় প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী একই ভাবে দ্বার-পথে উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান রহিলেন। সময় বহিয়া চলিল, মাতঙ্গিনীর তদ্প্রতি লক্ষ্য নাই। অন্ধকার ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবী অধিকার করিল। মাতঙ্গিনী তথাপি স্থির, নিস্পন্দ—চিত্রলিখিত মেঘ মধ্যে নিত্য দীপ্ত

সৌদামিনীর ন্যায় অন্ধকারকবলগত গৃহ মধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত হইল, "মা দুর্গা, আমাকে রক্ষা কর।" করুণা কক্ষে দীপ দিতে আসিতেছিল, মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; অগ্রসর হইয়া কহিল, "এখানে একা কেন, ঠাক্‌রাণ? তোমার ঘরে আলো দিয়েছি—পরিষ্কার করে বিছানা পেতে রেখেছি—"

"করুণা, ছোটবাবু কোথায়?"

"তাঁর ঘরে।"

মাতঙ্গিনী, মাধবের কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, দ্বারসমীপে সমুপস্থিত হইয়া হেমের নাম ধরিয়া দুইবার ডাকিলেন। উত্তর আসিল না, কিন্তু অলঙ্কার-শিঞ্জিত শ্রুত হইল। মাতঙ্গিনী অগ্রসর হইয়া দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন; মাধব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধব বাবু, আমাকে কি সধবার লক্ষণ পরিত্যাগ করিতে হইবে?"

মাধব চমকিয়া উঠিলেন; হেমাঙ্গিনী অন্তরাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মাধবের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন। মাতঙ্গিনী উত্তর না পাইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাধব বাবু, সত্য বল—আমাকে কি বিধবার বেশ পরিগ্রহণ করিতে হইবে?"

"না।"

"সত্য বলিতেছ?"

"হাঁ।"

অধীরতা প্রশমিত হইল।

মাতঙ্গিনী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?"

মাধব নিরুত্তর।

অধীরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

"সত্য বল—তোমার নিকট সত্য কথা পাইব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন?"

"জেলে।"

"অপরাধ?"

"তা' শুনে কি হবে দিদি।"

"আমি কিছু কিছু শুনেছি।"

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল চিন্তার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নর-ঘাতকের দণ্ড কি?"

মাধব নিরুত্তর রহিলেন। মাতঙ্গিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণদণ্ডই কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

মাধব। এখনও দণ্ডাদেশ হয় নি—প্রাণদণ্ড নাও হ'তে পারে।

মাতঙ্গিনী। নরঘাতক বলিয়াই কি তুমি তাঁহাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ?

মাধব। কতকটা তাই বটে। যতদিন তিনি আমার উপর অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। যখন তিনি মনুষ্য-সমাজের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে ক্ষমা করিবার আমি কে?

মাতঙ্গিনী। তাই বলিয়া মানুষকে ঘৃণা করিবারই বা তোমার অধিকার কি?

মাধব চমকিয়া উঠিলেন।

মাতঙ্গিনী পুনরপি কহিলেন, "আর যদি ঘৃণা করিতে হয় তবে আমাকে কর।"

মাধব। তোমাকে!

মাতঙ্গিনী। হাঁ আমাকে—আমিই এই নরহত্যার জন্য দায়ী।

মাধব পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন। তিনি আনতবদনে জীবনের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

মাতঙ্গিনী সেই চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া কহিলেন, "মাধব বাবু, দয়া বা ঘৃণা মনের—বিচারের নয়।"

মাধব। আমি তাঁহাকে দয়া করিয়াই বা কি করিব? তিনি এক্ষণে দয়া সাহায্যের বহির্ভূত।

মাতঙ্গিনী। কেন?

মাধব। তিনি সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন।

মাতঙ্গিনী। আমিও তবে আমার অপরাধ স্বীকার করিয়া আসিব—আমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।

মাধব। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি দিদি, অর্থ ও চেষ্টায় যতটা হয় আমি ততটা করিব।

মাতঙ্গিনী। তথাপি আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না—আমি তাঁহার কাছে যাইব।

মাধব। গিয়া কি করিবে?

মাতঙ্গিনী। গিয়া কি করিব জানি না, কিন্তু আমাকে যাইতেই হইবে। শ্রদ্ধাভক্তির উপর বল প্রয়োগ করিতে না পারি, নিজের দেহ ও কর্ম্মের উপর কতকটা পারি। মাধব বাবু, আমার উপায় করিয়া দাও।

মাধব নিরুত্তর রহিলেন। মাতঙ্গিনী পুনরায় কহিলেন, "বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তখন আমরা দুই ভগ্নী অনূঢ়া বালিকা মাত্র। পিতার অনুরোধে সন্ন্যাসী আমাদের ভাগ্য গণনা করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, আমাদের দুই ভগ্নীর অদৃষ্টে বৈধব্য যোগ নাই। মাধব, স্থির জানিও, সন্ন্যাসীর কথা নিষ্ফল হইবার নয়,

আমিও তাহা সাধ্যমত নিষ্ফল হইলে দিব না। মন আমাদের মত দুর্ব্বল মনুষ্যের অধীন না হইলেও জীবনটা আয়ত্তিগত—"

এমন সময় করুণা একখানি পত্র লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের উপর ঘোমটা যথেষ্ট পরিমাণে টানা ছিল, তথাপি সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠন দীর্ঘতর করিল। পত্রখানি মাধবের শিরোনামাঙ্কিত; কিন্তু করুণার এমত সাহস হইল না যে, সে তাহা মাধবের হস্তে প্রদান করে—মাতঙ্গিনীর হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিয়া করুণা অতি সলজ্জ অবস্থায় প্রস্থান করিল।

মাতঙ্গিনী দেখিলেন, শিরোনামা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতার হস্ত লিখিত। তিনি মাধবকে কখনও পত্র লেখেন না; এক্ষণে সহসা তাঁহার হস্তলিখিত পত্র দৃষ্টে মাতঙ্গিনী কেমন একটু আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি কম্পিত-হস্তে মাধবকে পত্র প্রদান করিলেন। মাধব পত্র পাঠান্তে অতি বিষণ্ণ হইলেন; মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

"সংবাদ বড় ভাল নয়; তোমার পিতা শয্যাশায়ী, তোমাদের দুই জনকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগ কঠিন?"

"হাঁ?"

"বেঁচে আছেন?"

"সম্ভবত আছেন।"

হেমাঙ্গিনী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িলেন; মাতঙ্গিনী গৃহপ্রাচীর অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের অভিপ্রায় কি?"

উভয়ই নিরুত্তর রহিলেন। অশ্রুপ্রবাহে হেমাঙ্গিনীর গণ্ডবক্ষ প্লাবিত হইতেছিল। মাতঙ্গিনীর নয়ন বিশুষ্ক, কিন্তু আরক্তিম—বদন অরুণিত—ওষ্ঠ কম্পিত। মাধব সরিয়া আসিয়া গবাক্ষ সন্নিধানে দাঁড়াইলেন এবং বহির্ব্বর্ত্তী অন্ধকার পানে চাহিয়া রহিলেন।

মাতঙ্গিনী ক্ষণপরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "উচিতানুচিত বুঝিবার শক্তি এখন আমার নাই; তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। আমার মন পিতার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, আমার বুদ্ধি বিবেচনা স্বামীর নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর।"

মাধব কহিলেন, "এটা স্মরণ রাখিও, তাঁহার পুত্র নাই—তুমিই তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী।

মাতঙ্গিনী আর আত্মসংযমে সমর্থা হইলেন না—আঁখিবারি ধৈর্য্য-প্লাবিত করিয়া, নয়নের রুদ্ধ কপাট ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া আসিল। তিনি স্খলিত-চরণে কম্পিত দেহে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রেই মাধব, মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী সহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সনাতন ও কনক ছাড়া আরও দুই চারিজন দাসদাসী সঙ্গে চলিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মাধব একজন কর্ম্মচারীকে সবিশেষ উপদেশ ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া সদর মোকামে হরিদাস বাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন; তাহাকে কহিয়া দিলেন, অর্থব্যয়ে কাতর হইও না, চেষ্টার ত্রুটি করিও না—যেমন করিয়া হউক রাজমোহন বাবুকে রক্ষা করিতে হইবে।

দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া মাধব স্বল্পকাল মধ্যে বহুদূরে গিয়া পড়িলেন; তখন জলপথ ত্যাগ করিয়া রেলে উঠিলেন। কলিকাতা রাজধানীতে মাধবের একখানি সুন্দর বাড়ী ছিল; দুই জন ভৃত্য তথায় অবস্থান করিত ও গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করিত। মাধব যখন অষ্টপ্রহর অবিরাম ভ্রমণের পর তথায় উপনীত হইলেন, তখন নিশা প্রভাত প্রায়। মাধব ক্ষণকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া মাতঙ্গিনী ও হেমাঙ্গিনী সহ শকটারোহণে শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্বশুরের অবস্থা বড় শোচনীয়—বাঁচিবার আশা নাই। তথাপি মাধব বড় বড় চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু মনুষ্যের বিদ্যা ও চেষ্টা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—নির্দ্দিষ্ট সময়ে আয়ুভাণ্ড শূন্য করিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন।

বিধবা আশ্রয়শূন্যা হইলেন; সম্বলের মধ্যে রহিল দুইটী কন্যা ও

একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। বৃদ্ধ সামান্য চাকুরী করিতেন—কায়ক্লেশে দিনপাত হইত; সুতরাং কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আত্মীয়-স্বজন দুই চারিজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিপদ্‌ দর্শনে সাবধানতা সহকারে দূরে অপসৃত হইয়াছেন।

মাধব তখন আশ্রয় ও সম্বল হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করত শ্বাশুড়ীকে লইয়া মাধব স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্বাশুড়ীকে নিজের গৃহে রাখিলেন না; যে গৃহ রাজমোহনের বাসার্থে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই গৃহে মাধব তাঁহাকে রাখিলেন। মাতঙ্গিনী জননীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিচর্য্যা ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে দাস-দাসী নিযুক্ত হইল। মাধব ও হেমাঙ্গিনী সতত যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর সহসা একদিন সংবাদ আসিল, জজ সাহেব, রাজমোহনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। মাধবের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—বিষাদের কালিমায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। কিন্তু সেই কালিমার মধ্যেও একটা আলোক দেখা গেল। মাধব তদ্দৃষ্টে শিহরিয়া উঠিলেন—হৃদয় মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যেখানে যাহা কিছু পাইলেন, তদ্দ্বারা সেই আলোক জ্যোতিকে নির্ব্বাপিত করিতে যত্নবান্‌ হইলেন।

রাজমোহনের প্রতি দণ্ডাদেশের সংবাদ সত্বরই গ্রাম মধ্যে প্রচার হইল এবং কনক-প্রভৃতির অনুগ্রহে স্বল্পকাল মধ্যে মাতঙ্গিনী ও তদীয়া জননীর কর্ণগোচর হইল। জননী গূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না; তিনি ইংরাজ বিচারের প্রচুর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কনকের মাতা অন্যায় কার্য্য কোন কালে সহ্য করিতে পারেন না, তিনি অজাদির অভিনয়-

সহ তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, "তোমার জামাইয়ের গুণ ত জান না—"

মাতঙ্গিনীর সহনাতীত হইল। তিনি কুপিতা হইয়া কহিলেন, "কনক, তোমার মাতাকে গৃহে লইয়া যাও।"

বক্তৃতার প্রারম্ভে এবম্বিধ বাধা প্রাপ্ত হইয়া কনক-প্রসবিনী জ্বলিয়া উঠিলেন এবং জামাতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতাটি সংবরণ করিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন; গমনকালে কহিয়া গেলেন, "বাপ্‌রে দেমাক দেখ! যা'র মিন্‌সে ফাঁসী কাঠে গলা বাড়িয়েছে, তার আবার তেজ!"

কনক, বক্ত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বক্তৃতার বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই—গৃহে গিয়াও বক্ত্রী মহাশয়া অদৃশ্য ব্যক্তি-বর্গকে সম্বোধন করিয়া নানারূপ অভিনয়াদি আরম্ভ করিলেন। পরে গ্রাম্য মহিলাবর্গের মধ্যে কেহ এ সংবাদ অবগত আছেন কি না, তাহার অনুসন্ধান লইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

পরদিবস সংবাদ আসিল, রাজমোহন জন্মের শোধ একটীবার মাতঙ্গিনীকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন। তিনি কহিয়া দিয়াছেন, জীবনে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই—জীবনে তাঁহাকে আর পীড়ন করিবেন না, বা তাঁহার নিকট কোনরূপ প্রার্থনা করিবেন না—তিনি শুধু একটিবার মাত্র মাতঙ্গিনীর দর্শন-প্রয়াসী।

মাতঙ্গিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের প্রথম অঙ্কোপরি যবনিকা পতনোদ্যত। দ্বিতীয় অঙ্কে কি আছে? মনোমুগ্ধকারী চিত্র মানসনয়নে ভাসিয়া উঠিল। চিত্র-নিম্নে দেখিলেন, মাধবের পবিত্র সংসার-দ্বারে অশান্তি করাঘাত করিতেছে, আর মূর্ত্তিময় রক্তবর্ণ পাপ টিপি টিপি অগ্রসর হইতেছে। মাতঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি চিত্রকে পদদলিত করিয়া জীবনের প্রথম অঙ্ককে জড়াইয়া ধরিতে

প্রয়াস পাইলেন। তিনি হরিগঞ্জে স্বামী-দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মাধবের ইচ্ছা ছিল না, মাতঙ্গিনী, রাজমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জেলখানার ভিতর গমন করেন; কিন্তু মাতঙ্গিনীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টে তিনি আপত্তি করিতে সাহস পাইলেন না। অতঃপর মাধবের বড় বজরায় উঠিয়া মাতঙ্গিনী হরিগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে তাঁহার জননী ও দুইজন দাসদাসী চলিল। মাধব, সনাতনকেও সঙ্গে দিলেন; তাহাকে বিদায় কালে কহিয়া দিলেন, "দিদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর রহিল, সনাতন-দা।"

মাতঙ্গিনীকে লইয়া বজরা নির্ব্বিঘ্নে হরিগঞ্জে পঁহুছিল। তথায় হরিদাস বাবু সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনী শিবিকা-রোহণে জেলখানার দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন; তথায় শিবিকা হইতে নামিয়া পদব্রজে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইল। সঙ্গে সনাতন রহিল; তাহাকে ভিতরে যাইতে দিতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু হরিদাস বাবু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে হুকুম আনিয়া সে সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন। হরিদাস বাবু শূন্য শিবিকা লইয়া বাহিরে রহিলেন। সনাতন মাতঙ্গিনীসহ ভিতরে প্রবেশ করিল; একজন প্রহরী হুকুমপত্র লইয়া আগে আগে চলিল।

যে গৃহের ভিতর রাজমোহন আবদ্ধ ছিল, সেই কক্ষদ্বারের নিকট প্রহরী আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় দ্বিতীয় প্রহরী বন্দুকস্কন্ধে প্রহরা দিতেছিল। প্রহরীদ্বয় মধ্যে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ চলিল। তৎপরে প্রথম প্রহরী মাতঙ্গিনীকে লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী অপ্রশস্ত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। সনাতন ছায়াবৎ মাতঙ্গিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যে ঘরের ভিতর তাহারা প্রবেশ করিল, তাহা লৌহ শলাকা দ্বারা

দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শলাকা গুলি স্থূল, উচ্চ ও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। এক ভাগ হইতে অপর ভাগে যাইবার পথ নাই; কিন্তু স্থূল-কায় মনুষ্য-হস্ত প্রবেশের যথেষ্ট পথ ছিল। কক্ষের কোথাও একটী গবাক্ষ নাই, কেবল দুই ভাগে দুইটী দ্বার। আলোক ও বাতাস বড় একটা আসিতে পাইত না।

আগন্তুকদ্বয়কে ভিতরে রাখিয়া প্রহরী বাহিরে গেল; কিন্তু সতর্ক রহিল। মাতঙ্গিনী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে স্বামী-দর্শন প্রতীক্ষায় গৃহ-প্রাচীর অবলম্বন করত দণ্ডায়মান রহিলেন। সনাতন গৃহের এক কোণে অন্ধ-কারের ভিতর অবস্থান করিয়া সতর্ক নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্ষণ মধ্যে দ্বিতীয় ভাগের দ্বার খুলিয়া গেল—রাজমোহন কয়েদীর বেশে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন; মুহূর্ত্তকালের জন্য নয়ন উঠাইয়া রাজ-মোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—নয়ন সত্বর আপন হইতেই অবনত হইয়া পড়িল। যে আকুলতা মাতঙ্গিনী মনের প্রতি বল প্রয়োগ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়া লইয়া স্বামী সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল। মাতঙ্গিনী নিঃসম্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

রাজমোহন কক্ষের অপর ভাগে অবস্থান করিয়া মাতঙ্গিনীর যতটা নিকটে আসিতে পারে ততটা নিকটে আসিল; তথাপি উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা রহিল। রাজমোহন একবার কক্ষের চতুর্দ্দিকে ক্ষিপ্র-নয়নে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু সনাতনের মূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিভূত হইল না। রাজমোহন কহিল, "মাতঙ্গিনি, তুমি আসিবে, তাহা জানিতাম। সকলে আমায় ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তুমি পার না।"

মাতঙ্গিনী অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। রাজমোহন কহিল, "মাতঙ্গিনি, জীবনে আর আমাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই; তাই

তোমাকে একটীবার দেখিতে চাহিয়াছি। যখন আসিয়াছ, তখন একটু নিকটে এস—ভাল করিয়া তোমাকে দেখিতে দাও।"

মাতঙ্গিনী দুই-চারি পা আগু হইয়া লোহার বেড়ার ধারে দাঁড়াইলেন। রাজমোহন একটু ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার হস্তধারণ করিল; কহিল, "মাতঙ্গিনি, তুমি আমার বড় প্রিয়—প্রাণাধিক প্রিয়! তোমাকে আমি রাখিয়া যাইতে পারি না, আমার সঙ্গে যাইবে?"

"কোথায়?"

"যেখানে আমি যাইতেছি—সুদূর দ্বীপান্তরে।"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন না। রাজমোহন দুই হস্তে তাঁহার বাহুদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্ব্বক কহিল, "বল মাতঙ্গিনি, যাবে?"

মাতঙ্গিনী হস্তে বেদনা অনুভব করিলেন, কিন্তু কোনরূপে তাহা প্রকাশ না করিয়া অবনত-বদনে উত্তর করিলেন, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানে যাইব।"

রাজমোহন হাসিয়া কহিল, "তথায় তোমাকে লইয়া যাইবার আমার কোনও অধিকার নাই, মাতঙ্গিনি—আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু মাতঙ্গিনি—" বলিতে বলিতে রাজমোহনের হাসি অন্তর্হিত হইল, চক্ষুতে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; কহিল,—"কিন্তু মাতঙ্গিনি, আমার রূপময়ী মাতঙ্গিনি, তোমাকে ত একা অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারি না। এস প্রিয়ে, এস প্রাণাধিকে, তোমার জীবনের শেষ করিয়া রাখিয়া যাই।"

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে রাজমোহন দুইহস্তে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ ধারণ করিল এবং তাঁহাকে সবলে শূন্যে উত্থিত করিল। রাজমোহনের হস্তপেষণে মাতঙ্গিনীর মৃণালবৎ কোমলকণ্ঠ চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার হস্তপদাদি শূন্যে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

তদ্দৃষ্টে রাজমোহন কহিল, "এ দৃশ্যও দেখিতে পারি মাতঙ্গিনি, কিন্তু তুমি যে মাধবের উপভোগ্যা হইয়া জীবিত থাকিবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। মাত—"

বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজমোহনের কণ্ঠ কে একজন আসুরিক বলে চাপিয়া ধরিল; বাক্য আর শেষ হইল না—রাজমোহনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—হস্তপদাদি বলশূন্য হইল। রাজমোহন দেখিল, সনাতনের ঘূর্ণ্যমান রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। আত্মরক্ষা করিবার মানসে রাজমোহন তখন মাতঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করিয়া সনাতনকে ধরিবার চেষ্টা করিল। মাতঙ্গিনীর অবসন্ন দেহ নিরবলম্ব হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। সনাতন তখন মাতঙ্গিনীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া প্রহরীকে ডাকিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধাতার বিধানে মাতঙ্গিনী সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনীর চিকিৎসার্থে মাধবকে অনেক যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। মাতঙ্গিনীকে আর সে কুটীরে পাঠাইলেন না—নিজের গৃহে রাখিলেন। রাজধানী হইতে একজন যশস্বী চিকিৎসক আনয়ন করিলেন। চিকিৎসক মহাশয় রাধাগঞ্জে দুই তিন দিন অবস্থান করত অতি প্রফুল্লচিত্তে বস্তা বাঁধিয়া টাকার মোটসহ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় মাধবকে চুপি-চুপি উপদেশ দিয়া গেলেন, "ঔষধ নিয়মমত খাওয়াইবেন,

কিন্তু তাহাতে যে জ্বরটুকু যাইবে এমত মনে হয় না। আমার বিবেচনায় রোগিণীকে ইজিপ্টে অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে লইয়া গেলে ভাল হয়।”

মাধব ভূগোল ও মানচিত্রের আলোচনা করিয়া দেখিলেন, ইজিপ্ট অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে যাইতে হইলে মধুমতী অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয় অতিক্রম করিতে হইবে; এবং সে কার্য্য তাঁহার বজরার দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভবপর নয়। মাধব বৃহত্তর বজরার অনুসন্ধানে গমন না করিয়া অনেক গবেষণার পর বৈদ্যনাথধামে শুষ্কপথে যাওয়া স্থির করিলেন; এবং এই সঙ্কল্পের কথা মাসীমাতার নিকট গোপনে ব্যক্ত করিলেন। মাসীমাতা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই আনন্দের সংবাদ পুরমহিলা-দিগের নিকট অতিগোপনে পুনর্ব্যক্ত করিলেন। কথিত আছে, রমণীর কটাক্ষে বিদ্যুৎ বিচরণ করে; কিন্তু তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে তড়িল্লতা অথবা অন্য কোন দেবী অধিষ্ঠান করেন কিনা তাহা পুরাণাদি মন্থন করিয়াও জানা যায় নাই। বিদ্যুল্লতার গতিকেও পরাস্ত করিয়া মাধবের পশ্চিম যাত্রার সংবাদ রমণী-কণ্ঠে রাধাগঞ্জময় সত্বর প্রচারিত হইল।

তখন সুপ্তগ্রাম সহসা জাগিয়া উঠিল। পথে-ঘাটে মহিলাদিগের সভা সমিতি অধিষ্ঠিত হইল। বৈদ্যনাথধাম কোন্ দিকে এবং তথায় কোন্ কোন্ দেবতা বিরাজ করিতেছেন তাহা লইয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক চলিল। কোনও ভামিনী কহিলেন, বৈদ্যনাথধাম শ্রীক্ষেত্রের সন্নিকটে দ্বারকার সানুদেশে। কোনও মসীবরণা স্থূলাঙ্গী ইহার প্রতিবাদ করিলে, প্রথমোক্তা ভামিনী মহোদয়া সাতিশয় কুপিতা হইয়া কহিলেন, তিনি বৈদ্যনাথের নিগূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার খুল্লতাত দেবরপুত্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন; এবং উক্ত দেবরপুত্রের মাতার শ্যালকনন্দন বৈদ্যনাথ-ধামে সশরীরে ও সজ্ঞানে প্রকৃতই গমন করিয়াছিলেন। এবম্বিধ নজিরের

আলোচনায় প্রতিবাদকারিণী নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন। তখন বৈদ্যনাথ-ধামের দিঙ্‌নির্ণয় সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ না থাকায় মহিলাবৃন্দ তদ্‌স্থানাধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কোন দন্তহীনা পিঙ্গলবরণা প্রৌঢ়া শীকরকণা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে করিতে কহিলেন, "শুনেছি সেখানে নাকি বৈদ্যনাথ ঠাকুর আছেন, আর তাঁর নাকি বেলপাতা ও গঙ্গাজল দিয়ে পূজো হয়।"

কোনও কৌতুকপ্রিয়া নবীনা অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর করিলেন, "না মাসী-মা, শুনেছি সেখানে নাকি জ্বালানন্দ ঠাকুর আছেন, আর ছাতু দিয়ে তাঁর পূজো হয়।"

সুধামৃতবর্ষিণী ওষ্ঠ সম্প্রসারণপূর্ব্বক কহিলেন, "আজকালকার ছুঁড়িদের জ্বালায় কথা কইবার যো নেই ; ঠাকুরের পূজো হয় গঙ্গাজলে, ছাতুতে কেন হবে না ?"

বর্ষণস্নাতা নবীনা কহিলেন, "তুমি মাসী-মা, সেখানে গিয়া একবার স্তব পাঠ করিলে গঙ্গাজলের আর দরকার হইবে না ; গো-মুখী-নিঃসৃত গঙ্গাজলে বৈদ্যনাথ পরিপ্লাবিত হইবেন।"

—এইরূপ তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাদিতে দুই তিন দিবস অতিবাহিত হইল। তৎপরে মাতঙ্গিনীর সহগামিনী হইয়া তীর্থ ভ্রমণের একটা সাধ, আকাঙ্ক্ষা রমণীজন-হৃদয়ে উপস্থিত হইল। মাতঙ্গিনীর গৃহে যতই উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল, ততই গ্রাম্যমহিলাদিগের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে আকুল বাসনা বলবতী হইয়া যখন তাহাদের উন্মত্ত করিয়া তুলিল, তখন তাহারা হেমাঙ্গিনী ও মাতঙ্গিনীর অনুগ্রহ লাভাশায় ছোটবাবুর পুরমধ্যে নিত্য যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল।

ছোটবাবু তখন বৈদ্যনাথক্ষেত্রে উপযুক্ত বাড়ী স্থির করিবার উদ্দেশ্যে

জনৈক কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। যে সময়ের কথা এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইতেছে সে সময় বৈদ্যনাথে বড় বেশী বাড়ী নির্ম্মিত হয় নাই; যাহা হইয়াছে, তাহাও মনোরম নয়। এ দিকে মাসীমাতা ধরিয়াছেন, যখন তীর্থক্ষেত্রে যাওয়াই হইতেছে, তখন তাঁহার তুলসীর মালা ছড়াটা গোবিন্দজীর চরণে স্পর্শ করিয়া আনিতে হইবে। গোবিন্দজী যে কোন্ দেশে অবস্থান করিতেছেন তাহার অনুসন্ধান লইবার প্রয়োজন মাসীমাতা অনুভব করেন নাই। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর বাসনা, তিনি এই সুযোগে একবার জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আসেন। হেমাঙ্গিনী পাহাড় দেখিবার অভিলাষিনী হইয়া ভর্ত্তাকে ধরিয়াছেন, যে দেশে গাছে গাছে ময়ূর, পাহাড়ে পাহাড়ে হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছে, সেই দেশে চল। কিন্তু যাঁহার জন্য এই বিপুল অনুষ্ঠান, তিনি দেশ ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিরোধী। মাতঙ্গিনী একদা মাধবকে কহিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য অকারণ অর্থ শ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই; যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহারই জন্য তিনি অতিশয় কাতর। দস্যুতে যে অর্থরাশি অপহরণ করিতে সমর্থ হইত না, তাহা তিনি নিজ চিকিৎসায় ও অন্যবিধ ব্যয়ে গ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আর কিছুতেই তাঁহার কারণ মাধবকে আর এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে দিবেন না।

মাধব যখন দেখিলেন, মাতঙ্গিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তিনি অসুখের ভাণ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য চিকিৎসক আসিয়া মাধবের ইঙ্গিতানুসারে কহিলেন, ছোট বাবুর রোগ ঔষধে প্রতিকৃত হওয়া সম্ভবপর নহে—বায়ু বা স্থান পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। এ কৌশল বুঝিতে মাতঙ্গিনীর বিলম্ব হইল না; কিন্তু বুঝিয়াই বা কি হইবে? প্রকাশ্যভাবে তিনি আর কোন প্রতিকূলতা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তখন আয়োজনের ধুম লাগিয়া গেল। পুরমহিলারা সকলেই ধরিলেন,

তাঁহারা সহযাত্রী হইবেন। দাসদাসী দ্বারবান সকলেই কোমর বাঁধিল; বলিল, "আমরা না গেলে বাবুকে দেখিবে কে।" কেহ কেহ সনাতনের পদসেবা আরম্ভ করিয়া দিল। গ্রামের যাবদীয় বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী তীর্থ ভ্রমণের উমেদারি আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ হেমাঙ্গিনীকে কেহ বা মাতঙ্গিনীকে ধরিলেন; কেহ বা মাসী-মাতার গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। যে পাচিকা ঘৃত আহরণ সম্বন্ধে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মাসী-মাতার নিকট তর্কশাস্ত্রের অবতারণা করিতেন, এক্ষণে তিনি মীমাংসাশাস্ত্র-মতাবলম্বী হইয়া মাসী-মাতা অধিক ঘৃত প্রদান করিতে আসিলে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন এবং কহিতেন, "গৃহস্থ বাড়ীতে এত ব্যয় করিলে চলিবে কেন? আমি অল্পে সারিয়া লইব।"

এমন কি মাধবের খুল্লতাত-পত্নী ধৈর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া হেমাঙ্গিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, তিনিও তীর্থ-ভ্রমণেচ্ছু। হেমাঙ্গিনী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া দূতীকে কহিয়া দিলেন যে, "খুড়ীমাকে বল গে, আমি ছেলেমানুষ, ও-সব কিছু জানিনা; তবে বাবুর বড় ইচ্ছে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।" খুড়ী-মা এ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে দিলেন না,—তিনি মথুরের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবেগে মাধবের গৃহে আগমন করিলেন। এবং মাধবের বিচ্ছেদে তিনি কতদূর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা প্রচুর অশ্রুবর্ষণে পরিব্যক্ত করিলেন। খুড়ী-মাতার অঙ্গাদি কিঞ্চিৎ স্থূল এবং তাঁহার অশ্রুবর্ষণের ক্ষমতাও অনন্য-সাধারণ। অদূরে দণ্ডায়মানা দাসীরা যখন দেখিল, বারি-প্রবাহে ক্ষিতিতল পরিপ্লাবিত হইতেছে, তখন তাহারা একবাক্যে মানিয়া লইল, তিনি ছোট বাবুর বিচ্ছেদে বড়ই কাতরা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং উকীল মোক্তারেরা যে, এই বিচ্ছেদের মূল কারণ, ইহাও তাহারা

স্বীকার করিয়া লইল। মাসী-মাতা এতদ্দৃষ্টে বড়ই ঈর্ষান্বিতা হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু ভগবান্ তাঁহার প্রতি এতই বিরূপ যে, দগ্ধ চক্ষু অশ্রু-বর্ষণে কিছুতেই সম্মত নহে। এ স্থলে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি কার্য্যের অছিলায় স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মাতঙ্গিনীর নিকট যাঁহারা নিয়ত যাতায়াত করিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুফল প্রাপ্ত হয়েন নাই। ব্যয়-বাহুল্য ভয়ে মাতঙ্গিনী সকলকেই নিরস্ত করিয়াছিলেন। কনক ও তদীয়া জননী, মাতঙ্গিনীর দুঃখে প্রচুর অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার হৃদয় সিক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল যত্ন বিফল হইয়াছিল। মাতঙ্গিনী কহিয়াছিলেন, 'আমি গৃহের কর্ত্তা বা কর্ত্রী নই—যে নিজে দুঃখিনী পরাশ্রয়ী, সে অপরকে আশ্রয়দানে অসমর্থা।' কিন্তু তাঁহারা সে সকল কথা কাণে তুলেন নাই—যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন।

সদানন্দময়ী হেমাঙ্গিনীকে যে ধরিয়াছিল, সেই সিদ্ধকাম হইয়াছিল। তিনি সকলকেই বলিতেন, তুমি যাবে বই কি। তাঁহার আনন্দের ভাণ্ডার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল ; তিনি সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দে সংসারকে প্লাবিত করিবার জন্য ব্যস্ত।

একদিন অপরাহ্ণে মথুরমোহন আসিয়া মাধবচন্দ্রকে কহিলেন, "দেখ্‌ছি গোটা গ্রাম তোমার সঙ্গে যাচ্ছে ; বৈদ্যনাথের মাঠগুলা ভাড়া নিয়েছ ত ?"

মাধব উত্তর করিলেন, "ব্যাপার তাই দেখ্‌ছি। আগে ভেবেছিলাম, শুধু বাড়ীতেই বুঝি চাবি বন্ধ কর্‌তে হবে ; এখন দেখ্‌ছি গ্রামে চাবি বন্ধ করবার প্রয়োজন।"

মথুর হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ভায়া, আমাদের গাঁয়ের কখন কেউ দেশ ছেড়ে বিদেশে যায় নি। তা'র উপর আবার তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ

—মাগীদের ঘোমটা খোল্‌বার এমন সুযোগ সচরাচর ঘটে না। ঠাকুর দেখ্‌বার যত না ইচ্ছে হো'ক, এই যে ঘোম্‌টা খুলে ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারবে, এইতেই মাগীগুলো ম'লো।"

মাধব। • আমি যাচ্ছি চিকিৎসার্থে, এ সব বোঝা ত বইতে পারব না। দেখ্‌ছি চুপি চুপি পালাতে হবে।

মথুর। সে যো নেই। তোমার চেয়ে পাড়ার মেয়েরা বেশী খবর রাখে কোন্ দিন, কোন্ লগ্ন পুরুত মশায় যাত্রার কারণ স্থির করে দিয়েছেন। তোমার ক'খানা নৌকা ভাড়া হ'য়েছে তা'ও তারা জানে।

মথুর হাসিতে হাসিতে বিদায় হইলেন; মাধব চিন্তাকুল হৃদয়ে অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শয়ন কক্ষের সম্মুখস্থ দালানে আসিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী তথায় এক মিছিল বাহির করিয়াছে। গ্রামের ও গৃহের প্রায় অর্দ্ধ শত যুবতী তথায় সমবেত হইয়াছে; আর হেমাঙ্গিনী তাঁহার দারুনির্ম্মিত হরিণটি সেই সুন্দরীবৃন্দ মধ্যে হর্ম্মোপরি স্থাপন করিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, কিরূপে হরিণ হরিণী বৈদ্যনাথের পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিরূপ লম্ফে ঝম্ফে তাহারা বিচরণ করে তাহার একটা মহলা দিয়া হেমাঙ্গিনী দারুমূর্ত্তিকে মধ্যে মধ্যে নাচাইতেছিলেন; রূপসীদিগের হৃদয়ও তদ্‌সঙ্গে নর্ত্তিত হইতেছিল, এবং তাহাদের শ্রুতী-বাহিনী বদন সুধা সেই লোকললাম বৈদ্যনাথধামস্থ সজীব হরিণীর রসাস্বাদনে আকুল হইয়া ছুটিতেছিল। যখন হরিণীর রসাস্বাদনে শ্রোত্রীবর্গের উদর পরিপূরিত হইয়া উঠিল, তখন হেমাঙ্গিনী ময়ূরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রোত্রীদিগের মধ্যে কেহ কখন প্রাণযুক্তা ময়ূরী দর্শন করেন নাই; তবে তাঁহারা শারদীয়া পুজাকালে ধনুর্দ্ধারী কার্ত্তিকেয়ের

পদনিম্নে শিখাপুচ্ছধারী মৃন্ময় ময়ূর দৃষ্টে ময়ূরের চিত্র অনেকটা মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী সে সকল কাল্পনিক চিত্র মনোমধ্য হইতে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়া জটায়ুর উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবং দশানন-প্রতিদ্বন্দ্বী জটায়ুকে হস্তীর সহিত আকার সম্বন্ধে তুলনা করিয়া তাহার ক্ষুদ্র বপুর কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলেন। অবশেষে জটায়ুকে ময়ূরের পিতৃপুরুষ বলিয়া পরিচয় প্রদান করত কহিলেন, "এবম্বিধ আভিজাত্যালঙ্কৃত ময়ূর বৈদ্যনাথস্থ গৃহরাজির ছাদে আলিসায় নিত্য পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।" দুর্ভাগ্যবশতঃ হেমাঙ্গিনীর বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মাধব আসিয়া দর্শন দিলেন। মাধবকে দেখিবামাত্র সেই জগদ্বিজয়িনী রমণী জাতির রথী মহারথীরা অস্ত্রাদি সংগোপন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইলেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহার কক্ষ মধ্যে বিদ্যুৎবৎ ছুটিয়া পলাইলেন; বিদ্যুৎ, মাথায় নিবিড় মেঘ লইয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। পড়িয়া রহিল, শুধু সেই কাষ্ঠের হরিণটা; তাহার লজ্জা সরম নাই, তাই সে রহিল।

মাধব কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদু হাস্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্ছিল রঙ্গিণি ?"

মাধব, হেমাঙ্গিনীকে আদর করিয়া সময় সময় রঙ্গিণী বলিয়া ডাকিতেন। রঙ্গিণী উত্তর করিলেন, "না, তা' হবে না।"

"কি হবে না ?"

"না, তা' হবে না।"

মাধব হাসিতে হাসিতে হেমাঙ্গিনীকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে না, বল ?"

হেমাঙ্গিনী বক্ষমধ্যে মুখ লুকাইয়া কহিলেন, "তুমি ভেবেছ এদের নিয়ে যাবে না, তা' হ'বে না—সকলকে নিয়ে যেতে হবে।"

মাধব। এই গাঁ শুদ্ধ লোক ?

হেমাঙ্গিনী। যারা যেতে চায়।

মাধব। যেতে চায় ত সকলেই।

হেমাঙ্গিনী। তবে সকলকেই নিয়ে যেতে হবে।

মাধব। সর্ব্বনাশ! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।

হেমাঙ্গিনী। তা' হো'ক।

মাধব। তা'হলে গোটা বৈদ্যনাথ সহর ভাড়া নিতে হবে।

হেমাঙ্গিনী। তা' হোক।

মাধব। গোটা জেলার নৌকা যোগাড় করতে হবে।

হেমাঙ্গিনী। তা' হো'ক।

মাধব হাসিয়া কহিলেন, "তবে তাই হো'ক।"

হেমাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নাড়িয়া কহিলেন, "না, তুমি হাসছ যে —সত্যি করে বল।"

মাধব। আমি কাঁদিয়া কহিতেছি, তোমার দুল ও ফুল দুইজনেই যাইবে; আর তোমার কাঠের হরিণটা যখন সাজিয়াছে, তখন সে-ও যাইবে।

এমন সময় বাহিরে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া মাধবের বাহুপাশ ছিন্ন পূর্ব্বক গৃহকোণে লুক্কায়িত হইলেন।

ইদানীং মাধব, মাতঙ্গিনীর বড় একটা দর্শন পাইতেন না; মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। কদাচিৎ কখন বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে মাধবের সম্মুখে আসিতেন, নতুবা নয়। মাতঙ্গিনীর কক্ষে মাধব কোনও প্রয়োজনে প্রবেশ করিলে মাতঙ্গিনী বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। সুতরাং মাধব তথায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

মাতঙ্গিনী চরণ-চুম্বনেচ্ছু আলুলায়িত রুক্ষ কেশভার বিস্তার করত একখানি সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। মাধব চমকিয়া উঠিলেন; সে প্রতিমা—সে বিষাদমাখা সৌন্দর্য্যরাশি কখন দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না। কায়িক ও মানসিক ক্লেশহেতু তাঁহার দেহ কিঞ্চিৎ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, বর্ণজ্যোতিও কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়াছিল—স্থল-পদ্মিনী যেন মধ্যাহ্ন ভানুতাপে ক্লিষ্টা, বিবর্ণা। শুষ্কপ্রায় পুষ্পের বিষাদ তাঁহার দেহময় পরিব্যাপ্ত; কিন্তু সেই বিষাদের মধ্যেও একটা মাধুর্য্য, একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, একটা অস্ফুট চীৎকার জাগিতেছিল। নদীকূলবাসিনী চাতকীর হৃদয়েও একটা তৃষ্ণা, একটা বাসনা নিরন্তর জাগিতে থাকে; তবে মাতঙ্গিনীর অপরাধ কি?

মাতঙ্গিনী তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছিলেন; কহিলেন, "হ্যাঁরে হেম, তুই কি গ্রামশুদ্ধ লোক সঙ্গে নিয়ে যাবি?"

হেম গৃহকোণে লুক্কায়িত থাকিয়া মুখে কাপড় চাপিয়া খুব হাসিল; এবং মাথা নাড়িতে নাড়িতে অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, নিয়ে যাব!"

অবশ্য তাহার উক্তি কাহারও কর্ণগোচর হইল না। মাতঙ্গিনী পুনরায় কহিলেন, "তুই যে গোটা পাড়া মাতিয়ে তুলেছিস—"

হেম (পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে)।—খুব করেছি।

মাত। এত লোক নিয়ে যেতে কত খরচ তা' জানিস?

হেম (পূর্ব্ববৎ)।—আমার জানবার দরকার নেই।

মাত। তুই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আয় ত।

হেম। (পূর্ব্ববৎ)।—ইস্, তোমায় বকুনি খেতে যাচ্ছি কিনা।

মাত। দেখ্ হেম, তুই এখন বড় হয়েছিস, সব দিক্ বুঝ্‌তে হয়; রোগ সার্‌তে পশ্চিমে যাওয়া,—এত লোক সঙ্গে থাক্‌লে রোগ সারবে কি করে?

হেম বিস্ফারিত নয়নে শূন্যাকাশ পানে চাহিয়া রহিল; এ কথাটা ত পূর্ব্বে তাহার মনে হয় নাই।

মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন—মাধবের পানে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না—সুন্দরী প্রতিমার ন্যায় মুহূর্ত্তকালের জন্য দর্শন দিয়া অন্ধকারক্রোড়ে অদৃশ্য হইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যনাথে আসিয়া হেমাঙ্গিনী যাহা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাইলেন না। হরিণীর পরিবর্ত্তে অসংখ্য শাখামৃগ দেখিলেন এবং ময়ূরের পরিবর্ত্তে অগণিত শৃগাল তাঁহার নয়নগোচর হইল। হেমাঙ্গিনী বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তবে এইটুকু তাঁহার সান্ত্বনা যে, যাহাদের সম্মুখে তিনি হরিণের মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, তাহারা কেহ সঙ্গে আসে নাই। আসিবার মধ্যে কেবল তুল ও ফুল—তাঁহার দুইটী প্রিয় বয়স্যা। খুল্লশ্বশ্রূর সতর্কতায় তাঁহাদেরও আসা ঘটিত না, কিন্তু যাত্রাকালে হেমাঙ্গিনী এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্বশ্রূর সতর্কতা নিস্ফল করিয়াছিলেন। যাত্রার দিবস সন্ধ্যাকালে হেমাঙ্গিনী তাঁহার বয়স্যাদ্বয়কে খট্টাঙ্গ নিম্নে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।

গৃহত্যাগ কালে অন্ধকারের ভিতর তাহাদের লইয়া চুপি চুপি শিবিকা-রোহণ করিয়াছিলেন। বাহকেরা তিন জন আরোহী লইতে পাছে কোন আপত্তি করে এই আশঙ্কা করিয়া হেমাঙ্গিনী শিবিকারোহণের পূর্ব্বেই দুই দিকে দুইটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং কোন গোল হয় নাই। নৌকারোহণের পর যখন হেমাঙ্গিনীর চাতুর্য্য ধরা পড়িয়াছিল, তখন জ্যেষ্ঠাগ্রজা হাসিয়া আকুল হইয়াছিলেন—মাধব অন্তরাল হইতে ঈষৎ হাস্য সহকারে হেমাঙ্গিনীকে একটা কিল দেখাইয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী তদুত্তরে অপরের অলক্ষ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর দুল ও ফুল সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কনক ও তাহার জননীরও আসা ঘটিত; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় যাত্রার পূর্ব্ব দিবস কনকের ভাগ্যচক্র আবর্ত্তিত হইতে হইতে তাহাকে চক্রনিম্নে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করিল। গৌরহরি নামধেয় জনৈক প্রতিহিংসা-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। এই ব্যক্তি যখন দেখিল, মথুর অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তখন সে তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সুযোগও ঘটিল। একদা নিশীথে মথুর তাঁহার উদ্যান-বাটীতে কোনও প্রণয়িনীকে লইয়া বিলাসে উন্মত্ত ছিলেন; ভৃত্যাদি কেহই নিকটে ছিল না। এমন সময় গৌরহরি ছুরিকা হস্তে তথায় প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল আলোকে দেখিল, প্রণয়িনী আর কেহ নয়—তাহারই অপহৃতা স্ত্রী। যে স্ত্রীকে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে করিয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক ঘরণী করিয়াছিল, সেই স্ত্রীই এক্ষণে মথুরের অঙ্কশায়িতা। গৌরহরি দেখিল, তাহার অতি আদরের বনিতা মথুরের কণ্ঠলগ্না হইয়া সহাস্যে আলাপাদি করিতেছে। তদ্দর্শনে সে জ্ঞানশূন্য হইয়া স্ত্রীকে আক্রমণ করিল এবং তাহার দেহের শতস্থানে ছুরিকাঘাত

করিল। মথুর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং অচিরে লোকজন-সহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বৃত্তকে আয়ত্ত করিলেন। তখন হতভাগিনী জীবলীলা সংবরণ করিয়াছে।

পরদিবস পুলিস আসিয়া গৌরহরিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। পথের দুইধারে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ গৌরহরিকে চিনিতে পারিয়াছিল। কৌতূহলী কনক ও তাহার গর্ভধারিণী পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া নরঘাতীকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং তাহার উদ্দেশে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতেছিল। তারপর যখন পুলিস, গৌরহরিকে লইয়া কন্যা ও জননীর সম্মুখস্থ পথ অতিবাহন করিয়া চলিল, তখন তাহারা বিস্ফারিত নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে কনক কম্পিত দেহে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল। যাহারা দুর্ব্বৃত্তকে চিনিয়াছিল, তাহারা পরিচয় দিল, এই নারীঘাতক পাষণ্ড, কনকের স্বামী। কনক এইরূপে নির্ম্মম-হৃদয়া নিয়তির ঘূর্ণায়মান্ রথচক্রতলে পতিত হইয়া নির্দ্দয়ভাবে পিষ্ট হইল।

কনক ও তাহার জননী, মাতঙ্গিনীর অনুগামিনী না হইলেও গ্রামের চারিজন অনাথিনী বৃদ্ধা তীর্থদর্শনে মাধবের সহগমন করিয়াছিল। মাধব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়াছিলেন। তদ্ধেতু তাহারা যখন অশ্রুপ্লাবিত নয়নে মাধবকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, তখন তাঁহার নয়ন সজল হইয়াছিল।

কিছুদিন বৈদ্যনাথে অবস্থান করিয়া মাধব দলবল সহ বিশ্বেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। হেমাঙ্গিনী এত বড় তীর্থক্ষেত্রেও হরিণাদির দর্শন পাইলেন না। দেখিলেন, কেবল অন্ধকারময় বর্ত্ম, আর তদধিক অন্ধকারময় গৃহনিচয়। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার বিশেষ কোন ভক্তি ও আনন্দের উদ্রেক হইল না। তদ্‌পরিবর্ত্তে তিনি

যদি পাহাড় পর্ব্বত অথবা ময়ূর হরিণ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর আনন্দিত হইতেন। তিনি অন্নপূর্ণা-চরণে প্রণতা হইয়া কামনা করিলেন, "মা, আমাদের যেন ময়ূর-হরিণের দেশে শীগ্‌গির যাওয়া হয়।"

দয়াময়ী অন্নপূর্ণার চরণে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়; তিনি হেমাঙ্গিনীর এবম্বিধ সকরুণ প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না। মাধবের ইচ্ছা হইল, তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করেন। তাঁহার খুল্লতাতপত্নী ও জননী-ভগিনীর বাসনা হইল, তাঁহারা যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গতা গঙ্গা দর্শন করিয়া সেই মহাতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করেন। এবম্বিধ ধর্ম্ম অর্জ্জনপথে মাধব স্বয়ং অন্তরায় হইলেন। তিনি ইহা এককালে পছন্দ করিতেন না যে, তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে কতকগুলি মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রাজক প্রতিনিয়ত বিচরণ করে। মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুদিগের প্রতি তাঁহার এবম্বিধ বিদ্বেষ থাকা প্রযুক্ত মাসীমাতা প্রভৃতির বেণীমাধব দর্শনে যাওয়া ঘটিল না। তা' ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল,—প্রয়াগে উপযুক্ত বাসা পাওয়া গেল না।

তখন মাধব সদলবলে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। মাসীমাতা লোক পরম্পরায় শ্রুত ছিলেন, ব্রজধামের ধূলিরাশির উপর লুণ্ঠিত হইলে অশেষ পুণ্য অর্জ্জিত হয়। মাসীমাতা যখন শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া লাল ধূলার উপর প্রচুর পরিমাণে গড়াগড়ি দিয়া লইলেন। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা মাসী-মাতার অঙ্গ ও বস্ত্র লোহিতবর্ণ ধূলিকণায় এরূপভাবে সংলিপ্ত হইয়া উঠিল যে, তাঁহার আত্মীয়েরাও তাঁহাকে আর চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন কি তিনি যখন খুড়ী-মাতার অঙ্গে অঙ্গ

দিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতেছিলেন, তখন তিনি তদ্‌কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভিখারী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রতিকার মানসে মাসী-মাতা, করুণার দিকে চাহিলেন; তথায় সহানুভূতি প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর অবমানিত হইলেন। করুণা কহিল, "সরে যা' মাগী, ভিখারী গুলোর জ্বালায় তীর্থিঠাঁই পথ চল্‌বার যো নেই।"

মাসীমাতা তখন সকরুণ নয়নে হেমাঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। হেমাঙ্গিনী তদ্দৃষ্টে হাস্যবেগ ধারণে অসমর্থা হইয়া ধূলার উপর বসিয়া পড়িলেন। মাসীমাতা যৎকালে ব্রজরজঃ গ্রহণ মানসে ধূলার উপর গড়াগড়ি দিতেছিলেন, তৎকালে হেমাঙ্গিনী দূরে দণ্ডায়মানা থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মাসীমাতা ধূলিমাখা কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গাত্রোত্থান করিলে হেমাঙ্গিনী যখন তাঁহার পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হাস্যরস এতই সবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার বাক্যোচ্চারণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। তারপর যখন দাসদাসী সম্মিলিত হইয়া মাসীমাতাকে কেহ উন্মাদিনী, কেহ বা ভিখারিণী বোধে অবজ্ঞা করিতেছিল, তখন হেমাঙ্গিনীর এমত শক্তি ছিল না যে,তিনি অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহাদিগকে নিষেধ করেন। দুইচারি জন ব্রজবাসী, মাধবের সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা কোন কালে মাসীমাতাকে দেখেন নাই। তাঁহারা মাধবের অনুগ্রহ লাভাশায় দাস-দাসীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং বিদ্যাপতির ভাষায় মাসী-মাতাকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা করিলেন। সেই সকল অপরিচিত শব্দাবলী যতই হেমাঙ্গিনীর কর্ণগত হইতে লাগিল, ততই হাস্যতরঙ্গে তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর আহত হইয়া ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। অবশেষে সনাতন, মাসীমাতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছনার কবল হইতে মুক্ত করিল। তখন হাসিটা এতই সংক্রামক হইয়া পড়িল যে, দাসদাসীরাও বিচঞ্চল

হইয়া উঠিল; এমন কি মাধবও ওষ্ঠে বসন চাপিয়া ক্ষণকাল বাক্‌রহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে যমুনা-উপকূলে মাধব বাসের জন্য এক সুরম্য ভবন প্রাপ্ত হইলেন। ভবনের চতুঃপার্শ্বে বিস্তীর্ণ উদ্যান। এই উপবন মধ্যে স্থানে স্থানে মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন, মনুষ্যখাত ক্ষুদ্রকায়া নদী, গোচারণ ভূমি, কুঞ্জবন, পুলিন প্রভৃতি বৃন্দাবনেশ্বরের লীলাক্ষেত্রানুরূপ ভক্তনয়নমনোরঞ্জন দৃশ্যাবলী প্রকটিত রহিয়াছে। বিশ্রুতি আছে, বঙ্গদেশীয় কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। উদ্যান তাঁহারই রচিত। গৃহ ও বহুদূর বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তিনি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। এই উপবনের সম্মুখে যমুনা, পিছনে নিবিড় অরণ্য। যে বন কাটিয়া বৃন্দাবন-নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই অরণ্য তাহার অবশিষ্টাংশ মাত্র। দূরে—বহুদূরে কাননের পিছনে পর্ব্বতমালা; তার মাথার উপর নীলাকাশ। বনফুলের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত—অসংখ্য পাখীর গানে আকাশতল মুখরিত। সাধনার উপযুক্ত স্থান বটে। কিন্তু হৃদয়াভ্যন্তরের কোলাহল না থামিলে অরণ্যপর্ব্বতবেষ্টিত নির্জ্জন স্থান লইয়া কি হইবে?

হেমাঙ্গিনী এই বন-উপবন, পর্ব্বত-আকাশ দৃষ্টে পরম পুলকিত হইলেন; কহিলেন, তিনি এ স্থান ছাড়িয়া কোথাও আর যাইবেন না। জটায়ুর বংশধরেরা এখানে দলে দলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন

দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না ; তবে তাহাদের আকার হস্তী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলী দেখিয়া বিষাদিত মাতঙ্গিনীর চিত্তও অনেকটা প্রফুল্ল হইল। তাঁহার শরীরও অনেকটা সবল ও সুস্থ হইল। কিন্তু অশান্ত মন তাঁহাকে সময় সময় পীড়া দিতে লাগিল। মন একবার বন্ধনভ্রষ্ট হইলে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বড় কঠিন ; তবে মাতঙ্গিনীর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু এক প্রবলা প্রতিরোধিনী শক্তি তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল করিতেছিল।

মাসীমাতা বিশেষ সতর্ক ছিলেন ; পুলিন দূরে যাউক, তিনি শয্যাতেও আর গড়াগড়ি দিতেন না। খুড়ীমাতা পরের জন্য মাধবকে একটী পয়সাও ব্যয় করিতে দিতেন না, কিন্তু নিজের জন্য অর্থব্যয় প্রয়োজন হইলে মাধবকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

করুণা তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিল ; এবং তদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে সনাতনকে অনুরোধ করিয়াছিল। তদুত্তরে সনাতন কহিয়াছিল, "আমার তুলসীর মালা মাধব, আমার গোবিন-জি মাধব, আমার ধর্ম্ম মাধব ; আমি মাধব ছাড়া আর কিছু চাহি না।"

বৃন্দাবনে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর শীতঋতু অনুচরবর্গসহ বৃন্দাবনেশ্বরকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। প্রকাশ দেবদর্শন, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রজাপীড়ন। সপরিবার মাধবের উপরেও যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ হইল। তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত বস্ত্রাদি ছিল না ; সুতরাং তাঁহাকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া শীত-মহারাজের অনুচরেরা তদ্প্রতি ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করিল।

একদা প্রভাতে অরুণোদয়ের কিছু পূর্ব্বে মাধবের শৈত্যপ্রযুক্ত নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন, তাঁহার গাত্রবস্ত্র অপহৃত হইয়াছে ; তৎপরিবর্ত্তে

কক্ষস্থ যাবদীয় পরিধেয় বস্ত্র তাঁহার অঙ্গোপরি স্তূপীকৃত রহিয়াছে। হেমাঙ্গিনীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ,—তিনি শয্যোত্তরচ্ছদ-নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মাধব সাতিশয় বিস্মিত হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। তখন গৃহের অপর কেহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে নাই। দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে হেমাঙ্গিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; তিনি শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশব্দে স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন।

মাধব বাহিরে আসিয়া গাত্রবস্ত্রের বা তস্করের কোনরূপ অনুসন্ধান পাইলেন না। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী ইত্যবসরে স্বীয় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জননীর কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল; হেমাঙ্গিনী লঘুহস্তে দ্বারে করাঘাত করিলেন। জননী তখন শয্যোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া হরিনাম জপ করিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনীর করশব্দে জননীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। হেমাঙ্গিনী নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক জননীর শয্যায় মাতঙ্গিনীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন। মাতঙ্গিনী কনিষ্ঠাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে রে?" হেমাঙ্গিনী কোনও উত্তর না করিয়া নিদ্রাভিভূতার ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। সহসা বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল; তিনি কহিতেছিলেন, "এই যে আমার লেপ্, এ ঘরে কে আন্‌ল?"

হেমাঙ্গিনী তখন আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

হেমাঙ্গিনী। হুঁ, আমি বুঝি?

মাতঙ্গিনী। তুই কি করেছিস্?

হেমাঙ্গিনী। হুঁ—ভারি ত—হুঁ—

মাধব দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ দিদি, আমার লেপ মাসীর ঘরে এল কি রূপে?"

মাতঙ্গিনী। মাসীকে জিজ্ঞাসা কর।

মাসীর নামোচ্চারিত হইতে না হইতে তিনি তথায় সমুপস্থিত হইলেন। হেমাঙ্গিনী তখন শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক খট্টাঙ্গ-নিম্নে লুক্কায়িত হইয়াছে। মাতঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া হেমাঙ্গিনীর বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক টানাটানি আরম্ভ করিলেন। মাসীমাতা এ দিকে ঘটনার ইতিবৃত্ত কহিতে লাগিলেন। তিনি কত রাত্রি পর্য্যন্ত হরিনামের মালা জপ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া রজনী প্রভাত পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ ঠাকুরের কত সংখ্যা জপ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিলেন। সকল কথা শুনিয়া মাধব বুঝিলেন, তাঁহার মাসীমাতা অসাধারণ ধর্ম্মভাবাপন্না এবং সমস্ত রাত্রিই তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় যাপন করিয়াছেন। অতঃপর ঘটনা সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর অবগত হইলেন যে, অনাথিনী বৃদ্ধা চতুষ্টয়া মাসীমাতার কক্ষে হর্ম্ম্যতলে প্রায় অনাবৃত দেহে শয়ান ছিল। বৃদ্ধারা শীতে কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে নানাবিধ কষ্টব্যঞ্জক শব্দ করিতেছিল। মাসীমাতা তাহাদের হরিনাম করিতে উপদেশ দিয়া নিজে গাত্রবস্ত্র দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদন করতঃ সমাধিগত হইয়াছিলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, হেমাঙ্গিনী কক্ষে একবার আসিয়াছিল এবং কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল। দীপ নির্ব্বাপিত হইলে হেমাঙ্গিনী কি করিয়াছিল, না করিয়াছিল, তাহা সমাধিস্থ মাসীমাতা অবগত হইতে পারেন নাই। তবে কক্ষে হেমাঙ্গিনী ব্যতীত অপর কেহ প্রবেশ করে নাই, ইহা তিনি তুলসীর মালা হস্তে লইয়া কহিতে পারেন।

এবম্বিধ বিবরণ শ্রবণান্তে মাধব ও মাতঙ্গিনীর বিশ্বাস হইল যে,

হেমাঙ্গিনীই মাধবের গাত্রাবরক অপহরণ-পূর্ব্বক বৃদ্ধাদের প্রদান করিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনীর হৃদয় স্নেহ ও করুণায় ভরিয়া গেল; আত্মগ্লানি যে ছিল না, এরূপ বলা যায় না। তিনি হেমাঙ্গিনীকে পালঙ্ক-তল হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। হেমাঙ্গিনীর তখন অদ্ভুত বেশ,—মুখময় ধূলি ও উর্ণা, চিবুকের স্থানে স্থানে চূণ, পরিধেয় বসনে কয়েকদিনের সঞ্চিত জঞ্জাল। তাঁহার এইরূপ অপরূপ মূর্ত্তি দর্শনে মাতঙ্গিনীর এমন কি তাঁহার জননীরও হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাধবের কর্ণেও সে হাস্যধ্বনি পঁহুছিল। কি একটা ঘটিয়াছে মনে করিয়া তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে মাতঙ্গিনী ও তাঁহার জননী হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

এদিকে হেমাঙ্গিনী তাঁহাদের হাসির কারণ কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার অতি নির্লজ্জ স্বামী তাঁহার শ্বশ্রূর উপস্থিতি সত্বেও কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত গৃহকোণে লুক্কায়িত হইলেন। মাধব গৃহমধ্যে এক বিন্দুও হাস্যরস দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন, "হেমাঙ্গিনি!"

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন। মাধব যদি রঙ্গিণী বলিয়া ডাকিতেন, হেমাঙ্গিনী তাহা হইলে সহজে গৃহকোণ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু মাধবের ডাকের ভঙ্গীতে তিনি একটু চমৎকৃত, একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনাবৃত বদনে মাধবের দিকে ফিরিলেন। মাধব দেখিলেন, তাঁহার মুখময় আবর্জ্জনা। তিনি নিজ বসন দ্বারা মুখখানি সযত্নে মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে পুনরায় ডাকিলেন, "হেমাঙ্গিনি!"

হেমাঙ্গিনী চন্দ্রবৎ প্রফুল্ল মুখখানি মাধবের প্রতি তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন। মাধব কহিলেন, "হেমাঙ্গিনি, তুমি এতদিন আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন ছিলে, অথবা আমারই দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল—আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

হেমাঙ্গিনী কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য তিনি তিরস্কৃত হইতেছেন; মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন, "হুঁ, তা' আমি কি করব—"

"তুমি বেশ করেছ রঙ্গিণি!"

হেমাঙ্গিনী নীলোৎপলতুল্য চক্ষু দুইটী তুলিয়া সবিস্ময়ে মাধবের প্রতি চাহিলেন। মাধব মৃদু-হাস্যে তাঁহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া সেই নীলনয়নদ্বয়ের উপর দুইটী চুম্বন দান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শীতঋতু সকলকে পীড়ন করিয়া যথাকালে প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। প্রস্থানের বাসনা ছিল না, কিন্তু বসন্ত আসিয়া বড়ই ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল; তথাপি শীত-মহারাজ অন্ধকার রাত্রির আবরণে লুকাইয়া ঝোপে-ঝাপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বসন্ত তখন তাঁহার দূত কোকিল ও দূতী মাধবীলতাকে প্রেরণ করিয়া শীত-মহারাজকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সামর্থ্যে যখন কুলাইল না, তখন সেনাপতি মলয়-মারুৎ স্বয়ং আসিয়া রণে যোগদান করিলেন; এবং অচিরে নগ্নদেহ কৃশকায় শীতকে গলা টিপিয়া দেশ হইতে দূরীভূত করিলেন। শীত যাইতে যাইতে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল এবং পুনরায় সদলে আসিবে বলিয়া শাসাইয়া গেল।

শীতকে তাড়াইয়া বসন্ত হাস্যমুখে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং অনুচরবর্গকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করত প্রকৃতিপুঞ্জের সংবাদ গ্রহণ

করিতে লাগিলেন। অনুচরেরা চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করত সংবাদ দিল, প্রস্থিত শত্রুর প্রতাপে প্রজাপুঞ্জ নীরস ও বিশুষ্ক, বৃক্ষরাজি পত্রপুষ্পশূন্য, পক্ষিকুল সমাহত নির্জ্জিত। ঋতুরাজ তচ্ছ্রবণে ব্যথিত হইয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের দুঃখ নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার মুখে হাসি নাই, তাহার ওষ্ঠে হাসি আনিয়া দিলেন; যে বিরহিনী বহুকাল হইতে প্রবাসী স্বামীর পত্র পান নাই, তাঁহাকে পত্র আনিয়া দিলেন; যে অভিমানিনী অলঙ্কার অভাবে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার মান ভঙ্গ করত অলঙ্কার ও হাসি উভয়ই আনিয়া দিলেন; যে তরু-পল্লব বিশুষ্ক ও পত্রশূন্য, তাহাকে মুঞ্জরিত করিলেন; যে বৃক্ষক পুষ্পশূন্য, তাহাকে কুসুমিত করিলেন; চূত মুকুলকে আহ্বান করিয়া গ্রামে গ্রামে সৌগন্ধ্য বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন; ভৃঙ্গরাজকে ডাকিয়া আনিয়া দলবলসহ পুষ্পোদ্যান অধিকার করিতে উপদেশ দিলেন; পিককুলকে আহ্বান করিয়া সঙ্গীত-ঝঙ্কারে আকাশ-প্রান্তর মুখরিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রিয়সখা কন্দর্পদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে গৃহে কুসুমশর প্রক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে বসন্তরাজ দেশে দেশে আনন্দ, আশা, জীবন বিতরণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বৃন্দাবনের যে গৃহে মাধব সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় ঋতুরাজ বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তরুদেহ পল্লবিত ও কুসুমিত করিলেন বটে, কিন্তু মাতঙ্গিনীর ওষ্ঠে হাসি ফুটাইতে পারিলেন না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মাতঙ্গিনীর হাসি লুকাইয়া আসিতে লাগিল। উদ্যানময় ফুল ফুটিয়া চতুর্দ্দিক যতই সৌরভে আমোদিত করিতে লাগিল, পিককূজনে আকাশ-প্রান্তর যতই মুখরিত হইতে লাগিল, মাতঙ্গিনীর হৃদয় ততই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। দুর্ব্বিসহ চিন্তারাশি লইয়া তিনি বিষাদময়ী প্রতিমার ন্যায় অরণ্যে উদ্যানে

নদীতটে পরিভ্রমণ করিতেন; কিন্তু কোথাও শান্তি পাইতেন না। আত্মহত্যার চিন্তা সময় সময় তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত; কিন্তু সে চিন্তা অধিককাল মনের ভিতর স্থান পাইত না। অরণ্য দেহ সঞ্চালনে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিত, 'এস, সংসার ছাড়িয়া আমার পুণ্যময় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এস'; নদী তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠাইয়া আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা মাতঙ্গিনীর কাণে-কাণে কহিত, 'আর একটু সরিয়া এস, আমি তোমার স্মৃতি মুছাইয়া দেব—তোমার সকল জ্বালা নিবাইয়া দেব।' মাথার উপর পাখী চীৎকার করিয়া কহিত—'না, না, ফিরে এস—স্মৃতি ধুয়ে গেলে কি নিয়ে থাকবে?' মলয়ানিল কাণে-কাণে বলিত, 'এমন সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে?' বিচঞ্চল কদম্ব-শাখা হেলিয়া দুলিয়া নিষেধ করিয়া বলিত, 'মরিও না—মাধবের ঘৃণা লইয়া মরিও না।'

মাতঙ্গিনী মরিতে পারিলেন না—বারংবার চেষ্টা করিয়াও মরিতে পারিলেন না। তখন মাতঙ্গিনী সঙ্কল্প আঁটিলেন, তাঁহার জননীকে লইয়া দেশে ফিরিবেন—রাধাগঞ্জে আর কখন আসিবেন না। রাজমোহনের অপেক্ষায় গৃহে অবস্থান করিবেন; রাজমোহন অথবা মৃত্যু যিনিই অগ্রে আগমন করুন, মাতঙ্গিনী তাঁহার অপেক্ষায় রাধাগঞ্জ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিবেন।

জননীর নিকট মাতঙ্গিনী তাঁহার সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন। জননী প্রতিবাদ করিবার যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে সম্মত হইলেন; এবং তল্পি তল্পা বাঁধিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু মাধবকে নীরব ও নির্ব্বিকার থাকিতে দেখিয়া বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না; শ্রান্ত মেঘের ন্যায় কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল।

মাধব ইচ্ছা করিয়াছিলেন তিনিও বৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিবেন; কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত-পত্নী প্রতিবাদিনী হইলেন। তিনি গোষ্ঠের পূর্ব্বে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। মাসীমাতারও অভিপ্রায় তদনুরূপ। অগত্যা মাধবকে বৃন্দাবনে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে হইল।

মাতঙ্গিনীর সঙ্গে সনাতন ও একজন দাসী যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। মাধবের অনুগ্রহে অর্থাভাব ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। মাধব তাঁহার শ্বশ্রূর নিকট কহিয়াছিলেন, রাধাগঞ্জে রাজমোহনের অনেক জমিজমা আছে; তাহার উপসত্ত্ব তিনি মাসে মাসে মাতঙ্গিনীর নিকট প্রেরণ করিবেন। সুতরাং দারিদ্র্য-রাক্ষসী আসিয়া কোন কালে যে মাতঙ্গিনীর পিতৃগৃহে উৎপাত করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিল না।

বৃন্দাবন পরিত্যাগের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল, ততই একটা বিষাদ গাঢ়তর হইয়া গৃহখানিকে পরিবেষ্টন করিল। মাধব সেই বিষাদরাশিকে উদ্ভিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল যত্ন তমোময় শীতল গৃহমধ্যে দীপ জ্বালিবার প্রয়াসের ন্যায় বিফল হইল। মাধব অন্তরে বুঝিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জে আর ফিরিবেন না—ফিরিবার উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মাধবের সংসর্গ অগ্নিবৎ জ্ঞান করিয়া পরিবর্জ্জন করিতেন না। যে ফানুসের আবরণ মধ্যে অনল এতদিন জ্বলিতেছিল, সে ফানুস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অনল আরও গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে; মাতঙ্গিনী তাই সভয়ে পলায়ন করিতেছেন।

যে দিবস রাত্রিশেষে মাতঙ্গিনী ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই দিবস সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে মাতঙ্গিনী যমুনাতটে বাঁধাঘাটের উপর উপবিষ্টা রহিয়াছেন। সূর্য্যদেব

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অস্তমিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার করেরেখা তখনও আকাশপটে মেঘমালার অঙ্গে চিত্রিত রহিয়াছে। কদম্ব, বট প্রভৃতি গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজি মস্তক তুলিয়া দিনমণির চরণ-সিন্দুর ললাটে ধারণ করিতেছে। যমুনা উজান বহিবে কিনা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে বংশীধ্বনি শুনিতে না পাইয়া বিষাদভরে ফিরিয়া চলিল; যাইতে যাইতেও বারংবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিল তাহার অঙ্গ কালো হইয়াছে কিনা; দেখিল, যখন কালো রূপের পরিবর্ত্তে লালরূপ তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তখন মৃদুকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বহিয়া চলিল।

মাতঙ্গিনী বর্ণময় চক্রবাল পানে চাহিয়া নিস্পন্দদেহে উপবিষ্টা ছিলেন। ক্রমে বর্ণ মুছিয়া গেল, মেঘের কৃষ্ণ কঙ্কালমাত্র পড়িয়া রহিল। মাতঙ্গিনী তখন নয়ন ফিরাইয়া অদূরবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষ প্রতি চাহিলেন; ক্রমে তাহাও নিবিয়া গেল। মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশপানে নেত্রপাত করিলেন; আকাশে কিছুই নাই—সব অন্ধকার। দুই একটী নক্ষত্র উঠিতেছিল; কিন্তু জগতোদ্ভাসক আলোকের পর ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ মাতঙ্গিনীর নয়নমনাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন তিনি নিরবলম্ব হইয়া পদতলবাহিনী স্রোতঃস্বতীর প্রতি নেত্রপাত করিলেন। স্রোতঃস্বতীও তখন অদৃশ্য—শুধু একটা কুলুকুলু ধ্বনি—চিরজাগ্রত বাসনার ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছিল। মাতঙ্গিনী আঁখি মুদিয়া তাহাই শুনিতে লাগিলেন।

সহসা পিছনে কে কহিল, "দিদি, তুমি এখানে!"

মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন; কণ্ঠস্বরে চিনিলেন, বক্তা মাধব। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কোন উত্তরও করিলেন না। মাধব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন—একবার অন্ধকারময় ঊর্দ্ধ আকাশ পৃথিবী পানে চাহিলেন; পরে কহিলেন, "দিদি, কবে আবার রাধাগঞ্জে আসিবে?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, "সেখানে আর না।"

মাধব। কেন দিদি?

মাতঙ্গিনী। আসবার প্রয়োজন ত আর নেই।

মাধব। কেন, আমরা কি কেহ নই?

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন।

মাধব কহিলেন, "যেখানে থাকিয়া সুখী হও, সেইখানে থাকিও। আমার—আমার দুঃখ থাকিল, তোমাকে আমি সুখী করিতে পারিলাম না।"

মাতঙ্গিনী কম্পিতচরণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাধব তাঁহার হাত ধরিয়া সোপানোপরি বসাইলেন; নিজেও নিকটে বসিলেন। মাধবের করস্পর্শে মাতঙ্গিনীর দেহ কাঁপিয়া উঠিল; মাধবও কম্পমান্। এক বৃন্তস্থিত দুইটী ফুলের একটী কাঁপিলে অপরটীও কাঁপিয়া উঠে। উভয়ে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন।

সহসা মাধব ডাকিলেন, "মাতঙ্গিনি—"

মাতঙ্গিনীর বক্ষস্পন্দন স্তব্ধ হইল।

এমন সময় অদূরে হেমাঙ্গীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল; তিনি ডাকিতে-ছিলেন, "দিদি, তুমি কোথা?"

উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। মাতঙ্গিনী সহসা কোনও উত্তর করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মাধব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "দিদি এইখানে।"

হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইলেন। অন্ধকার ভেদ করিয়া সম্মুখে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন; মাধবের শুভ্রবস্ত্র, অনাবৃত বক্ষের বর্ণজ্যোতিঃ তাঁহার নয়নে পড়িল। মাধবের পশ্চাতে—অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে চন্দ্র কররেখার ন্যায় মাতঙ্গিনীর সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিও দৃষ্ট হইল। হেমাঙ্গিনী কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল স্থিরা সৌদামিনীবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন। মাধব কহিলেন, "যাও, দিদির কাছে যাও।"

মাধব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্রচরণে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মাতঙ্গিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এবং জ্যেষ্ঠাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মাতঙ্গিনী চমৎকৃতা হইয়া কনীয়সীকে বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

অম্লানকুসুম হেমাঙ্গিনী উত্তরস্বরূপ জ্যেষ্ঠাকে চুম্বন করিলেন; বলিলেন, "দিদি, এখানে তবে থাক্‌বে?"

মাতঙ্গিনী অন্ধকারমধ্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া কহিলেন, "না।"

"কেন দিদি?—বৃন্দাবনেশ্বরের সকলেই ত পূজা করে।"

"তুই কি বলছিস্?"

"বাল্যকাল হইতে আমরা পিতার স্নেহ, মাতার আদর ভাগাভাগি করিয়া লইয়া আসিয়াছি। এখন—এখন কেন আমরা তা' পারিব না?"

সহসা পশ্চাতে অদূরে এক বিকট হাস্যরব সমুত্থিত হইল। উভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। হাস্য তত উচ্চ নয়, কিন্তু অতি উৎকট। যে হাসিয়াছিল, সে ভগ্নীদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইল। উভয়ে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, আগন্তুক সন্ন্যাসীবেশধারী; তাহার হস্তে করঙ্ক, মস্তকে জটাভার। আগন্তুক কহিল, "ঠিক বলেছ হেমাঙ্গিনী, এখন কেন আমরা ভাগাভাগি করতে পারি না।"

কথা কয়টা শেষ করিয়াই আগন্তুক আবার হাসিল। হাসি অতি বিকট। মাতঙ্গিনীর মনে হইল, যেন এক তাণ্ডব হাসিতে আকাশ পৃথিবী ভরিয়া গেল।—নদী হাসিল, মলয়ানিল হাসিল, বৃক্ষপত্র হাসিল—

তাহার চতুর্দ্দিকে যেন একটা বিকট হাসি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাতঙ্গিনী কাঁপিয়া উঠিলেন।

কণ্ঠস্বরে উভয়ে চিনিলেন, আগন্তুক রাজমোহন। হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ পূর্ব্বক পলায়নের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী নীরবে নিস্পন্দদেহে উপবিষ্ট রহিলেন। রাজমোহন কহিল, "তোমাকে দেখিতে অনেক দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি, মাতঙ্গিনি! ইংরাজের কারাগার আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না—অনন্ত সমুদ্র আমাকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। রাধাগঞ্জে আসিয়া শুনিলাম, তুমি এখানে আসিয়াছ; আমি ছদ্মবেশে পদব্রজে তোমার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছি; মাতঙ্গিনি, তুমি আমার বড় প্রিয়।"

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন। রাজমোহন পুনরপি কহিলেন, "এতকাল পরে ফিরিয়া আসিলাম, তোমার কি একটা কথা বলিবারও নাই মাতঙ্গিনি?"

মাতঙ্গিনী ফিরিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী তাঁহার পার্শ্বে নাই; বুকের ভিতর কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। কহিলেন, "আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, আমাকে লইয়া দেশে চল।"

রাজমোহন আবার বিকটকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী কাঁপিয়া উঠিলেন; এবম্বিধ হাসি তিনি মানুষের কণ্ঠে কখন শুনেন নাই। তিনি ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজমোহন কহিল, "এস তবে মাতঙ্গিনি, দেশে চল।"

বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজমোহন কবন্ধ ও কৃত্রিম কেশভার নদীজলে নিক্ষেপ করিল; এবং দুই পদ অগ্রসর হইয়া মাতঙ্গিনীর হস্ত-ধারণ করিল। মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ হইতে ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুটধ্বনি নির্গত হইল। রাজমোহন তদ্‌প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শিরোচ্ছাদক উত্তরীয় বসন

দ্বারা মাতঙ্গিনীর দেহের সহিত নিজের দেহ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। কার্য্য শেষ করিয়া কহিল, "ভয় কি মাতঙ্গিনী? চল একত্রে দেশে যাই।"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "মরিতে অনিচ্ছা নাই; কিন্তু একটা কথা শুন—"

রাজমোহন বাধা দিয়া কহিল, "শুনিবার এক্ষণে অবসর নাই মাতঙ্গিনি!—আমাকে ধরিতে দুই শত সিপাহী চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এ দিকে হেমাঙ্গিনীর ইঙ্গিতানুসারে মাধব ও সনাতন ছুটিয়া আসিতেছে—ওই শুন পদশব্দ—"

বলিতে বলিতে রাজমোহন, মাতঙ্গিনীকে লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবক্ষ জলে আসিয়া কহিল, "একত্রে মরিলে আবার পরজন্মে একত্র হইতে পারিব। তোমাকে মাতঙ্গিনী, আমি ইহলোকে, পরলোকে কোন লোকেই ত্যাগ করিতে পারিব না।"

বীচিমালা যখন মাতঙ্গিনীর চিবুক স্পর্শ করিল, তখন রাজমোহন কহিল, "ইহলোক ত গেছেই, এক্ষণে পরলোকই আমার সম্বল। বল মাতঙ্গিনী, তুমি পরজন্মে আমার হইবে।"

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রাজমোহন পুনরপি কহিল, "এই পবিত্র জলে দাঁড়াইয়া বল মাতঙ্গিনী, তুমি পরজন্মে আমার হইবে।"

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "না, না—ওগো আমায় ছেড়ে দেও!"

'এই যে দিচ্ছি' বলিয়া রাজমোহন, মাতঙ্গিনী সহ গভীর জলমধ্যে দেহ নিমজ্জিত করিল।

সমাপ্ত।